# বিজ্ঞাপন।

বিপ্রকুলোদ্ভব এক পরমহংস, স্বীয় কর্ম্মফল বশতঃ ভব-সাগর পার হইয়া, নানা স্থানে বহুতর সাধু সমাগম দ্বারা দেহীর দুরারাধ্য সুদুর্ল্লভ পরম পদার্থ তত্ত্বজ্ঞান লব্ধ হইয়া জীবন্মুক্ত কলেবরে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈব-যোগে একদা অস্মদাশ্রমে আগমন করেন, আমি ত্বদীয় দেবতুল্য অপূর্ব্ব নির্ম্মল-মূর্ত্তি দর্শনে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে অকপট সাধু জ্ঞানে অলৌকিকী ভক্তি সহকারে প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা মতে যথাশক্তি অতিথি সৎকার করায়, তিঁনি সেবাবসানে সন্তুষ্ট হইয়া বরদান প্রসঙ্গে অস্ম-দের প্রার্থনানুরোধে ভবভ্রান্তিনিবারণ বিষয়ক কতিপয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতঃ গুরুকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, অর্থাৎ সংশয়চ্ছেদক কতিপয় উপদেশরূপ অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া, পরিশেষে সেই সকল প্রশ্নোত্তরগুলি সমুদয় সরল ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক জনসমাজে ব্যক্ত করিতে আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হয়েন। যদিচ আমি প্রকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি এবং জ্ঞানের অভাব জন্য এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনে কোন অংশেই সক্ষম নহি, তথাচ শুদ্ধ পূর্ব্বোক্ত প্রশংসনীয় মহাত্মার অলঙ্ঘ্য আজ্ঞা অনুসারে, এই গ্রন্থ রচনায় সাহসী হইয়াছি। এক্ষণে গুণগ্রাহক পাঠকগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা কৃপা বিতরণপূর্ব্বক এই গ্রন্থ খানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই, আমি সকল শ্রম সফল বোধ করিব ইতি।

সন ১২৮৪ সাল<br>
তাং ২৫শে জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

# সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত

# শ্রীগুরুদেব বন্দনা।

## শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদাসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বাং নমামি ॥

গুরু ব্রহ্ম সনাতন ভকতবৎসল।
প্রণমিয়া বন্দি তব চরণ যুগল ॥
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গণপতি।
তুমি কালী তুমি লক্ষ্মী সীতা সরস্বতী ॥
তুমি চন্দ্র সূর্য্য আদি নব গ্রহগণ।
ত্রিভুবনে তোমা বিনা অন্য কেহ নন ॥
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর যত।
তীর্য্যগাদি জীবমাত্রে তুমি আবির্ভূত ॥
কার্য্যের কারণ তুমি দেহে বুদ্ধি প্রাণ।
তব সত্তা হেতুক ইন্দ্রিয় চেষ্টাবান্ ॥
মাতৃরূপে গর্ভে তুমি করহ ধারণ।
পিতৃরূপে জন্ম দেহ করিয়া রমণ ॥
অন্ন দান কর তারে স্বামীরূপ হয়ে।
পরিত্রাণ কর শেষে গুরু নাম লয়ে ॥
নিরঞ্জন বটে কিন্তু কর অন্ধকার।
নানা কার্য্য সাধ হয়ে নানা অবতার ॥
বিষধর হয়ে তুমি করহ দংশন।
ঔষধ হইয়া পুনঃ করহ মোচন ॥

সদসৎ কর্ম্মে মতি দেহ অনিবার।
রাজা হয়ে পুনঃ কর দণ্ড পুরস্কার ॥
মঙ্গল পদার্থ তবু দেহ জরা ব্যাধি।
ক্রিয়াহীন হয়ে কর নানা কর্ম্ম বিধি ॥
ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত অথচ সমবায়।
উভয় কারণ তুমি বুঝা নাহি যায় ॥
কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার মহিমা।
অনন্ত শাস্ত্রেতে যাঁর নাহি হয় সীমা ॥
আমি মূঢ়মতি ক্ষীণ দীন হীন অতি।
হেন কিবা সাধ্য লিখি তোমার বিভূতি ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে তুমি করুণাসাগর।
নিবেদন করি তাই হইয়া কাতর ॥
মনেতে দিয়াছ তুমি এই অভিলাষ।
ভবভ্রান্তি-নিবারিণী করিতে প্রকাশ ॥
সহজ কঠিন দুই কর্ম্ম লোকে বলে।
দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয় তব কৃপাবলে ॥
অতএব এই ভিক্ষা তব সন্নিধানে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর গ্রন্থ সমাপনে ॥

# ভবভ্রান্তি-নিবারিণী।

অসারঃ খলুসংসার দাবানলপ্রসবিনী।
তদ্দগ্ধজনহিতার্থ মহাভৈষজ্যরূপিণী ॥
সচ্চিদানন্দনাথোহং প্রসাদাৎ ভবতারিণী।
বিরচিতমত্র গ্রন্থং ভবভ্রান্তি-নিবারিণী ॥

## মনুষ্য সকল ভিন্ন২ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ার কারণ।

১ম প্রশ্ন। প্রভো! আমি অতি মূঢ় জ্ঞানান্ধ, বিশেষতঃ এই অনিত্য সংসারে ক্রমশঃই ব্যভিচারের প্রাবল্যতা দেখিয়া আমার ভ্রান্তচিত্ত অধিক সংশয়াবিষ্ট হইতেছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া যদি ভ্রান্তি নিবারণের কিঞ্চিৎ সদুপদেশ প্রদান করেন, তবেই কৃতকৃতার্থ হই।

১ম উত্তর। বৎস! তোমার অকপট ভক্তিতে আমি অতিশয় বাধ্য হইয়াছি, এবং ধর্ম্মানুসন্ধানে তোমার প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, অতএব তোমার যে কোন বিষয়ে সংশয় থাকে, তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা ভঞ্জন করিয়া দিব।

২য় প্রশ্ন। ভারতবর্ষের মধ্যে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা প্রদেশে হিন্দু, মহম্মদীয়, খ্রীষ্টিয়, ব্রাহ্ম এবং নাস্তিকতা প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্মের নানা প্রকার মত প্রচলিত আছে। যখন এক পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে সকলেরই উৎপত্তি এবং স্থিতি, তখন মনুষ্যমাত্রেই এক ধর্ম্মাক্রান্ত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইবার কারণ কি?

২য় উত্তর। পূর্ব্বকালে কেবল এক হিন্দু ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না। সেই ধর্ম্মের বীজ বেদ, সেই বেদ চারি অংশে বিভক্ত, অর্থাৎ শ্যাম, ঋক, যজুঃ, অথর্ব্ব। পরে যজাতি রাজার বংশ কর্ম্মদোষে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে উক্ত বেদের চতুর্থাংশ অথর্ব্ব যাহা (আয়নলহক) নামক মহম্মদীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র, তাহাই সেই যবন জাতির অধিকার হয়, যদিচ সেই আয়নলহক বৈদান্তিক মতানুযায়ী বটে, কিন্তু এক্ষণে কোরাণের প্রাদুর্ভাবে এবং তন্মতাবলম্বীদিগের দৌরাত্মে তাহাও বিলুপ্ত হইয়াছে।

৩য় প্রশ্ন। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচলিত হওয়ার কারণ কি?

৩য় উত্তর। পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকাতে কেবল এক হিন্দু ধর্ম্ম মাত্র প্রচলিত ছিল, এবং সর্ব্বসাধারণ লোকেরই ধর্ম্মপরায়ণতা প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে অধিক বাদানুবাদ ছিল না। পরে কালক্রমে ইহা বিজাতীয় রাজবর্গের অধিকার ভুক্ত হওয়ায় ক্রমশঃ মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টিয় প্রভৃতি বিজাতীয় ধর্ম্মের আস্পদ হওয়াতে কিয়ৎ কালাবধি তদ্বিষয়ে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইংরাজদিগের অধিকার অবধি মিসনরি সাহেবেরা হিন্দুদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী করিবার অভিপ্রায়ে, পৌরাণিক ইতিহাসের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করত সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের গ্লানি করাতে, ইংরাজী

ভাষায় কৃতবিদ্য যুবক গণের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ঐ অমূলক মিথ্যা গ্লানিকে যথার্থ বোধে পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন।

৪র্থ প্রশ্ন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি প্রকারে প্রচলিত হইয়াছে?

৪র্থ উত্তর। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এক্ষণে যাহা প্রচলিত দেখিতেছ, সে আদৌ অলীক, কেবল কপটতা মাত্র। অর্থাৎ কিছুকাল পূর্ব্বে বহুবিদ্যা বিশারদ রাজা রামমোহন রায় নামক এক ব্যক্তির সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনিই সর্ব্ব শাস্ত্রের সার গ্রহণ করিয়া সকল ধর্ম্মের একই তাৎপর্য্য অর্থাৎ অভেদ জানিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সংসারাশ্রমে থাকিয়া তদ্রূপ সত্য ধর্ম্মাবলম্বী ও নিত্য জ্ঞানাধিকারী আর কেহই হইতে পারেন নাই। তিনিই নির্ধনী বিপ্রকুলে উদ্ভব হইয়া স্বীয় জ্ঞানবলে রাজা এবং মৌলবি খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া অতুল সম্মানের সহিত একটী সভা স্থাপন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণার্থে নিয়ম বদ্ধ করত সাধারণের হিত সাধন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার জীবনান্তে তন্মতাবলম্বী কোন কোন ব্যক্তি সেই নিয়মটী রক্ষা করণার্থ সময়ে সময়ে সঙ্গীতাদি আলোচনা করিয়া থাকেন মাত্র, ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপায় বড় সহজ নহে। তদ্বিস্তারিত পশ্চাৎ বর্ণন করিব শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবে।

৫ম প্রশ্ন। নাস্তিকতা মত কি প্রকার?

৫ম উত্তর। নাস্তিকী ধর্ম্ম বা শাস্ত্র কিছুমাত্রই নাই, কেবল কতকগুলি পাষণ্ড মনুষ্য একত্রিত হইয়া সাংসারিক ক্রিয়াকলাপে বিরত হইয়া গুরু-পুরোহিত এবং জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে বঞ্চনা করণাভিপ্রায়ে যথেচ্ছাচারী হইয়াছে। তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য কিছুই মানে না, এমন কি এই

চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি এবং ধ্বংসকর্ত্তা যে ঈশ্বর আছেন, ইহাও তাহারা বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ বিশ্বের সমুদয় ব্যাপারই স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া তাহারা পান ভোজন এবং গমনাদির কিছুমাত্র বিচার না করিয়া স্ব স্ব ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া থাকে। ফলতঃ তাহারা সর্ব্ব ধর্ম্ম বহির্ভূত। কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দোষারোপ করা যাইতে পারে না; যেহেতু কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য না জানিলে তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না; বিশেষতঃ মূঢ় ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা নাই সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহাদিগের শ্রদ্ধা জন্মিবারও সম্ভাবনা নাই।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। প্রভো! যদি দাসের প্রতি কৃপা করিলেন, তবে কোন্ ধর্ম্মের কি ফল, এবং ঐ ফলোৎপত্তিরই বা হেতু কি, তাহা প্রকাশ পূর্ব্বক মানব জাতির ভ্রান্তি দূর করিতে আজ্ঞা হউক?

৬ষ্ঠ উত্তর। যে কোন ধর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা থাকে, তাহাতেই তাহার শ্রেয় সাধন হয়। যেহেতু চিত্ত-শুদ্ধির উপদেশ ও নীতি শিক্ষা বিষয়ে কোন শাস্ত্রেরই পরস্পর বিরোধ নাই। সকল প্রকার ধর্ম্ম শাস্ত্রেরই এই তাৎপর্য্য, যে, বিশ্বের স্রেষ্টা, পাতা, এবং সংহার কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তিনিই আমাদিগের উপাস্য; মনুষ্য হইতে কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত প্রাণী মাত্রকেই পীড়া দেওয়া অকর্ত্তব্য। সমস্ত জীবকে আত্ম-তুল্য জ্ঞান করিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাহাদিগের যথাসাধ্য উপকার করা কর্ত্তব্য। অনিষ্টজনক কর্ম্মই পাপ, ও হিতকর কর্ম্মই পুণ্য। পরমেশ্বর পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার করেন, সত্যই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। অতএব ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়াই দূষ্য। কোন এক ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া ধার্ম্মিক হইলেই জীবের

সঙ্গতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পরম পদ যে মুক্তি তাহা হিন্দু শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত লাভ করিবার আর কোন উপায়ান্তর নাই। যেহেতু অবিদ্যা-জনিত দেহাত্ম বোধই দেহের কারণ। অতএব দেহ উৎপত্তি নিবারণার্থ সেই মিথ্যা জ্ঞানের নিরাশ অপেক্ষা করে। তন্নিবারণের উপদেশ হিন্দু শাস্ত্র ভিন্ন অন্যত্র নাই, যদিও মুসলমান দিগের মধ্যে বৈদান্তিক মতানুযায়ী "আয়নলহক" নামে এক ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক্ষণে তাহা লোপ হইয়া গিয়াছে।

## হিন্দু শাস্ত্র।

৭ম প্রশ্ন। এক্ষণে অনেকেই হিন্দুশাস্ত্র কণ্টক বন অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক বিবেচনায় অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, ইহার কারণ কি?

৭ম উত্তর। বাপুহে! আমাদিগের হিন্দু শাস্ত্র, বাইবেল এবং কোরাণের ন্যায় একখানি পুস্তক নহে, যে তন্মাত্র পাঠ করিলেই শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যাইতে পারে; বিশেষতঃ উত্তম, মধ্যম, অধম, ত্রিবিধ অধিকারী ভেদে বিশেষ বিশেষ নিয়ম সকলও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে কতক বিষয় পরক্ষরূপে লিখিত হইয়াছে ও অনেক অর্থবাদও ঘটিয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ প্রকৃত তাৎপর্য্যরূপ রত্ন সকল শাস্ত্রাম্বুধির গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং বহু পরিশ্রম ও অনেক অনুসন্ধান পূর্ব্বক শাস্ত্রসাগর মন্থন ব্যতীত তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব ধর্ম্মাবগত হইতে না পারিয়া তাহাকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া অগ্রাহ্য করা, ইহা অপরিচিত ব্যক্তির নাম শ্রবণমাত্রেই তাহাকে

দোষীবলার ন্যায় অতিশয় অনুচিত কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

গাণপত্যের মত।

৮ম প্রশ্ন। আমাদিগের হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত উপাসনা বিষয়ে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি বহুবিধ উপাসক ও নানা প্রকার ধর্ম্মাচরণ দৃষ্ট হইতেছে, তদ্বিস্তারিত কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতে বাঞ্ছা করি, যদি শ্রবণে স্থান প্রদানে আজ্ঞা হয়।

৮ম উত্তর। তুমি যে স্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের দোষ গুণ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ঐ শাস্ত্রের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহা হইতে অধিক প্রশংসনীয় কর্ম্ম আর কি হইতে পারে, তন্নিমিত্ত তোমাকে সাধুবাদ দিলাম। এক্ষণে তুমি যাহা ইচ্ছা বর্ণন কর, আমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছি।

৯ম প্রশ্ন।—ত্রিপদী।

কেহ বলে গণপতি, পরম ব্রহ্মেতে উৎপত্তি,
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে তাঁর জন্ম।
তেঁই অগ্রে পূজ্য হন, লম্বোদর গজানন,
সাধিলে সুসিদ্ধি সর্ব্ব কর্ম্ম॥
স্মরণে বিঘ্ন বিনাশ, পূর্ণ হয় অভিলাষ,
হেন দেব নাহি ত্রিজগতে।
মজহ গণেশ পদে, জন্ম যাবে নিরাপদে,
সংশয় না কর কোন মতে॥
সিদ্ধিদাতা নাম তাঁর, অপারে করেন পার,
মিছে ঘোর সংসার জঞ্জালে।
সদা লহ সেই নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
মোক্ষধাম পাবে পরকালে॥

## সৌরের মত।

কেহ বলে দিবাকর, পূর্ণ ব্রহ্ম কলেবর,
চরাচর ব্যাপ্ত সে কারণে।
সৃষ্টির কারণ কর, পালনেতে সুতৎপর,
সংহারেন প্রখর কিরণে॥
জগতের হিত হেতু, বার মাস ছয় ঋতু,
বার তিথি নক্ষত্রাদি সব।
নব গ্রহ যোগ রাশি, উদয়াস্ত দিবানিশি,
সকলি তাঁহাতে অনুভব॥
রবির কিরণে জল, জলেতে জনমে স্থল,
তাহাতে হইল ত্রিভুবন।
সর্ব্ব জীব হিতে রত, তৃণ শস্য বৃক্ষযত,
স্বীয় করে করেন সৃজন॥
তাহে জীয়ে জগজ্জন, আর দেখ যে কিরণ,
জগতের অন্ধকার নাশে।
তপন মহিমা যত, আমি তা কহিব কত,
ব্যক্ত আছে পুরাণ জ্যোতিষে॥
ভজ সেই দিনপতি, ঘুচিবে সব দুর্গতি,
রোগ শোক কিছু না থাকিবে।
পূজা কর প্রভাকরে, তাঁহার তনয় করে,
কভু কর দিতে না হইবে॥
রক্ত পুষ্প দুর্ব্বাদলে, রক্ত চন্দন মিশালে,
দিনান্তে করহ অর্ঘ্য দান।
প্রসন্ন হবেন রবি, সুখেতে ভুঞ্জিবে ভুবি,
অন্তে পাবে সুরলোকে স্থান॥

## বৈষ্ণবের মত।

কেহ বলে বিষ্ণু ভজ, বিষ্ণুর চরণে মজ,
বিষ্ণু হন অনাদি দেবতা।
জন্ম মৃত্যু নাই তাঁর, একা লিপ্ত ত্রিসংসার,
ভক্তজনে ভোগ মোক্ষদাতা॥
সৃষ্টি নাহি ছিল যবে, একাকী ক্ষিরদার্ণবে,
বটপত্রে করেন শয়ন।
স্বীয় দেহেতে উদ্ভব, করিয়া মধুকৈটভ,
রণে তারে করেন নিধন॥
তাহার মাংসেতে ক্ষিতি, তাহে যত উৎপত্তি,
পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
সর্ব্ব দেশ শ্রেষ্ঠ হন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
সর্ব্বব্যাপি কভু মিথ্যা নহে॥
বিষ্ণু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, বিষ্ণু হৈতে সর্ব্ব জীব,
মহা বিষ্ণু জগতের পিতা।
নির্গুণ ত্রিগুণাধার, সাকার সে নিরাকার,
সাক্ষ্য দেখ পুরাণাদিগীতা॥
মর্ত্য লোকে সুরধুনী, পতিতপাবনী যিনি,
স্পর্শ মাত্রে পাপী মোক্ষ পায়।
সর্ব্ব তীর্থময়ী হন, শিবের মস্তকে রন,
তাঁহার উদ্ভব যাঁর পায়॥
মহা বিষ্ণুর মহিমা, সর্ব্ব শাস্ত্রে নাহি সীমা,
এক মুখে কে করে বাখান।
সহ স্বীয় সঙ্গীগণ, পঞ্চমুখে পঞ্চানন,
সদা গান বিষ্ণু গুণগান॥
আমার বচন ধর, অন্য ধর্ম্ম ত্যাগ কর,
লহ সেই বিষ্ণুর স্মরণ।

বৈরাগ্য আশ্রম লও, বিষয়ে বিবেকী হও,
তবে ভবে হইবে তরণ॥
শরীর রক্ষার জন্য, ভিক্ষা দ্বারা হবিষ্যান্ন,
দিনান্তেতে বারেক ভক্ষণ।
তুলসী চন্দন সনে, ভক্তিভাবে সযতনে,
বিষ্ণু পূজা কর অনুক্ষণ॥
শুদ্ধ চিত্তে বেদাচারে, পূজা করে যে তাঁহারে,
সেই যায় ভবসিন্ধু পারে।
সর্ব্ব পাপ বিমোচন, করি জন্ম নিবারণ,
বৈকুণ্ঠেতে স্থান দেন তারে॥
চতুর্ভুজ পীতাম্বর, শঙ্খ চক্র গদাধর,
স্বরূপ করেন সে সাধকে।
যদি তাহে লোভী হও, শ্রীনাথের নাম লও,
জয়ী হও ইহ পরলোকে॥

---

শৈবের মত।

কেহ বলে কৃত্তিবাস, কৈলাস পর্ব্বতে বাস,
ত্রিজগতেশ্বর ত্রিলোচন।
অনাদি অনন্ত হন, নাহি জনম মরণ,
আত্মারূপে সর্ব্ব জীবে রন॥
যত্র জীব তত্র শিব, শিব ভিন্ন নাহি জীব,
শিবময় সকল সংসার।
দেবের দেবতা যেঁই, মহাদেব নাম তেঁই,
কর্ত্তা সেই করিতে সংহার॥
ব্রহ্মার জনিত সৃষ্টি, বিষ্ণুর পালনে দৃষ্টি,
শিব হন সংহারে নিপুণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মায়াশক্ত, বিনাশে নহেন শক্ত,
মায়াতীত মহেশ নির্গুণ॥

অপর দেবতা যত, নিজ ভক্তে বিধিমত,
সুখ স্বর্গভোগ দাতা সবে।
কর্ম্মফল অনুসারে, সুখ দুঃখ ভুঞ্জিবারে,
পুনঃ পুনঃ জন্ম দেন ভবে॥
লয় বিনা মুক্তি নহে, সে হেতু নির্ব্বাণ কহে,
পুনর্জ্জন্ম যাহাতে না হয়।
বেদাগমে এই উক্তি, দিতে সে নির্ব্বাণ মুক্তি,
শিব ভিন্ন কার সাধ্য নয়॥
স্বেচ্ছাচারে অবহেলে, গঙ্গা জলে বিল্বদলে,
বারেক যে দেয় শ্রীচরণে।
পশুপতি পঞ্চানন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
আশুতোষ হন ভক্তজনে॥
পূজিয়া সে মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুকে করহ জয়,
পরাজয় হইবে শমন।
শুন এই সার যুক্তি, পাইবে নির্ব্বাণ মুক্তি,
ভোলানাথে ভুলনারে মন॥

## শাক্তের মত।

কেহ বলে ভজ শক্তি, শক্তি বিনা নহে মুক্তি,
শক্তি ব্রহ্মময়ী বিশ্বকর্ত্রী।
শক্তি হতে সৃষ্টি হয়, শক্তি হতে হয় লয়,
আদ্যাশক্তি নাম জগদ্ধাত্রী॥
শক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, শক্তি সর্ব্বদেহে জীব,
শক্তিময় জগত সংসার।
একা শক্তি বিশ্বব্যাপি, চরাচরে শক্তিরূপী,
শক্তিহীন হলে শবাকার॥

শক্তি সকলের মূল, শক্তি সূক্ষ্মা শক্তি স্থূল,
সর্ব্বভূতে আবির্ভূতা শক্তি।
শক্তি ত্রিগুণা নির্গুণা, পুনঃ সে শক্তি সগুণা,
গুণভেদে হয়েন বিভক্তি ॥
দেখহ পরমা শক্তি, ধরাতে ধৈরজ শক্তি,
বিশেষ উদ্ভব শক্তি হয়।
সলিলে শীতল শক্তি, অনলে দাহিকা শক্তি,
অনিলে বাহিকা শক্তি কয় ॥
তপনেতে তেজ শক্তি, শূন্যেতে ধারণা শক্তি,
আকাশের শক্তি আকর্ষণ।
ব্রহ্মাতে সৃজন শক্তি, বিষ্ণুতে পালন শক্তি,
শিবেতে সংহার শক্তি হন ॥
সোমে স্নিগ্ধ কর শক্তি, জমে দণ্ড কর শক্তি,
জীব দেহে মায়া শক্তি যিনি।
দাতা দেহে দান শক্তি, গায়কেতে গান শক্তি,
সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান শক্তি তিনি ॥
শক্তি সর্ব্বগুণে ধন্যা, শক্তি জগতের মান্যা,
শক্তি হন সংসারের সার।
শক্তির উদরে জন্ম, শক্তিতে সংসার ধর্ম্ম,
শক্তি বিনা সব অন্ধকার ॥
যেনা জানে শক্তি মর্ম্ম, নাহি মানে শক্তি ধর্ম্ম,
শক্তিকে করয়ে অপমান।
প্রহারে শক্তির অঙ্গে, চাতুরি শক্তির সঙ্গে,
কটুবাক্য কহে অবিধান ॥
বিরূপা তাহার শক্তি, নাহি থাকে পতি ভক্তি,
গৃহ ধর্ম্মে হয় অযতন।
নাহি দেখে হিতাহিত, ব্যয় হয় অপ্রমিত,
অচিরাতে সে হয় নির্ধন ॥

শক্তি হন সচঞ্চলা, কদাচারী সদা ছলা,
সপ্রবলা কথায় কথায়।
তিলেক না হয় সুখী, সর্ব্বদা অশেষ দুঃখী,
অধ মুখ যথায় তথায়॥
তুষিতে আপন নারী, নানাবিধ কর্ম্ম করি,
উপার্জ্জন কর যে প্রচুর।
ভাব এই অর্থ দ্বারা, সন্তোষিব স্বীয় দারা,
তাহে দুঃখ হইবেক দূর॥
দেখহ শক্তির তরে, অশেষ কুকর্ম্ম করে,
সদসৎ নাহিক বিচারে।
পরাধীনতা চাকরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা চুরি,
শক্তি লাগি যায় কারাগারে॥
যার গৃহে শক্তি সুখী, সর্ব্বদা প্রসন্নামুখী,
সে জন না জানে দুঃখ লেশ।
কমলা তাহার ঘরে, সুখেতে বিরাজ করে,
কভু নাহি হয় তার ক্লেশ॥
শক্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষ স্থান শক্তিধাম,
শক্তি সেবা সর্ব্বদা যে করে।
সদানন্দ সেই জন, নহে দুঃখের ভাজন,
সর্ব্ব সুখে ভবার্ণবে তরে॥
শক্তির গুণ মহিমা, বেদাগমে নহে সীমা,
আমি কিবা বর্ণিবারে পারি।
শক্তিচরণ মাহাত্ম্য, কিঞ্চিৎ জানিয়া তত্ত্ব,
ধারণ করেন ত্রিপুরারি॥
হৃদে শিরে দিয়া স্থান, পঞ্চাননে সদাগান,
আদ্যাশক্তি গুণানু কীর্ত্তন।
শক্তির চরণ বলে, চতুর্ব্বর্গ করতলে,
মৃত্যুঞ্জয় হন সে কারণ॥

ভক্তি কর শক্তিপদে, মত্ত হও শক্তিমদে,
ইন্দ্রিয় করহ পরাজয়।
বশ হবে ষড় রিপু, অক্ষয় হইবে বপু,
না থাকিবে শমনের ভয়॥

রামায়তের মত।

কেহ বলে ভজ রাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণু অবতার।
দানব দলন জন্য, অবনীতে অবতীর্ণ,
দয়াময় সংসারের সার॥
জন্ম লয়ে সূর্য্যকুলে, বাল্যকালে বাহুবলে,
তাড়কাদি বধিয়া যতনে।
ব্রহ্ম ঐরি বিনাশিয়া, যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া,
নির্ভয় করেন ঋষিগণে॥
আর দেখ কিবা লীলা, চরণে মানবী শীলা,
কাষ্ঠ তরী হল স্বর্ণময়।
স্বীয় বাহু পরাক্রমে, শাসিয়া পরশুরামে,
ক্ষত্রকুল করেন নির্ভয়॥
হরধনু করি চূর্ণ, সীতার মানস পূর্ণ,
জয় করি জনকের পণ।
বিমাতার মনস্কাম, পূরাইতে অবিরাম,
বনে বনে করেন ভ্রমণ॥
সুগ্রীবে মিতালি করি,তারে দেন রাজ্যনারী,
বালীরাজে করিয়া নিধন।
সুরপুরী রক্ষা হেতু, সাগরে বান্ধিয়া সেতু,
লঙ্কাপুরে করেন গমন॥

স্বর্গ মর্ত্য ধরাধরে, কম্পিত যাহার ডরে,
ত্রিলোকে অবধ্য যে রাবণ।
তারে ধ্বংস করিয়া, জগতে অভয় দিয়া,
করিলেন ভূভার হরণ ॥
দুষ্ট জনে প্রতিকুল, শিষ্ট প্রতি সানুকূল,
বিভীষণে রাজ্য দেন তত্র।
রাবণে করি সংহার,রক্ষা করেন ত্রিসংসার,
সীতা চুরি উপলক্ষ মাত্র ॥
রাবণারি রঘুবর, জগতের হিতকর,
বারেক যে লয় রাম নাম।
অন্তকালে অনায়াসে, মুক্ত হয় ভবপাশে,
সে হেতু তারকব্রহ্ম রাম ॥
পূজিতে সে শ্রীচরণ, স্বয়ং রুদ্র হনূ হন,
সেবা করে সেবক হইয়া।
রামের মহিমা যত, আমি তা কহিব কত,
রামায়ণ নূতন করিয়া ॥

## বৌদ্ধের মত।

কেহ বলে জগন্নাথ, পদে কর প্রণিপাত,
ভোগ মোক্ষ যাঁহার কৃপায়।
পূর্ণ ব্রহ্ম বৌদ্ধাকার, ক্ষেত্র আনন্দ বাজার,
বর্ণভেদ নাহিক তথায় ॥
নাহিক জাতি বিচার, সর্ব্ব বর্ণে একাকার,
লঘু গুরু নাহিক সম্বন্ধ।
ঈর্ষা দ্বন্দ্ব দ্বেষাভাব, শত্রু মিত্র সম ভাব,
সবে সুখী সর্ব্বদা আনন্দ ॥

অমাত্য স্বজন লোক,মরিলে না করে শোক,
কন্যা পুত্র পিতা মাতা জায়া।
অনিত্য জানিয়া তায়, ফেলিয়া চলিয়া যায়,
তথায় না থাকে মোহ মায়া॥
বৌদ্ধরূপী জনার্দ্দন, পাপী উদ্ধার কারণ,
আবির্ভাব হন উড়িষ্যাতে।
বারেক হেরে যে জন, প্রসাদ করে ভোজন,
জন্ম তার না হয় ভবেতে॥
মহিমা কি কব আর, প্রসাদ কি চমৎকার,
সিদ্ধ অন্ন নানা উপচারে।
বিবিধ ব্যঞ্জন তাতে, পায়স পিষ্টক সাতে,
বেচা কেনা বাজারে বাজারে॥
কেহ কারে নাহি চিনে,প্রসাদ আনায় কিনে,
সবে দেয় সবার বদনে।
এক পাত্রে সর্ব্ব জেতে,মিলে খান হরিষেতে,
অবশিষ্ট রাখেন যতনে॥
সময়ান্তে বন্ধুগণে, কিম্বা দুরারাধ্য জনে,
দেখামাত্র আনি তাড়াতাড়ি।
বাহির করিয়া সুখে, এ দেয় উহার মুখে,
প্রেমানন্দে সবে গড়াগড়ি॥
একাধারে দিনে রেতে,খাইলে ছত্রিশ জেতে,
কভু কারো উচ্ছিষ্ট না হয়।
লয়ে জায় দেশান্তরে, যতনে মস্তকে ধরে,
অভক্তিতে নরক নিশ্চয়॥
চল আনন্দ বাজার, মন হবে নির্ব্বিকার,
সংশয় ঘুচিবে অনায়াসে।
ভজ সেই জগবন্ধু, পার হবে ভবসিন্ধু,
আশু মুক্ত হবে অষ্ট পাশে॥

## গৌরাঙ্গের মত।

কেহ বলে সচৈতন্য, হবে যদি শ্রীচৈতন্য,
ভজ সদা নিত্যানন্দ যোগে।
গৌরাঙ্গের নামামৃত, পান কর অবিরত,
আরোগ্য হইবে ভব রোগে॥
নরের উদ্ধার জন্য, নবদ্বীপে অবতীর্ণ,
নিতাই চৈতন্য অবতার।
আবির্ভাব বিষ্ণু অংশে, জন্মিয়া ব্রাহ্মণবংশে,
বৈষ্ণবত্ব করেন প্রচার॥
কলিযুগে নর যত, কদাচারী পাপে রত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম না করে বিচার।
নাহি হয় চিত্ত সুদ্ধি, ভ্রমে করে পাপ বৃদ্ধি,
অধর্ম্মেতে মজিল সংসার॥
নরের দেখি দুর্গতি, শচী-সুত শান্তমতি,
মহাপাপী উদ্ধার কারণ।
ছাড়িমাতা পিতা জায়া,ত্যজি সংসারেরমায়া,
করিলেন সন্ন্যাস ধারণ॥
শরীর সুধাংশু আভা,কটিতে কৌপীনশোভা,
করে কমণ্ডলু আর আশা।
অঙ্গে হরি নামাবলী, কক্ষতলে ভিক্ষা ঝুলি,
কিবা রসকলি যুক্ত নাসা॥
মস্তক মুণ্ডন করি, শিক্ষা মাত্র তদুপরি,
মুখে হরিবোল মাত্র বুলি।
নাশিবারে ক্ষুধা ব্যাধি,নিত্যভিক্ষা মহৌষধি,
প্রেমানন্দে সদা কুতুহলী॥
আদ্যাশক্তি রাধা সতী,শ্রীকৃষ্ণ গোলকপতি,
হৃদিপদ্মে করিয়া স্থাপন।

অন্য চিন্তা পরিহরি, সুদ্ধ চিন্তা প্যারী হরি,
যুগ্ম তত্ত্বে সদা মত্ত হন ॥
ভাবিয়া যুগল ভাব, উদ্ভব অদ্বৈত ভাব,
ক্রমে হয় প্রাদুর্ভাব তারি।
প্রকাশিয়া স্বীয় মত, দেখান সুগম পথ,
উদ্ধার করিতে নর নারী ॥
অদ্বিতীয় অবতার, মহিমা কি কব তার,
চমৎকার সংসার মাঝারে।
যাহার বাসনা যায়, অনায়াসে তাহা পায়,
বিনামূল্যে গৌরাঙ্গ বাজারে ॥
সংসারে সুখের মূল, স্ত্রী পুত্রাদি জাতি কুল,
তাহাতে বঞ্চিত যেই জন।
সে যদি প্রেমের সাতে, দাঁড়ায় গৌরাঙ্গ পথে,
হয় সর্ব্ব সুখের ভাজন ॥
প্রভুর আশ্চর্য্য খেলা, অগ্রদ্বীপে হয় মেলা,
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী অগণিত।
আমদানি নানাদেশী, বাছি লয় সেবাদাসী,
যাহার যে হয় মনোনীত ॥
গণপণ নাহি চাই, ঘটক কুলীন নাই,
নাহি তথা বর কন্যাযাত্র।
নাহি বাহুল্যতা ব্যয়, পাঁচ সিকি দিলে হয়,
মালসা ভোগের জন্য মাত্র ॥
কেন ভাব অন্য মনে, চলহ আমার সনে,
সেখানে দেখিবে কত রঙ্গ।
যাহা চাবে তাহা পাবে, কোনদুঃখ না থাকিবে
সুপ্রসন্ন হবেন গৌরাঙ্গ ॥
যদিচ সম্বল নাই, হাওলাত মিলে ভাই,
ফৌজদারে বলে দেওয়াইব।

ভাবনা কি আছে তার, আমি হই ছড়িদার,
মনোমত বাছিয়া লইব ॥
বন্ধ্যা কিম্বা পুত্রবতী, অথবা গর্ভিণী সতী,
নব্যা ভব্যা সুশীলা সুন্দরী।
যাহে তব ইচ্ছা হবে, ইঙ্গিতে আমারে কবে,
কণ্ঠি বদলিয়া দিব তারি ॥
আখড়ায় নাম লিখে, ঘরকন্না কর সুখে,
মহোৎসবে নিমন্ত্রণ হবে।
গৌরাঙ্গের কৃপা বলে, প্রতিপন্ন হবে দলে,
অধর অমৃত দিবে সবে ॥
ঘৃণা না করিবে কেহ, নিষ্পাপ হইবে দেহ,
প্রেমে চিত্ত হইবে নির্ম্মল।
ঐহিক সুখের তরে, যাহা প্রয়োজন করে,
শ্রীগৌরাঙ্গ দিবেন সকল ॥
অগ্রে কর সুখভোগ, পশ্চাতে মুক্তির যোগ,
ভোগ বিনা মোক্ষ কভু নয়।
সুখে বঞ্চিত যে জন, সদা তার ভোগে মন,
মোক্ষ তার কি রূপেতে হয় ॥
ভোগে সুখ অন্ত হয়, বৈরাগী তখন কয়,
দারিদ্রেতে না হয় বৈরাগী।
জঠর জ্বালার তরে, ভিক্ষা হেতু ভেক ধরে,
বিধির বিপাকে সে বিবেগী ॥
চিরদুঃখী যেই জন, ধন জনে বিড়ম্বন,
সে জন কেমনে হয় ত্যাগী।
অক্ষয় ঐশ্বর্য্য ধন, ত্যাগ করে যেই জন,
সেই হয় ত্যাগী মহাযোগী ॥
যথার্থ বৈরাগী শুন, পূর্ব্বে রূপ সনাতন,
পরে লালা বাবু মহাশয়।

এবে রাজা রাধাকান্ত,রাজ্য-সুখে হয়ে ক্ষান্ত,
লইলেন বৈরাগ্য আশ্রয় ॥
অতএব সুখভোগ, বাসনা ভবের রোগ,
তাহা শান্তি হইবে যখন।
তখন করিলে যত্ন, প্রাপ্ত হবে মোক্ষ-রত্ন,
পুরাণেতে বিষ্ণুর বচন ॥

---

কর্ত্তাভজার মত।

কেহ বলে চল ভাই ঘোষপাড়া গ্রামে।
পাতকীর কর্ত্তা সে ঈশ্বর ঘোষ নামে ॥
তথায় করেন বাস অদ্বৈত স্বভাব।
সর্ব্ব জীবে হিতে রত ভেদাভেদাভাব ॥
একমনে এক ভাবে যে ভজে তাঁহারে।
সদয় হইয়া কর্ত্তা উদ্ধারেন তারে ॥
কর্ত্তার মহিমা দেখ কিবা চমৎকার।
দর্শনমাত্রেতে নর হয় নির্ব্বিকার ॥
বাল্য বৃদ্ধ প্রৌঢ় আর যুবক যুবতী।
সধবা বিধবানূঢ়া ব্রাহ্মণের সতী ॥
নানা জাতি যায় সবে কর্ত্তার ভজনে।
মহানন্দে মহোৎসব করে একমনে ॥
ধন পুত্র সৌভাগ্য আরোগ্য সুমঙ্গল।
যার যেই বাঞ্ছা কর্ত্তা পূরান সকল ॥
উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট নাহিক বিচার।
সর্ব্বজনে একাসনে আহার বিহার ॥
ছোট বড় জাতিভেদ নাহি তাঁর কাছে।
কাঁচা পাকা সিদ্ধ অন্ন খাদ্য যত আছে ॥
সকলেতে ভক্তিভাবে আনিয়া যোগায়।
কর্ত্তার সম্মুখে রাখি চরণে লুটায় ॥

ভবভ্রান্তি-নিবারিণী।

ধ্যান পূজা মন্ত্র জপ নাহিক তথায়।
কর্ত্তার সন্তোষ হৈলে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
স্বহস্তে সকল ভক্তে দেয় তাঁর মুখে।
প্রত্যক্ষ খায়েন কর্ত্তা পরম কৌতুকে॥
প্রসাদীয় বস্তু লয় সকলে বাঁটিয়া।
কিছু খায় কিছু বাঁধে অঞ্চলে আঁটিয়া॥
নিজ নিজ ঘরে গিয়া করি অনুরাগ।
আত্মীয়বর্গকে দেন করিয়া বিভাগ॥
কর্ত্তা ধ্যান কর্ত্তা জ্ঞান কর্ত্তা-গুণ গান।
কর্ত্তার সন্তোষে স্বর্গ সশরীরে পান॥
বিশেষ বিধবা নারী ব্রাহ্মণের ঘরে।
যে যাতনা পায় তাহা জান পরস্পরে॥
ভাগ্যবশে কেহ যদি এক মন করে।
প্রসন্ন হইয়া কর্ত্তা উদ্ধারেণ তারে॥
ইহকালে অশেষ সুখের নাহি সীমা।
পরকালে মুক্ত হয় এমনি মহিমা॥
স্বেচ্ছামতে করিবেক ভোজন ভজন।
তাহাতে নিন্দিত নাহি হয় কোন জন॥
আনন্দ বাজারে জগন্নাথ যে প্রকার।
তাহা হৈতে অধিকাংশ মহিমা কর্ত্তার॥
বিষ্ণুর প্রসাদী অন্ন পুরীর ভিতরে।
সর্ব্ব জেতে কিনে খায় না চলে বাহিরে॥
কর্ত্তার নামেতে অন্ন সর্ব্বত্র চলন।
যথা তথা খাও তাহে নাহিক বারণ॥
সেখানে অদ্বৈত ভাব কেবল ভোজনে।
এখানে অদ্বৈত ভাব ভোজনে ভজনে॥
সুখ মোক্ষদাতা কর্ত্তা জানিবে নিশ্চিত।
একমনে কর্ত্তা ভজ পাবে মনোনীত॥

১০ম প্রশ্ন।

এইরূপে ব্যক্ত করে নিজ নিজ ধর্ম্ম।
ভ্রান্তচিত্তবশতঃ বুঝিতে নারি মর্ম্ম॥
গুরুর চরণে করি কোটি প্রণিপাত।
সকৌতুকে বিরচিল দ্বিজ চন্দ্রনাথ॥
কণ্ঠে অধিষ্ঠান কর ত্রৈলোক্যতারিণী।
সম্পূরণ কর ভব-ভ্রান্তি-নিবারিণী॥

১০ম উত্তর। ঐ সকল বিবিধ দেব দেবীর নাম রূপ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ উভয় নাম এক পরমেশ্বরেরই হয়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর নহে। এবং বিবিধ প্রকার যে উপাসনা করা যায়, সেও তাঁহা ব্যতীত অন্যের নহে, উপাসনা ভেদে ফলের বৈলক্ষণ্য হয় না, তাহার প্রমাণ এবং কারণ পশ্চাৎ দর্শাইব।

## শাস্ত্র সকলের পরস্পর অবিভিন্নতা।

১১শ প্রশ্ন। শাস্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধ হওয়ার কারণ কি? অর্থাৎ বেদে অদ্বয়ব্রহ্ম এবং তন্ত্রে ও পুরাণাদিতে বিবিধ দেবদেবীর উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য কি?

১১শ উত্তর। শাস্ত্র সকলে পরস্পর বিরোধ নাই, এতদ্দেশে বেদের একাংশ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড ব্যতীত অপর দুইকাণ্ডের বিশিষ্টরূপ প্রকাশ না থাকায় বেদের সহিত পুরাণাদির বিভিন্নতা থাকা তোমাদিগের অনুমান হয়। বাস্তবিক বেদ হইতে পুরাণ, স্মৃতি, আগম অর্থাৎ তন্ত্র ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রেরই উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও ঐ সকল শাস্ত্রে পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ বিপরীত বিধান দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহার হেতু ঐ বেদ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ম-

নের গুণভেদে লোকের অধিকারভেদ হয়,এজন্য অধিকারী ভেদে পরস্পর বিপর্য্যয় নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, সুতরাং একের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ দৃষ্ট হয়। বেদে যে প্রকার কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড আছে, পুরাণ এবং তন্ত্রেও সেইপ্রকার কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ দৃষ্ট হয়। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। তদতিরিক্ত অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিবার উপদেশ মুমুক্ষু জনগণের প্রতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না। কায়মনোবাক্যে ভক্তিপূর্ব্বক পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া মনের শান্তিলাভ করিবার বিধান সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। তবে কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, বেদ যাহা বলিয়াছেন, পুরাণাদি তদাচরণের উপায় কহিয়াছেন, যথা—বেদ এই আদেশ করেন, যে "আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" অর্থাৎ অরে আত্মা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা সাক্ষাৎকার হইতে-পারে। কিন্তু বিষয়াসক্ত বেদানভিজ্ঞ লোকদিগকে সেই শ্রবণাদি অনুষ্ঠান করিবার উপায় পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তবে যে, শাস্ত্রে দ্বৈতাদ্বৈত মতের এক বিবাদ আছে ঐ বিরোধ আমিও স্বীকার করি, কিন্তু দ্বৈতা দ্বৈতমতঃ পদে এমত বিবেচনা করিও না যে,কেহ পরমেশ্বরের তুল্য অন্য কোন পুরুষের স্বত্ত্বা স্বীকার করেন, এবং কেহ তাঁহার সদৃশের বিদ্যমানতা মানেন। উক্ত বিবাদের মূল এই যে, পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ এবং তত্রস্থ ইন্দ্রিয়াদি কাহারও চৈতন্য নাই, কেবল আত্মার আবির্ভাব ও তিরোভাবে তত্তাবতের চেষ্টার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। যেমন ধাতুময় বাষ্পযন্ত্র স্বভাবতঃ জড় হইয়াও বাষ্পপূর্ণ হইলে, গত্যাদি শক্তি বিশিষ্ট হইয়া নানা কার্য্য করে, এবং বাষ্পাভাব হইবামাত্রেই অচল হয়,

তদ্রূপ আত্মার সত্ত্বাহেতু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চেষ্টা জন্মিয়া নানা কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু আত্মা প্রস্থান করিলেই কাহারও স্পন্দ থাকে না। অতএব আত্মা যে ভৌতিক পদার্থ- নহে, তাহাতে আর প্রমাণ অপেক্ষা করে না। পরন্তু কোন কোন ঋষি কারণের সহিত কার্য্যের অবিভিন্নতাজ্ঞানে ঐ আত্মাকে চিদাভাষ বলিয়া জীবোপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ কার্য্য কারণের পার্থক্য মানিয়া পরমেশ্বর হইতে জীবের ভেদ দর্শাইয়াছেন; ইহাতেই দ্বৈতাদ্বৈত মতের উৎপত্তি হইয়া ষড়দর্শনে তুমুল বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। এবং শাস্ত্রের যে বিরোধ সে কেবল এই বিষয়ে জানিবে, কিন্তু অদ্বৈত মতই অধিকাংশ ঋষি গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদি বহুতর শাস্ত্রও তদনুগামী। ফলে দ্বৈতবাদীরাও উপাস্যের দ্বিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই।

১২শ প্রশ্ন। জীব যে চিদাভাষ, ইহা অতি অসম্ভব বোধ হয়, অতএব তাহার দৃষ্টান্ত কিছু দর্শাইতে আজ্ঞা হয়।

১২শ উত্তর। জীব যে চিদাভাষ, তদ্বিষয়ের একটী উদাহরণ দিতেছি শ্রবণ কর। কোন তমোময় গৃহে দীপ আনয়ন করিবামাত্রেই তত্রস্থ সমুদায় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার কারণ এই যে, ঐ দীপশিখার আভা অর্থাৎ তাহার তেজোময় পরমাণু সমূহ উক্ত গৃহে বিকীর্ণ হইয়া সর্ব্বত্র সংলগ্ন হয়, এই হেতু তাবতের রূপ নয়নগোচর হইয়া থাকে, অথচ দীপশিখার যে দাহিকা শক্তি আছে, ঐ সকল পরমাণুতে তাহার আবির্ভাব হয় না, তাহা হইলে বারুদাদি অনায়াসদাহ্য বস্তু উজ্জ্বল গৃহে কদাচ রক্ষা করা যাইতে পারিত না। তদ্রূপ জীব চিদাভাষ হইয়াও স্বরূপের শক্তি প্রাপ্ত হয়েন না।

১৩শ প্রশ্ন। পুরাণ শাস্ত্রে যে সকল ইতিহাস লেখা আছে, তাহা এত অধিক অসম্ভব যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার সত্যতা বোধ করণে সক্ষম হইতে পারেন না, ইহার কারণ কি ?

১৩শ উত্তর। ঐ সকল ইতিহাস বাস্তবিক স্বরূপাখ্যান নহে, এবং তাহাকে তদ্রূপ বিবেচনা করিবারও উপদেশ শাস্ত্রে নাই। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ বিষয়াসক্ত, এ বিধায় উহারা বৈষয়িক কথা ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে ইচ্ছা করে না, এবং গুণের প্রভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন রসবিশিষ্ট উপাখ্যান ভালবাসে, যথা তমোগুণের আধিক্যে আদিরসঘটিত, রজোগুণ প্রভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধীয়, এবং সত্ত্বগুণের প্রাবল্যতায় ভক্তি ও যোগাদি সম্পর্কীয় কথা শ্রবণে ইচ্ছা জন্মে। এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি এই যে, তাহারা সতত স্ব স্ব বিষয়ের পরিবর্ত্তন না হইলে তৃপ্ত হয় না, এবং অধিকারীভেদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যেরও বিধান আবশ্যক হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্ব লোকের মনোরঞ্জনার্থ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতেরা অপ্রাণীতে প্রাণারোপ করিয়া, নানা রসযুক্ত প্রস্তাব অলঙ্কৃত, উপমিত, এবং রূপক ও পরোক্ষ বাক্যে গদ্য পদ্যেতে রচনা করিয়া থাকেন। তৎপাঠে উত্তম, মধ্যম, অধম এবং বালক, যুবা, বৃদ্ধ এই নানাবিধ লোক স্ব স্ব চিত্তোল্লাস লাভ করে, বহু প্রকার হিতোপদেশ প্রাপ্ত হয়, বাগ্বিন্যাসাদি শিক্ষা করে, কাহার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য এবং কোন ধর্ম্মের কি ফল, তাহাও জানিতে পারে। তন্নিমিত্ত খ্রীষ্ট এবং মাহাম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও অস্মদাদির পৌরাণিক ইতিহাসের ন্যায় অনেক অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনা আছে, তাহার তাৎপর্য্য কেবল তত্তদুপলক্ষে জগদীশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন দ্বারা ভক্তির উদ্রেক করা ভিন্ন আর কিছুই

নয়, ইহা বেদব্যাস ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে সপ্তমা-ধ্যায়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বাইবেলে লিখিত আছে যে, জগদীশ্বর সেটান নামক দৈ-ত্যের সহিত তুমুল যুদ্ধকরত তাহাকে নিরয়গামী করিয়া-ছেন, মেরি নাম্নী কন্যাতে আসক্ত হইয়া খ্রীষ্ট নামক পুত্রোৎপত্তি করিয়াছেন,খ্রীষ্টের ব্যাপ্‌টাইজ অর্থাৎ দীক্ষা-কালে ঘুঘুদেহ ধারণ করিয়া তাহার মস্তকোপরি অবতরণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ খ্রীষ্টমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া কেবল বাক্য দ্বারা কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য করিয়াছিলেন, এবং মুদিত কর্ণদ্বয় বিকশিত ও অস্ফূরিত বাক্য স্ফূট করিয়া-ছিলেন, এবং প্রাণদানে মৃতদেহ সজীব করিয়াছিলেন, পঞ্চগ্রাস রোটিকা এবং দুইটী মৎস্য দ্বারা অরণ্যমধ্যে পঞ্চ সহস্র ব্যক্তিকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন, জলনিধির উপরে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, এক পর্ব্ব-তোপরি তেজরূপী হইয়া পূর্ব্বমৃত মোজেস্ এবং ইলায়াস নামক ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বয়ের সহিত কথোপকথন,এবং আকাশ-বাণী দ্বারা খ্রীষ্টকে পুত্রস্বীকার করিয়াছিলেন। অপর সাধু-দিগের অসাধারণ ক্ষমতা বর্ণনোপলক্ষে উক্ত হইয়াছে যে, মোজেস্ নামক ভবিষ্যদ্বক্তা মিসর দেশাধিপতি ফেরোর সমক্ষে এক যষ্টিকে সর্প করিয়াছিলেন,আর সেণ্টপিটারের ভৎর্সনায় আনেরিয়াস্ স্বীয় কলত্র সহিত শমন ভবন গমন করেন, এবং ঐ পিটারের বরে এক খঞ্জব্যক্তি গতি-শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেণ্টপাল এক পঙ্গুকে আরোগ্য এবং কেবল একবাক্যে অর্থাৎ অভিসম্পাত দ্বারা ইলায়াস্ নামক মায়াবীকে অন্ধ করিয়াছিলেন।

অনন্তর মাহাম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে, তাহা বলিতে হইলে অধিক সময় অপেক্ষা করে,এনিমিত্ত কেবল একটী ইতিহাসের সারোদ্ধার করিয়া

বলিতেছি, বাইবেলে মোজেসের যষ্টির যেরূপ অদ্ভুত গুণ বর্ণিত হইয়াছে, মাহাম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাহার প্রসঙ্গ আছে, যথা—মুসা ( মোজেস ) ফেরুণের অর্থাৎ ফেরোর সম্মুখে স্বীয় যষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্রেই তাহা অশীতি গজ পরিমিত দীর্ঘাকার এবং শত শত দন্তযুক্ত বদন, হস্তীর ন্যায় চরণ, ও শরতুল্য সপ্ত সহস্র লোমবিশিষ্ট এক সর্প হয়, তদনন্তর অন্য এক দিনে স্থানান্তরের সভাতে ঐ যষ্টি প্রভি মুণ্ডে সপ্ততি সহস্র মুখযুক্ত সপ্ততি সহস্র মস্তকবিশিষ্ট বৃহৎ সর্পাকৃতি ধারণপূর্ব্বক চতুঃসহস্র ঐন্দ্রজালিককে পুচ্ছ দ্বারা বেষ্টন করত গ্রাস করিয়া, ফেরুণের বাটী শূন্যে নিঃক্ষেপ করিয়া মুসার স্পর্শমাত্রই স্বভাবপ্রাপ্ত হয়। অপর ঐ ঘটনার পূর্ব্বে এক দিবস উক্ত মুসাকে ত্বদীয় চকমকি বলিল যে, তোমাকে অগ্নি দিতে খোদার আজ্ঞা নাই, তৎশ্রবণানন্তর সেতুর নামক পর্ব্বতে গিয়া পরমেশ্বরকে কুল বৃক্ষের ন্যায় অগ্নিরাশি দর্শন করে, উক্ত অগ্নিতে স্বীয় যষ্টি সংলগ্ন করাতে, তন্মধ্যে অগ্নির প্রবেশ হয় নাই, এবং তাহার কাষ্ঠপাদুকাদ্বয় বিচ্ছু অর্থাৎ হিংস্রজন্তুবিশেষ হইয়াছিল, সময়ান্তরে ইজরাইলের বংশ যাহার সংখ্যা বালক ও যোষিৎ ব্যতিরিক্ত, কেবল পুরুষই ছয় লক্ষ ছিল, তাহাদিগকে লইয়া উক্ত মুসার নীল নদী পার হওনকালে, ফেরুণ সসৈন্যে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলে, মুসার যষ্ট্যাঘাতে নদীর জল বিভাগ হইয়া বহু বর্ত্ম হইবায়, তাহারা সকলে পার হইয়া যায়, কিন্তু ফেরুণ নিজ দলবল সহিত জলমগ্ন হয়।

সাম রাজ্যাধিপতি আনকের পুত্র এওজের শরীর ৩০৩৩ গজ দীর্ঘ ছিল, নুঃ অর্থাৎ নোয়া পয়গম্বরের সময়ের জলপ্লাবনে তাহার শরীর রক্ষা হইয়াছিল, সমুদ্রের জল তাহার জানুর ঊর্দ্ধে উঠিত না, সে সাগরে মৎস্য ধরিয়া

সূর্য্যমণ্ডলে ভর্জ্জন করিয়া ভক্ষণ করিত, তাহার বাসস্থানে দাড়িম্ব ফলের একটী বীজমাত্র দশ ব্যক্তির আহারোপযুক্ত হইত, এবং সমুদয় বীজ স্থানান্তর করিলে, তাহার ত্বকের মধ্যে দশ জনের বাসস্থান হইত, ইজরাইলের বংশ মুসার এবং হারুণের সমভিব্যাহারে, ঐ এওজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া ভয়ে পলায়ন করাতে, মুসার শাপে চল্লিশ বৎসর যাবৎ তাহাদিগকে একই ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, মুসার যষ্ট্যাঘাতে উক্ত এওজের মৃত্যু হইলে, তাহার দেহ চল্লিশ বৎসর যাবৎ রণভূমিতে পতিত থাকে, তদনন্তর তাহার মেরুদণ্ড নীল নদীর সেতু হইয়াছে। সোলেমান রাজা সৈভুন রাজ্যাধিকারীর সহিত যুদ্ধ করণার্থে বায়ুযানে সসৈন্যে গমন করিয়াছিলেন, ঐ সৈভুন রাজ্যে সুবর্ণময় ব্যাঘ্রদ্বয় বিচার নিষ্পত্তি এবং দোষীকে ভক্ষণ করিত। সোলেমানের আদেশে বায়ু কর্ত্তৃক একমুষ্টি মৃত্তিকা সৈভুনাধিপতির চক্ষে নিঃক্ষিপ্ত হইবায় তাহার মৃত্যু হয়। ইহা খোলাসাতল আম্বিয়া নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

অতএব যে সকল খ্রীষ্ট ও মাহাম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়েরা, পৌরাণিক ইতিহাস উপলক্ষে হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শৃগালপঞ্চক নামক গ্রন্থের এই প্রসিদ্ধ বচনটী উদাহৃত হইতে পারে, যথা—"আত্মছিদ্র নজানাতি পরছিদ্রানুসারিণী।" বরং অস্মদাদির পুরাণ শাস্ত্রে, তদতিরিক্ত এই অসাধারণ গুণপণা দেখা যায় যে, কোন প্রস্তাবই প্রায় অধ্যাত্ম পক্ষ ছাড়া নহে, এবং এই সংসারচক্র যে ঐষিক লীলামাত্র, ইহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এ প্রযুক্ত পুরাণ সকল, মুক্ত, মুমুক্ষু এবং বিষয়ী ত্রিবিধ লোকের শ্রবণযোগ্য অর্থাৎ অধিকারীভেদে পুরাণ বিশেষ শ্রবণীয় জানিবে।

---

## কোন ধর্ম্ম আশু ফলপ্রদ।

১৪শ প্রশ্ন। উপাসনাবিষয়ে যে বিবিধ দেব দেবীর ভিন্ন ভিন্ন আচার বিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন্ দেবতার উপাসনা করিলে অচিরাৎ মুক্তিলাভ হইতে পারে?

১৪শ উত্তর। কলিযুগে শাক্তধর্ম্ম অর্থাৎ তান্ত্রিক উপাসনা ব্যতীত অন্যান্য উপাসনা বিফল জানিবে, ইহার প্রমাণ "আচারভেদ তন্ত্রে" যথা,—

কৃতে শ্রুত্যোক্তমার্গংস্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভারতে।
দ্বাপরেতু পুরাণোক্ত কলাবাগমসম্মত॥

যেহেতু সত্যযুগে মিথ্যা বাক্য ব্যবহার না থাকা প্রযুক্ত চারিপাদ ধর্ম্ম ছিল, তদ্বশতঃ মনুষ্যের লক্ষ বর্ষ আয়ু এবং মর্জ্জাগত প্রাণ ছিল, এনিমিত্ত শ্রুতি অর্থাৎ বেদবিহিত দুঃসাধ্য কর্ম্মসাধনে সক্ষম হইত। ত্রেতাযুগে একপাদ অসত্য ব্যবহৃত হওয়াতে একপাদ ধর্ম্মহানি হয়, মনুষ্যের পরমায়ু দশসহস্র বর্ষ এবং অস্থিগত প্রাণ ছিল, তৎকালে স্মৃতি ও ভারতের মতে কর্ম্মকাণ্ড করিয়া বহু কায়ক্লেশেও ফলপ্রাপ্ত হইত। পরে দ্বাপর যুগে দুইপাদ অসত্য প্রবেশ হওয়াতে ধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ হানি হওয়া প্রযুক্ত মনুষ্যের সহস্র বৎসর আয়ু এবং মাংসগত প্রাণ ছিল, ঐ সময়ে পৌরাণিক মতে কর্ম্ম করিবার বিধান ছিল, কলিযুগে পাদমাত্র সত্য, এবং ত্রিপাদ অসত্য ব্যবহারে ধর্ম্মও একপাদমাত্র ঐ সত্যের উপর অবলম্বন করেন, এ নিমিত্ত মনুষ্যের আয়ুর সংখ্যা অত্যল্প এবং অন্নগত প্রাণ হইয়াছে। তত্তৎকালে ঋষিগণ দীর্ঘকাল অনাহারে দেহকষ্ট সহ্য করত পশ্বাচারে ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিতেন, বিশেষতঃ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর,তিন যুগে কুলাচার অর্থাৎ শাক্ত ধর্ম্ম পরম গোপনীয় ছিল, তন্নিমিত্ত নারদাদি ঋষিগণ

কৌলাচারী হইয়াও শাক্তধর্ম্ম গোপনার্থে শৈব এবং বৈষ্ণবত্ব প্রকাশ করিতেন, ইহার প্রমাণ 'সময়াচারতন্ত্রে' স্পষ্ট রূপে প্রকাশ আছে, যথা—

অন্তঃশক্তি বহিঃশৈব সভায়াং বৈষ্ণবামতাঃ।
নানাবেশধরাঃ কৌলাবিচরন্তি মহীতলে ॥

পয়ার।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেতে শিববাক্য যাহা।
ভবভ্রান্তি ছেদনার্থে প্রকাশিব তাহা ॥
সত্যের অধীন ধর্ম্ম সৎকর্ম্ম সকল।
সত্যহীনে পূজা জপ সকলি বিফল ॥
একারণ শিব আজ্ঞা প্রবল কলিতে।
সত্য ব্রতে শাক্তধর্ম্ম প্রকাশ করিতে ॥
মিথ্যা না কহিলে ধর্ম্ম গোপন না হয়।
মিথ্যা বাক্যে সত্য নাশ কি আর সংশয় ॥
সেই হেতু শাক্তধর্ম্ম করিবে প্রকাশ।
সত্যবাদী শিববাক্য নহে উপহাস ॥
শাক্তধর্ম্ম গোপন করিতে যত তন্ত্র।
বিহিত আছয় নানাবিধ মন্ত্র যন্ত্র ॥
সে সকল সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগেতে।
কলিযুগে সে বিধান নহে কোনমতে ॥
সত্যযুগে পাপহীন চারিপাদ ধর্ম্ম।
ত্রেতাযুগে একপাদ প্রবেশে অধর্ম্ম ॥
দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম্ম দ্বিপাদ অধর্ম্ম।
বেদাচারে কুলাচারে করিতেন কর্ম্ম ॥
বেদাচার কর্ম্মফলে সংসারেতে ভোগ।
কুলাচার কর্ম্মেতে ঈশ্বরে হয় যোগ ॥

দুই ধর্ম্ম সিদ্ধি ছিল সে সকল যুগে।
কলিযুগে একপাদ ধর্ম্মমাত্র ভোগে॥
ভোগের প্রধান পঞ্চতত্ত্ব কুলাচারে।
প্রকাশে নিষেধ নাই সত্য অনুসারে॥
বেদমতে ধর্ম্ম কর্ম্ম পশ্বাচার বাধ্য।
কলিযুগে পশ্বাচার নরের অসাধ্য॥
জলে জলচর ঘৃত গোমাংস সম্ভব।
মধুকৈটভের মাংসে শস্যাদি উদ্ভব॥
নিরামিষ্য বস্তু কিছু নাই পৃথিবীতে।
পশ্বাচার ভ্রষ্ট হয় কিঞ্চিদাহারেতে॥
আহার ত্যজিলে পশ্বাচার সিদ্ধি হয়।
কিন্তু অনশনে প্রাণীর মরণ নিশ্চয়॥
অতএব কলিযুগে পশ্বাচার নাই।
পঞ্চ তত্ত্বে শক্তিসেবা করহ সবাই॥

আর দেখ দ্বিজ দেহে শাক্ত ব্যতীত শৈব কিম্বা বৈষ্ণবত্ব সম্ভবে না, ইহার কারণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

নির্ব্বাণ তন্ত্রেতে উক্তি শিবের বচন।
পদ্য ছন্দে তার অর্থ কৈনু বিবরণ॥
চতুর্ব্বেদে পূজিতে গায়ত্রীরূপী যিনি।
বেদমাতা নাম তাঁর ত্রিবর্গদায়িনী॥
সাবিত্রী পরমাবিদ্যা ত্রিলোকের সার।
গ্রহণমাত্রেতে ভূদেবত্ব হয় তার॥
জপ কৈলে নারায়ণ তুল্য হয় নর।
ব্রহ্মণ্যদেবের তুল্য তার সমাদর॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বৈদ্য শূদ্র আদি।
সামান্য বর্ণ শঙ্কর কন বেদবাদী॥
সকল বর্ণের গুরু হয় সেই জন।
যেজন সাবিত্রী বিদ্যা করয়ে গ্রহণ॥

পূজা করিবেক নিত্য ব্রহ্মচর্য্যাচারে।
বহু যত্নে ভক্তিভাবে বিভবানুসারে॥
না পূজিলে অব্রাহ্মণ হইবেক সেই।
বেদবিধি ধর্ম্মে তার অধিকার নাই॥
যেই দ্বিজ দশবার গায়ত্রি জপিবে।
জন্মকৃত পাপ তার বিনাশ হইবে॥
শতবার গায়ত্রী জপিবে যেই জন।
পূর্ব্ব জন্মার্জিত পাপ তাহার মোচন॥
জপিবে গায়ত্রী যেই দশ শতবার।
তিন জন্মকৃত পাপ বিনাশ তাহার॥
তিন যুগ সত্য ত্রেতা দ্বাপর পর্য্যন্ত।
কলিযুগে বেদমাতা অসাধ্য নিতান্ত॥
লক্ষ জপে পুরশ্চার করিবেন যিনি।
তাহাকে হবেন সিদ্ধা ত্রিবর্গদায়িনী॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম তিন বর্গের সাধন।
চারি বেদ এইমন্ত্র মাহাত্ম্য কারণ॥
ব্রহ্মের যে রজ সত্ত্ব তমো তিন গুণ।
তিন গুণে তিন ভাবে সাবিত্রী নিপুণ।
প্রাতঃর্মদ্ধ্যাহ্নে সায়াহ্নে সন্ধ্যার বিধানে।
জানেন সকল দ্বিজ গায়ত্রীর ধ্যানে॥
কুমারী যুবতী বৃদ্ধা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
ত্রৈকালিক যোগে এক উদ্ধারেন জীব॥
শক্তির সেবক দ্বিজ গায়ত্রী গ্রহণে।
দ্বিজ সর্ব্বেশাক্ত হন সেই সে কারণে।
দ্বিজ দেহে শৈব বৈষ্ণবত্ব নাহি হয়।
শক্তির সাধনে শাক্ত কি আর সংশয়॥
যে হেতু কলিতে পশ্বাচার নাহি হয়।
বামাচারে বেদমাতা অসাধ্যা নিশ্চয়॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্রের লিপি শুন বিবরণ।
দেবীর সাক্ষাতে যাহা কন ত্রিলোচন ॥
নাহি শক্তি হইতে উত্তম সাকারেতে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে ত্রৈলোক্য মধ্যেতে ॥
অতএব শক্তির সাধক যে হইবে।
কোনমতে অন্য দেব পূজা না করিবে ॥
যে হেতু শাক্ত হইতে নাহিক উত্তম।
অন্য পূজা করিলে সে হইবে অধম ॥
পতিত হইবে দেহ দেবীর নিকটে।
তারিণীর কোপে মূঢ় পড়িবে শঙ্কটে ॥
অতএব ধর্ম্ম অর্থ কাম তিন বর্গ।
তাহাতে উপজে ফল সুখভোগ স্বর্গ ॥
বামাচার বিনা মোক্ষ কলিতে না হয়।
সেই হেতু মহাবিদ্যা সাধ্যা সুনিশ্চয় ॥

---

## সৃষ্টি প্রকরণ।

১৫শ প্রশ্ন। এই চরাচর জগত ব্রহ্মাণ্ড নশ্বর, ইহা শাস্ত্রকারেরাও কহিয়াছেন,এবং দৃষ্টও হইতেছে, এনিমিত্ত অনাদি বলিয়া বোধ হইতে পারে না, তবে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকারে উৎপন্ন হইল ?

১৫শ উত্তর।—পয়ার।

সৃষ্টি প্রকরণ যাহা নির্ব্বাণ তন্ত্রেতে।
প্রকাশ করেন শিব দেবীর সাক্ষাতে ॥
তাহার যথার্থ অর্থ পদ্য বিরচনে।
বিস্তারিয়া বলি শুন সাধু সর্ব্বজনে ॥
নিরাকার এক ব্রহ্ম বেদাগমে কন।
স্বীয় শক্তি মায়াযোগে গুণবান হন ॥

নির্গুণ হইয়া পুনঃ সগুণ নিশ্চিত।
চণক আকার সেহ বল্কলে গোপিত ॥
বল্কলের মধ্যেতে সমান দুই ভাগ।
প্রকৃতি পুরুষ দুই অংশে কামযাগ ॥
চিরদিন কামভোগে বহু সুখোদয়।
তথাপি শক্তির ইচ্ছা পূর্ণ নাহি হয় ॥
বাসনা হইল বহু শরীর ধরিব।
পুরুষ যোগেতে কাম সম্ভোগ করিব ॥
সেই ইচ্ছাক্রমে অণ্ড প্রসবেন সতী।
অণ্ড মধ্যে বিরাজেন পুরুষ প্রকৃতি ॥
অন্ত নাহি হয় অণ্ড ক্রমেতে উদয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞা ভেকারণে হয় ॥
এক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত কিছু সব।
ক্রমেতে বলিব সর্ব্বে কর অনুভব ॥
অধভাগে সপ্তম পাতাল সংজ্ঞা হয়।
উর্দ্ধে ক্রমে সপ্ত স্বর্গ জানিবে নিশ্চয় ॥
প্রথমে ভূর্লোক তদূর্দ্ধেতে ভুবর্লোক।
স্বর্লোক তদূর্দ্ধে যথা বেদের অন্তক ॥
তদূর্দ্ধেতে মহার্লোক পরম সুন্দর।
তদূর্দ্ধেতে জনলোক অতি ভয়ঙ্কর ॥
তদূর্দ্ধেতে তপলোক অতি সুশোভিত।
তদূর্দ্ধেতে সত্যলোক পরম গোপিত ॥
সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্র সহ।
চণক আকার দুই অংশে এক দেহ ॥
মহাজ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি স্বরূপ।
স্বেচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে হন নানা রূপ ॥
তৃণাদি দেব পর্য্যন্ত সাকার যতেক।
ব্রহ্মাণ্ডের জীবসংখ্যা বর্ণিব কতেক ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সুরাসুরাদি কিন্নর।
কীট পতঙ্গাদি পশু পক্ষ আর নর॥
বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত কিছু জীব।
উপাধি বিভিন্ন সর্ব্বে শক্তি আর শিব॥
জ্বলন্ত অগ্নির কণা নানা স্থান গতে।
নানা নাম ধরে ক্রমে পাত্র বিশেষেতে॥
বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যতেক বর্ণিত।
জন্যদেহে সে সকল আছয়ে নিশ্চিত॥
দেহে আর ব্রহ্মাণ্ডেতে কিছু ভেদ নাই।
স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ মাত্র জানিবে সবাই॥

ইহার বিশেষ প্রমাণ নির্ব্বাণ তন্ত্রেতে উক্ত হইয়াছে। যথা।—আকাশাদ্বায়তেবায়ু বায়ুরুৎপদ্যতেরবি।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতেমহী॥
পঞ্চভূতৈশ্চ ব্রহ্মাণ্ডা ভবেয়ুপর্ব্বতাত্মজে॥

অস্যার্থ। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়, বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি, অগ্নি হইতে জলোৎপত্তি হয়, জল হইতে মৃত্তিকা অর্থাৎ পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু তন্ত্রান্তরে কল্পনা করিয়া কহিয়াছেন যে, কেবল একের গুণে উৎপত্তি নহে, পরস্পর পৈতৃক গুণ সংযোগ দ্বারা ভূতাদির উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ কেবল আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি, আকাশ এবং বায়ু উভয়ের সংযোগে অগ্নির উৎপত্তি, আকাশ বায়ু এবং অগ্নির সংযোগে জলোৎপত্তি হয়, আকাশ বায়ু অগ্নি এবং জল এই চতুর্ভূতের সংযোগে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, সুদ্ধ আকাশের গুণ শব্দ, সুদ্ধ বায়ুর গুণ স্পর্শ, সুদ্ধ অগ্নির গুণ রূপ, সুদ্ধ জলের গুণ রস এবং সুদ্ধ পৃথিবীর গুণ গন্ধ, কিন্তু পরস্পর পৈতৃক গুণের অনুবৃত্তি বশতঃ ঐ ভূতা-

দির গুণ বৃদ্ধি হয়, যেহেতু কেবল শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ, শব্দ এবং স্পর্শ গুণদ্বয়বিশিষ্ট বায়ু, শব্দ স্পর্শ এবং রূপ এই গুণত্রয়বিশিষ্ট অগ্নি, শব্দ স্পর্শ রূপ এবং রস এই চতুর্গুণ-বিশিষ্ট জল, শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ এতৎ পঞ্চগুণা পৃথিবী, ইহার অন্যথা নাই। অতএব ঐ পঞ্চ ভূতের দ্বারা জন্য দেহ উৎপত্তি হয়, তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সকলও তত্তৎগুণের আধার হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ আকা-শের অংশে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, একারণ শব্দগ্রাহক শ্রোত্র হইয়াছে। বায়ুর সত্ত্বাতে ত্বক অর্থাৎ চর্ম্মের উৎ-পত্তি, একারণ চর্ম্মে স্পর্শশক্তি হইয়াছে। অগ্নির সত্ত্বাতে চক্ষুর উৎপত্তি, এজন্য চক্ষু রূপগ্রাহক হইয়াছে। জলের সত্ত্বাতে রসনার উৎপত্তি, তন্নিমিত্ত রসগ্রাহক রসনা হই-য়াছে। পৃথিবীর সত্ত্বাতে নাসিকার উৎপত্তি, এই জন্য গন্ধ গ্রাহক নাসিকা হইয়াছে। অতএব এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এক চৈতন্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই চৈতন্যের অস্তিত্ব বিষয়ে এই মাত্র কল্পনা করা হয়, তদ্ব্যতীত তাঁহার অস্তিত্ব প্রত্যয় হয় না। সুতরাং চৈতন্য-ময় এক পুরুষ আছেন, ইহা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত, এবং যুক্তিসিদ্ধ। এক্ষণে জীবোৎপত্তির বিবরণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

---

পয়ার।

জীবের নিয়ম যাহা মূলে দরশন।
তাহার প্রকৃত অর্থ শুন বিবরণ॥
প্রথমে স্থাবর লক্ষ বিংশতি জনম।
জলজন্তু নব লক্ষ তদন্তে নিয়ম॥
একাদশ লক্ষ জন্ম কৃমি তদন্তরে।
দশ লক্ষ পক্ষী জন্ম হয় তার পরে॥

তদন্তরে পশু জন্ম ত্রিশ লক্ষ ভোগ।
চতুর্লক্ষ বানর বানরী সহযোগ॥
ইত্যাদি চতুরশীতি লক্ষ জন্ম গতে।
মনুষ্য জনম হয় ঈশ্বর ইচ্ছাতে॥
ক্রমেতে চতুরশীতি লক্ষ জন্ম হয়।
ঈশ্বর ঘটিত জন্ম স্বধর্ম্মেতে ক্ষয়॥
তদন্তরে মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম পায়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য বিচার তাহায়॥
কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়ে সংসারেতে ঘোরে।
পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় পুনঃ পুনঃ মরে॥
চৌরাশী লক্ষ আর সহস্র জনম।
করিবে দেহ ধারণ এই সে নিয়ম॥
তদন্তরে হবে তার নির্ব্বাণ মুকতি।
লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে কন দেব পশুপতি॥
জন্ম পূর্ণ না হইলে মোক্ষ নাহি তার।
স্বর্গভোগ নাহি হয় পাপ আছে যার॥
জন্ম পূর্ণ না হইতে মুক্তি ইচ্ছা যার।
দীক্ষিত হইয়া যদি করে বীরাচার॥
শক্তি সাধনের ফলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়।
নির্ব্বাণ মুকতি তার নাহিক সংশয়॥
অতএব শক্তি বিনা মুক্তি নাহি হয়।
যতনে শাক্ত ধর্ম্ম করহ আশ্রয়॥

দেহীর পুনর্জ্জন্ম কথনং।

১৬শ প্রশ্ন। এ দেহের পতনান্তে জীবের অন্য দেহ হওয়ার প্রমাণ কি?

১৬শ উত্তর। প্রাণী সকলের সুখ দুঃখের তারতম্যই তাহার প্রমাণ। দেখ কোন মনুষ্য রাজকুলে জন্মগ্রহণ

করিয়া, যাবজ্জীবন নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করত সচ্ছন্দ-চিত্তে পরলোক গমন করে, কেহ বা সুদারিদ্রের গৃহে, এবং কেহ বা নীচ বংশে জন্মিয়া যাবজ্জীবন অপার দুঃখ-ভোগ করে। এবং কোন কোন লোক জীবনের নানা অবস্থায় এবং নানা ফেরে পতিত হয়, কেহ২ বা সাতিশয় সুস্থ্যাবস্থায় দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যায়, কাহাকে কাহাকেও বা চির-কাল রোগ ভোগ করিতে হয়। কোন পশু বা পক্ষী স্বাধীনাবস্থায় সুখে অরণ্যে বিচরণ করে, কেহ বা নিষ্ঠুর মনুষ্যের দাস হইয়া অসীম কষ্ট সহ্য করে। এই সকল বিচিত্র ঘটনার কারণ পূর্ব্বজন্মের পাপ পুণ্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না, কেন না পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে, একের প্রতি অনুগ্রহ এবং অন্যের প্রতি নিগ্রহ প্রকাশ করিবেন, ইহা কদাচ সম্ভবে না। বিশেষতঃ সামুদ্রিক বিদ্যাকুশল ব্যক্তিরা করকোষ্ঠী দৃষ্টে লোকের শুভাশুভ, এবং জন্ম মরণাদি তাবৎ বিবরণ অবগত হইতে পারেন, যদি জীবের পূর্ব্বদেহ স্বীকার না করা যায়, তবে করে কোষ্ঠী লিখিত থাকার কারণ কি বলা যাইতে পারে? অনন্তর ইহাও কদাচ সম্ভব হইতে পারে না যে পরমেশ্বর পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার করেন না। এবং ভৌতিক দেহ ব্যতীত ঐ দণ্ডাদির ভোগও সম্ভবে না, ইহা বাইবেল এবং কোরাণেও অস্বীকার করিতে পারেন নাই, বরং কথিত উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রের লিখনের মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, অস্মদাদির শাস্ত্রোক্ত পুনর্জ্জন্ম ঘটিত মতের সম্পূর্ণ পোষ-কতাই হইয়া থাকে, যেহেতু তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, মানব দেহের পতনান্তে আত্মাসকল স্ব স্ব কর্ম্মা-নুসারে স্বর্গে বা নরকে গিয়া পৃথিবীর চরমাবস্থা পর্য্যন্ত সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে, পরে শেষ দিবসে পরমেশ্বর সেই সকল আত্মা যে যে শরীরে ছিল, তাহা মৃত্তিকা-

এক কর্ম্মে দুই জন সফল হইব।
সিদ্ধ হয়ে দোহে পুনঃ গোলোকে আসিব ॥
আমরা উভয়ে কুলাচার আচরিলে।
সেইমত অনুগামী হইবে সকলে ॥
এত বলি রাধাকৃষ্ণ গোলোক ত্যজিয়া।
আগম পালন হেতু শরীর ধরিয়া ॥
কলিযুগে ভাদ্র মাসে কৃষ্ণা অষ্টমীতে।
অষ্টাবিংশতি দিবসে পঞ্চম রাত্রেতে ॥
আবির্ভূত হন কৃষ্ণ দেবকীনন্দন।
কলিযুগে বামাচার করিতে পালন ॥
ব্রহ্মপুরাণেতে আছে প্রমাণ ইহার।
পদ্যছন্দে তার অর্থ হইল প্রচার ॥
ষড়াম্নায় বিবরণ হইল যখন।
আগম শব্দার্থ দেবী সুধান তখন ॥
তাহাতে বলেন শিব আগমার্থ যাহা।
সর্ব্বজন জ্ঞাপনার্থে প্রকাশিনু তাহা ॥
আগত শিবের মুখে গত গৌরীমুখে।
মত প্রকাশেন বাসুদেব সকৌতুকে ॥

---

মহামায়ার সাধনাবশ্যক।

তন্ত্রসারে উক্ত আছে শুন তার মর্ম্ম।
যে কারণে আবশ্যক হয় শাক্ত ধর্ম্ম ॥
মায়ায় মোহিত লোক ভ্রময়ে সংসারে।
সদসৎ অনুভব করিতে না পারে ॥
মায়া ত্যাগ হেতু মহামায়ার সাধন।
মহামায়া সাধন আশ্চর্য্য বিবরণ ॥
বৈদিকি আচার যাহা আছয়ে বিহিত।
মহামায়া সাধনে তাহার বিপরীত ॥

বৈদিক আচারে নিরামিষ্য অত্যাচার।
মহামায়া সাধনে আগম কুলাচার॥
নিষেধ বিধি নাহি তার সকলি স্বধর্ম্ম।
দিব্য বীরভাবে করিবেক সর্ব্ব কর্ম্ম॥
সদ্গুরু নিকটে ক্রম দীক্ষিত হইয়া।
পূর্ণাভিষেকেতে দিব্য বীরভাবাশ্রিয়া॥
মহামায়া সাধন করিবে যেই নর।
কর্ম্মাতীত জীবন্মুক্ত দ্বিতীয় শঙ্কর॥
দেহ ত্যাগে পুনঃ তার জন্ম নাহি হয়।
নির্ব্বাণ মুক্ত সেই জন নাহিক সংশয়॥

---

## দশ মহাবিদ্যার উপাখ্যান।

১৮শ প্রশ্ন। মহামায়ার ভাবার্থে শক্তিদেবী মাত্রেই বুঝায়, তবে তন্ত্রেতে দশ মহাবিদ্যার যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহার কারণ কি? আর তন্মধ্যে কোন্ দেবী আশু মুক্তিদাত্রী, এবং তাঁহার সাধনার প্রণালীই বা কি প্রকার?

১৮শ উত্তর।—পয়ার।

বিদ্যোৎপত্তি তন্ত্রে যাহা শিবের বচন।
তাহার যথার্থ অর্থ করহ শ্রবণ॥
মহাবিদ্যা কালী তারা একই শরীর।
সাধনে পরম পদ পায় দিব্য বীর॥১॥
ষোড়শী শ্রীবিদ্যা আর ভৈরবী ভুবনা।
ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বিদ্যা পঞ্চজনা॥
সিদ্ধিবিদ্যা বগলা মাতঙ্গী লক্ষ্মী তিন।
ধর্ম্মফলে নাম ভেদ বুঝিবে প্রবীণ॥
সরস্বতী শ্বেতবর্ণা কম বেদাগমে।
সত্য আদি চারি যুগে বর্ণভেদ ক্রমে॥

সত্যে শুক্লা ত্রেতা রক্তা পীতা দ্বাপরেতে।
কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণা আগমের মতে॥
নীলবর্ণা সাধনেতে বাক্যসিদ্ধি হয়।
নীল সরস্বতী নাম তেকারণে কয়॥
সংসারের জীব ত্রাণ করেন যাহাতে।
তারিণী তারার নাম কহেন তাহাতে॥ ২॥
শৃঙ্গার বিহীনে জন্ম সুন্দরীর হয়।
তেকারণে নির্গুণা ষোড়শী বিদ্যা কয়॥
সাধকের শ্রী প্রদান করেন যাহাতে।
সেহেতু শ্রীবিদ্যা নাম কহে আগমেতে॥৩॥
ভুবন পালনকর্ত্রী ভুবনেশী নাম।
উৎপত্তি পালন দুই গুণে অনুপাম॥
বিনাশে নাহিক শক্তি মহামায়া যেঁই।
ধর্ম্ম অর্থ কাম তিন বর্গ দাত্রী তেঁই॥ ৪॥
কাল ভৈরবের ভার্য্যা দুঃখবিনাশিনী।
ভৈরবী তাঁহার নাম কন শূলপাণি॥
সৃষ্টি স্থিতি নাশ তিন শক্তি একাধারে।
প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্নকাল অনুসারে॥ ৫॥
রজ সত্ত্ব তমো তিন গুণে মহামায়া।
আত্ম শিরচ্ছেদিয়া পালেন ভক্ত-কায়া॥
ছিন্নমস্তা নাম প্রকাশিত ত্রিজগতে।
প্রচণ্ড চণ্ডীকা নাম হয় আগমেতে॥ ৬॥
ধূম্রাসুর বিনাশ করেন যবে দেবী।
ধূমাবতী নাম হয় সর্ব্ব দেব সেবি॥
ধূমাকারে সাধকেরে দেন চতুর্ব্বর্গ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম আর জীবনান্তে স্বর্গ॥৭॥
জগৎজননী মাতা জননী সমান।
নানা সুখ ভোগ মোক্ষ সাধকে প্রদান॥

বকার বরুণবীজ জীবের জীবন।
জল হৈতে চরাচর সৃষ্টির সৃজন ॥
গকার শক্তির যোনি জনম যাহাতে।
যোনি সাধনেতে সিদ্ধি বলেন তাহাতে ॥
লকার পৃথিবীবীজ ধরণীমণ্ডল।
যাহাতে আশ্রয় করি পায় কর্ম্মফল ॥
আকার চৈতন্যকারী জ্ঞানপ্রদায়ক।
বগলা নামের গুণ বুঝহ সাধক ॥ ৮ ॥
মদমত্তা সদা দেবী সর্ব্বাপত্তারিণী।
মাতঙ্গী প্রসিদ্ধ মাতঙ্গাসুরনাশিনী ॥ ৯ ॥
বৈকুণ্ঠ নগরে বাস করেন যাহাতে।
কমলা নামেতে পূজ্যা হয়েন তাহাতে ॥
লক্ষ্মীরূপে পাতালেতে করেন নিবাস।
নানা শস্যরূপে পুনঃ হয়েন প্রকাশ ॥
বৈশ্যের সেবিতা দেবী শস্যনিবাসিনী।
কৃষি সাধনেতে ভূমে উদ্ভবা আপনি ॥
ব্রহ্মচর্য্য সাধন করয়ে যেই জন।
তাহারে বৈমুখ লক্ষ্মী সেই সে কারণ ॥ ১০ ॥
এই দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধিবিদ্যা নাম।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পূর্ণ সর্ব্ব কাম ॥
নানা ভোগ অভিলাষী মনুষ্য যাহাতে।
এক ব্রহ্ম নানা রূপে প্রকাশ তাহাতে ॥
যে সাধক যাহা মনে কামনা করিবে।
সেই ভোগ জন্য সেই দেবতা ভজিবে ॥
তাদৃশ তাঁহার দত্ত ফল ভোগ করি।
নিষ্কাম হইলে মুক্তি কন ত্রিপুরারি ॥
নির্ধনে কৃপণে পরধর্ম্মাচারী জনে।
পাষণ্ডে নিন্দুকে শঠে অভক্তে নির্গুণে ॥

আস্থাহীনে নিজ পুত্রে মহাবিদ্যা ধন।
দেখাবে না শুনাবে না শিবের বারণ॥
মোহক্রমে নিষেধ না মানে যদি নর।
শিবহত্যা পাপ তার হইবে সত্বর॥

---

## কালী-মাহাত্ম্য।

বিদ্যা, মহাবিদ্যা, সিদ্ধিবিদ্যা তিন জাতি।
নানাবিধ বিদ্যা ইহাঁদের অন্তঃপাতি॥
তিনযুগে সকলে ছিলেন ফলদাতা।
ঘোর কলিযুগে নিদ্রাগতা সর্ব্বমাতা॥
একা মহাকালী মাত্র জাগ্রতা কলিতে।
তাঁহার সাধনা বিধি পঞ্চ তত্ত্বাদিতে॥
কলিযুগে কালী ভিন্ন কার্য্য করে যেই।
ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগ যজ্ঞে কিছু ফল নেই॥
কলিযুগে কালীকা সাধয়ে যেই জন।
সদসৎ বিচারেতে নাহি প্রয়োজন॥
কলিতে সুসিদ্ধা একা কালীকা কেবলা।
চরাচরব্যাপিনী সে কালীকা একেলা॥
একা কালী কলিযুগে সর্ব্ব বরপ্রদা।
কলৌ কালী সিদ্ধিবিদ্যা সুখদা মোক্ষদা॥
কলিযুগে অন্য বিদ্যা নাই কদাচিত।
অন্য বিদ্যা নাই নাই নাই সুনিশ্চিত॥
কলিযুগে কালী সিদ্ধাবরপ্রদায়িনী।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ নির্ব্বাণকারিণী॥
কালী ভিন্ন অন্য দেব যে করে সাধন।
অসক্ত শক্তিতে রতি সম্ভোগ যেমন॥
কালী ভিন্ন যেই জন মোক্ষ ইচ্ছা করে।
গুরু বাক্য ত্যজি সিদ্ধ হয় যথা মরে॥

কালী ভিন্ন রাজ্যধন ইচ্ছা করে যেই।
ভোজ্য ত্যজে ক্ষুন্নিবৃত্তি ইচ্ছা করে সেই॥
সেই নর ধন্য জ্ঞানী দেবের পূজিত।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সেই সুদীক্ষিত॥
সুখী সাধু বেদবেত্তা হয় সেই জন।
সেই ধ্যাননিষ্ঠ সর্ব্বানন্দপরায়ণ॥
ত্রৈলোক্যবিজয়ী হয় অনায়াসে সেই।
কার্য্য অকার্য্য বিচার কিছু তার নেই॥
যে জন কালীকা জ্ঞানে পূজা করে শক্তি।
জীবত্বে শিবত্ব জীবনান্তে পায় মুক্তি॥
সদ্গুরু নিকটে কালীমন্ত্র যেই পায়।
গ্রহণমাত্রেতে তার পূর্ব্ব পাপ যায়॥
ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি যত করয়ে সাধক।
কালীকা সদত হন কর্ম্ম বিনাশক॥
অনন্তরূপিণী কালী চতুর্ব্বর্গদাত্রী।
ত্রৈলোক্যজননী নিত্যা পালিকা সংহর্ত্রী॥
স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্য নিত্য দেন সাধকেরে।
নির্ব্বাণ মুকতি দেন কুলীন দিব্যেরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি করিয়া যতন।
মস্তকে ধরেন কালীচরণ-রতন॥
কলিতে কালীকা একা সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরী।
অকর্ম্মা অন্য সকল ঈশ্বর ঈশ্বরী॥
শান্তি বৈশ্য স্তম্ভন বিদ্বেষ উচ্চাটন।
মারণ প্রভৃতি যত ষট্‌কর্ম্ম সাধন॥
সর্ব্ব কর্ম্মে সফলতা কালীর সাধনে।
কালী ভিন্ন ফলদাত্রী নাহি ত্রিভুবনে॥
কালীকা পূজনে শ্রদ্ধাবান যেই নর।
গ্রহপীড়া নাহি শিবতুল্য কলেবর॥

অনন্তরূপিণী বিদ্যা শিবের কথিত।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কালীবিদ্যা জানিবে নিশ্চিত ॥
অধম যদ্যপি কালীমন্ত্রে দীক্ষা হয়।
বর্ত্তমানে জীবন্মুক্ত নাহি ভব ভয় ॥
ত্রৈলোক্যে দুর্ল্লভা একা কালী মহাবিদ্যা।
ষট্ স্বর্গনিবাসী যত সকলে অসিদ্ধা ॥
কালীকে জানিলে জীবন্মুক্ত হয় নর।
শিবতুল্য মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বর ॥
শুদ্ধাশুদ্ধ চিন্তা নাই সাধনে যাঁহার।
মিত্রামিত্র দূষণাদি নাহিক বিচার ॥
পরিশ্রম দেহকষ্ট নাহিক সাধনে।
অসময় সময়াদি শরীর শোষণে ॥
ধনব্যয় বাহুল্যতা আবশ্যক নাই।
সর্ব্ব মনস্কামনা পূরাণ মহামায়ী ॥
সর্ব্বসিদ্ধি হস্তগত কালী সাধকের।
জিহ্বা অগ্রে সরস্বতী বৈসে সে নরের ॥
গদ্য পদ্য কবিতা রচয়ে অনায়াসে।
বিপক্ষ দুর্ব্বল তার লক্ষ্মী স্থিরাবাসে ॥
রাজা হন দাস তুল্য কালীর কৃপায়।
রাত্রিকে করয়ে দিবা রজনী দিবায় ॥
সর্ব্বজন বশীভুত হয় আজ্ঞাকারী।
আর যত গুণ কত বর্ণিবারে পারি ॥
নানা সুখ সম্ভোগ করিয়া চিরকাল।
দেবী সঙ্গে করে বাস তুল্য মহাকাল ॥
সর্ব্ব জীবের জীবন গ্রাসেন মহাকাল।
কালকে গ্রাসেন কালী নাশি মায়াজাল ॥
অতএব কলিযুগে কালীমন্ত্র সার।
পঞ্চতত্ত্বে উপাসনা কর কুলাচার ॥

তত্ত্ব জ্ঞান কথনং।

১৯শ প্রশ্ন। পঞ্চ তত্ত্ব কাহাকে বলা যায়? এবং সেই উপাসনাই বা কি প্রকার?

১৯শ উত্তর। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে একাদশ পটলে যথা—

শ্রীদেব্যুবাচ।

ত্বৎপ্রসাদাম্মহাদেব পবিত্রাহং নচান্যথা।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং॥

মহাদেবের প্রতি পার্ব্বতীর উক্তি।

অস্যার্থ। হে দেবাদিদেব মহাদেব! তোমার প্রসাদে আমি পবিত্র হইয়াছি, অর্থাৎ নানা শাস্ত্রার্থ শ্রবণে মনোমালিন্য বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সুদুর্ল্লভ যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই আশু শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বং পরমদুর্ল্লভং।
শ্রুত্বা গোপয় যত্নেন স্বযোনিমিব সুন্দরি॥
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেবচ।
পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্ব্বাণমুক্তিহেতবে॥

অস্যার্থ। মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি! গুহ্যাতিগুহ্য পরম দুর্ল্লভ যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কিন্তু ইহা স্বীয় যোনিতুল্য গোপন করিতে যত্ন করিবে। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং মৈথুন. এই পঞ্চ তত্ত্ব নির্ব্বাণমুক্তির অর্থাৎ অব্যাহতির কারণ।

তথা। অষ্টৈশ্বর্য্যং পরং মোক্ষং মদ্যপানেন শৈলজে।
মাংসভক্ষণমাত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ।
মৎস্যভক্ষণমাত্রেণ কালী প্রত্যক্ষমাপ্নুয়াৎ।

মুদ্রাসেবনমাত্রেণ ভূপূজ্য বিষ্ণুরূপধৃক্।
মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো ন সংশয়ঃ ॥

অস্যার্থ। হে পার্ব্বতি! মদ্য সেবন করিলে সাধকের অষ্টৈশ্বর্য্য, পরম মোক্ষ লভ্য হয়। মাংস সেবন করিলে সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য বিশুদ্ধচিত্ত হয়, আর মৎস্য সেবনে কালী প্রত্যক্ষ হয়, মুদ্রাসেবন ফলে বিষ্ণুতুল্য হইয়া পৃথিবীতে পূজ্য হয়, আর মৈথুন সেবায় মাদৃশ মহাযোগী হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।

তথা। তন্ত্রান্তরেষু দেবেশি ময়ৈব কথিতংপুরা।
মাহাত্ম্যঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য বিস্তারেণ মহামতে ॥
তত্ত্বজ্ঞানমিদং কান্তে নির্ব্বাণমুক্তিকারণং।
একত্র পঞ্চতত্ত্বঞ্চ যত্রৈব মিলিতং ভবেৎ ॥
তত্রৈবাহং প্রগচ্ছামি তে নরা মৎসমাঃ সদা।
সা নারী কালিকারূপা মৃতে তস্যাং প্রলীয়তে ॥
যে নরাঃ সাধুরূপাশ্চ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণাঃ।
জীবন্মুক্তাশ্চ তে প্রোক্তা ব্রহ্মরূপা নচান্যথা ॥

অস্যার্থ। হে দেবেশি! অন্যান্য তন্ত্রেতে আমি এই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে বলিয়াছি যে, তত্ত্বজ্ঞানই নির্ব্বাণমুক্তির কারণ, আর যে স্থানে ঐ পঞ্চতত্ত্ব একত্রিত হয়, সেই স্থানে আমি সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করি, এবং সেই পঞ্চতত্ত্বসাধক সর্ব্বদা আমার তুল্য, আর সেই শক্তি জীবসত্ত্বে কালীরূপা, এবং দেহান্তে কালীদেহে লয় হয়, আর তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ যে সাধক সেই জীবন্মুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ, তাহাতে কিছুমাত্র অন্যথা নাই।

তথা। সাযুজ্যাদি মহামোক্ষং নিযুক্তং ক্ষত্রিয়াদিষু।
ব্রাহ্মণঃ পরমেশানি যদি তত্ত্বপরায়ণঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং পরতত্ত্বে প্রলীয়তে ॥

যথাতোয়ং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরী।
তত্রৈব তত্ত্বসেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি॥
ইতি তে কথিতং কান্তে তত্ত্বজ্ঞানং বিমোক্ষদং।
যেন জ্ঞান প্রসাদেন মোক্ষসিদ্ধির্নসংশয়॥

অস্যার্থ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই তিন বর্ণে পঞ্চতত্ত্ব সেবা করিলে, সাযুজ্য, সারূপ্য এবং সালোক্য এই ত্রিবিধ মোক্ষের পাত্র হইবে, আর ব্রাহ্মণে পঞ্চতত্ত্ব সেবা করিলে, পরতত্ত্বে লীন হইবেক। যদ্রূপ জলে জল মিশ্রিত হইলে লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পঞ্চতত্ত্ব সেবার ফলে জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়। হে কান্তে! যে জ্ঞান প্রসাদে নিশ্চিত মোক্ষসিদ্ধি হয়, তাহা আমি তোমার নিকট বলিলাম, এই বাক্য সত্য সত্য পুনঃ সত্য জানিবে। তন্ত্রান্তরে আর একটী ইতিহাস স্বরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাও পদ্যছন্দে বলিতেছি শ্রবণ কর।

## শুকদেবোপাখ্যান।

লঘু-ত্রিপদী।

বৈশাখ মাসেতে, রজনীযোগেতে,
পূর্ণচন্দ্র সুশোভনে।
কৈলাস শিখরে, রত্নময় ঘরে,
হরগৌরী দুই জনে॥
নানা রস রঙ্গে, কৌতুক প্রসঙ্গে,
সুখেতে বঞ্চেন নিশি।
করিয়া বিহার, আনন্দ অপার,
গৌরী বামভাগে বসি॥

মানা বাক্যছলে, অনেক কৌশলে,
জিজ্ঞাসেন দিগম্বরে।
করি প্রণিপাত, শুন প্রাণনাথ,
ক্ষোভিত আছি অন্তরে ॥
বেদাগম যত, বলিয়াছ কত,
শুনিয়াছি বহুতর।
কর্ম্মকাণ্ডময়, নির্ব্বাণ না হয়,
ভোগ বাড়ে নিরন্তর ॥
ভোগাতীত হয়, তব দেহে লয়,
কিম্বা আমার শরীরে।
সেই উপদেশ, কহ সবিশেষ,
না জিজ্ঞাসি যেন ফিরে ॥
যদি মিথ্যা বল, নারী জ্ঞানে ছল,
পূর্ব্বে জান আমি সতী।
তেয়াগিব দেহ, নাহিক সন্দেহ,
সত্য সত্য পশুপতি ॥
শুনি ত্রিলোচন, সজল লোচন,
কহেন গৌরীর আগে।
জিজ্ঞাসিলে যাহা, সত্য কব তাহা,
শুন গৌরী মহাভাগে ॥
যদি মিথ্যা কই, তোমা হারা হই,
সত্য সত্য এই বাণী।
এতেক বলিয়া, শপথ করিয়া,
কহিছেন শূলপাণি ॥
তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি, এই মম উক্তি,
বেদাগমে প্রকাশিত।
সেই তত্ত্বজ্ঞান, অতি গোপ্যমান,
কহিলাম সুনিশ্চিত ॥

যে পাবে সে জ্ঞান, তাহার নির্ব্বাণ,
সংশয় নাহিক তায়।
করিলে প্রকাশ, লোকে উপহাস,
নির্ব্বাণ ফল না পায়॥
মদ্য মাংস মীন, মুদ্রা শস্যাধীন,
মকার চতুর্থ এই।
মৈথুন সহিত, পঞ্চম বিহিত,
মকার পঞ্চম সেই॥
এই পঞ্চ তত্ত্ব, সেবিলে শিবত্ব,
মরিলে নির্ব্বাণ মুক্তি।
বেদ পুরাণেতে, প্রকাশ্য রূপেতে,
নাহি করি আমি উক্তি॥
কাষ্ঠের মধ্যেতে, অগ্নি যে রূপেতে,
আছয়ে জান নিশ্চিত।
সে অগ্নি প্রকাশ, না হৈলে বিশ্বাস,
নাহি করে কদাচিত॥
অতএব শুন, তত্ত্বজ্ঞান পুনঃ,
ইহা ভিন্ন নাহি আর।
এই তত্ত্বজ্ঞান; হইলে নির্ব্বাণ,
সত্য কহিলাম সার॥
পরম গোপন, এ সব কথন,
প্রাণান্তে না প্রকাশিবে।
প্রকাশ করিলে, অজ্ঞানী সকলে,
শিব মিথ্যাবাদী কবে॥
এ ধর্ম্ম গোপন, করূণ কারণ,
বিপরীত শাস্ত্র যত।
বলিয়াছি পূর্ব্বে, আজি হৈতে সর্ব্বে,
তাহাতে হবে বিরত॥

তস্করের ভয়ে, কণ্টক ঘেরিয়ে,
উত্তম ফলের বৃক্ষ।
গৃহস্থ যেমন, করয়ে রক্ষণ,
অন্য শাস্ত্রে সেই লক্ষ্য ॥
কথা হৈল সাঙ্গ, গৌরী নিদ্রাভঙ্গ,
পুনঃ জিজ্ঞাসেন বাণী।
তত্ত্বজ্ঞান বল, শুনিতে বিকল,
হইল আমার প্রাণী ॥
কন ত্রিলোচন, তত্ত্ব বিবরণ,
বলিয়াছি বিস্তারিত।
কহেন পার্ব্বতী, শুন পশুপতি,
আমি ছিলাম নিদ্রিত ॥
কিছু শুনি নাই, তোমার দোহাই,
মিথ্যা নহে এই বাণী।
শুনিয়া শঙ্কর, সক্রোধ অন্তর,
কে শুনিল অগ্রে জানি ॥
করি যোগ লক্ষ্য, জানি শুকপক্ষ,
ত্রিশূলে করি আহ্বান।
কন ত্রিশূলেরে, বধিয়া শুকেরে,
শীঘ্র আন তার প্রাণ ॥
চলিল ত্রিশূল, শুকেরে নির্ম্মূল,
করিতে মানস করি।
শুনি তত্ত্বজ্ঞান, শুক বলবান,
উড়িল গগনোপরি ॥
দিক্‌দিগন্তর, ভ্রমিয়া কাতর,
দুর্ব্বল হইল অতি।
ব্যাসের রমণী, নিদ্রাবশায়িনী,
দিগম্বরী ঋতুবতী ॥

দেখিয়া কৌতুক, সভয়েতে শুক,
উদরে প্রবেশ করে।
শুকে বধিবারে, শূল যোনি দ্বারে,
দাঁড়াইয়া ডাকে হরে॥
প্রসব হইলে, শিবের ত্রিশূলে,
বধিবে শুকের প্রাণ।
গর্ভের মধ্যেতে, শুক আনন্দেতে,
করেন ব্রহ্ম ধেয়ান॥
গর্ভ হৈল ভারি, অচলা সে নারী,
ব্যাসদেব সকাতর।
ভূমিষ্ঠ হইতে, নানা স্তুতিমতে,
শুকেরে কন বিস্তর॥
শুক বলে গুরু, আমি কল্পতরু,
শিবদত্ত তত্ত্বজ্ঞানে।
ভূমিষ্ঠ হইলে, বধিবে ত্রিশূলে,
দেখ শূল বিদ্যমানে॥
শুনি বেদব্যাস, করিয়া আশ্বাস,
করেন শিবের স্তুতি।
আশুতোষ হর, ব্যাসে দিয়া বর,
শুকে দেন অব্যাহতি॥
ত্রিশূলে নৈরাশ, করি বেদব্যাস,
পুনশ্চ শুকেরে কন।
ভয় গেল দূরে, আইস বাহিরে,
গর্ভস্থ যে মহাজন॥
শুনি শুক কয়, শুন মহাশয়,
গর্ভে আছি দিব্যজ্ঞানে।
ভূমিষ্ঠ হইলে, জ্ঞান যাব ভুলে,
মহামায়ার শাসনে॥

যদি মহামায়া, হইয়া সদয়া,
বর দেন সুনিশ্চয়।
দেহেতে আমার, তাঁর অধিকার,
কখন নাহিক হয়॥
শুক বাক্য শুনি, ব্যাস মহামুনি,
করি যত্ন প্রাণপণ।
যথা বিধিমতে, পরমানন্দেতে,
করেন মায়া সাধন॥
মহামায়া কন, শুন তপোধন,
যে বর চাহ তা দিব।
সানন্দেতে মুনি, বলেন জননী,
অন্য বর কি করিব॥
কোন মহাশয়, আমার আলয়,
রমণীর গর্ভবাসে।
দ্বাদশ বৎসর, যুড়িয়া উদর,
আছেন মহা হরিষে॥
দেহেতে তাঁহার, তব অধিকার,
কোনকালে নাহি হবে।
এই বর চাহি, শুন মহামায়ী,
রক্ষা পাই আমি তবে॥
বলেন অভয়া, শুক প্রতি দয়া,
আছে মম নিরন্তর।
দেহেতে তাহার, মম অধিকার,
না হবে কেমন বর॥
জ্ঞানরূপা হয়ে, শুক দেহে রয়ে,
সর্ব্বদা পাইব সুখ।
অজ্ঞানীর দেহে, আমি মায়া মোহে,
চিরদিন দেই দুখ॥

আজ্ঞা হৈল যবে, শুকদেব তবে,
গর্ভ হৈতে নিঃসরিল।
মহামায়া মাই, আনন্দ সদাই,
বনে গমন করিল॥
মায়াতে মোহিত, ব্যাস সুনিশ্চিত,
পুত্র জ্ঞানে স্নেহ ক্রমে।
পাছে পাছে যান, ফিরাইতে চান,
ব্যাকুলিত চিত্ত ভ্রমে॥
ব্রহ্মজ্ঞানী শুক, নাহি তার দুখ,
সহজে গমন করে।
কণ্টক জঙ্গল, উচ্চ নীচ জল,
সমস্থল সর্ব্বস্তরে॥
মুদিত নয়নে, সমান গমনে,
সম্মুখে বৃক্ষ পর্ব্বত।
বিভাগ হইয়া, মধ্যদেশ দিয়া,
শুকে দেন সোজা পথ॥
ব্যাস মায়াময়, সদুঃখ হৃদয়,
কণ্টকে চলিতে নারে।
পথে পথে যায়, বিলম্ব তাহায়,
নৌকা যোগে নদীপারে॥
যেখানে পর্ব্বত, তথা নাহি পথ,
অচল বেড়িয়া চলে।
না পারে ধরিতে, পড়িয়া পশ্চাতে,
ডাকে শুক ফের বলে॥
শুক ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি শুনে বাণী,
আত্ম পর সমজ্ঞান।
ব্যাসের দুর্গতি, দেখিয়া পার্ব্বতী,
অগ্রপথে অধিষ্ঠান॥

মায়া সরোবরে, সখী সমিভ্যারে,
সকলে যুবতী বেশ।
বিবসনা হয়ে, কুলে দাঁড়াইয়ে,
ক্রীড়াতে অভিনিবেশ ॥
সেই স্থান দিয়া, গেলেন চলিয়া,
শুকদেব মহাশয়।
তাহাতে কাহার, নাহিক বিকার,
রস রঙ্গে সবে রয় ॥
তাহার পশ্চাতে, যান সেই পথে,
বেদব্যাস মহাঋষি।
দেখি নারীগণ, মলিন বদন,
লজ্জাতে জলে প্রবেশি ॥
বেদব্যাস কন, শুন নারীগণ,
তোমাদের কি আচার।
শুক নামে যেই, অগ্রে গেল সেই,
সুযুবা বয়স তার ॥
তাহারে দেখিয়া, বিবসনা হৈয়া,
নানা কৌতুক করিলা।
আমি বৃদ্ধ অতি, অঙ্গে ভীমরথী,
দেখিয়া লজ্জা পাইলা ॥
নারীগণ কয়, তুমি মায়াময়,
মোহে অজ্ঞান গোসাই।
অগ্রে গেল যেই, ব্রহ্মজ্ঞানী সেই,
স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই ॥
উচ্চ নীচস্থল, তরু গিরি জল,
না হয় যার বিশেষ।
চরাচর যত, সব একমত,
ভেদের নাহিক লেষ ॥

তুমিত অজ্ঞান, বলিয়া সন্তান,
তার পিছে পিছে যাও।
পরের যুবতী, দেখি হৃষ্টমতি,
ঘন ঘন ফিরে চাও॥
কামে মতি যার, বদন তাহার,
দেখিলেই লজ্জা হয়।
নিষ্কাম যে জন, পুরুষে সে জন,
কখন গণনা নয়॥
এতেক শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া,
ব্যাস যান নিজালয়।
বনে যান শুক, পরম কৌতুক,
তত্ত্বজ্ঞান সহৃদয়॥
শিব মুখে যাহা, শুনেছেন তাহা,
সকলি ছিল স্মরণ।
সেই অনুসারে, জানান সবারে,
গ্রন্থ করি বিরচন॥
অতএব শুন, পঞ্চতত্ত্ব গুণ,
আমি কি বর্ণিতে পারি।
চতুঃষষ্টি তন্ত্রে, বহুমন্ত্রে যন্ত্রে,
প্রকাশেন ত্রিপুরারি॥

উক্ত শুকদেব কর্ত্তৃক বিরচিত গ্রন্থের সারার্থ পশ্চাৎ বর্ণন করিব, যেহেতু তাহার ভাবার্থ অতি উৎকৃষ্ট এবং পরম গোপনীয়। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রশ্ন কর।

---

পঞ্চমকারের প্রকৃতার্থ।

[illegible]শ প্রশ্ন। প্রভো! আপনি আজ্ঞা করিলেন যে, [illegible]গমের অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রের মতেই এইক্ষণে তাবৎ উপা-

সনা প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহাতে অতি কদর্য্যাচারের বিধান আছে, অর্থাৎ পঞ্চমকারের দ্বারা ভগবতীর সাধনা করিবার যে উপদেশ আছে, ইহাতে সর্ব্ব সাধারণ লোকের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

২০শ উত্তর। পঞ্চমকারের প্রকৃতার্থ অনবগত হেতু তুমি তাহা দূস্য বিবেচনা করিতেছ, কিন্তু বাস্তবিক তাহাও রূপক বাক্য, তৎপ্রমাণ আগমসারে যাহা পঞ্চমকারের প্রকৃত অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যথা—

সোমধারা ক্ষরেদ্যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ সএব মদ্যসাধকঃ ॥ ১ ॥
মাশব্দাৎ রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনঃ প্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি সএব মাংসসাধকঃ ॥ ২ ॥
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্যস্তু সএব মৎস্যসাধকঃ ॥৩॥
সহস্রারে মহাপদ্মে কালীকা মুদ্রিতা চ যৎ।
অস্তি তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং।
সূর্য্যকোটীপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটীসুশীতলং।
অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ॥ ৪ ॥
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং।
রেকস্তু সকুস্কুমাভাঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতং।
মকারো বিন্দুরূপশ্চ মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে।
আকারোজসমারুহ্য একদা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং।
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
ব্রহ্মাণ্ডং জায়তে যস্মাৎ তস্মাদ্ব্রহ্ম প্রকীর্ত্তিতং।

অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং।
মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
মৈথুনং পরমংতত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্যৈকারণং।
সর্ব্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদং।
ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্দেবি সর্ব্বমন্ত্রং প্রসীদতি।
আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমিরীতং।
আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্যমুপলেপনং।
জপনং বসনং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে ॥৫ ॥

অস্যার্থ। হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত যে অমৃত, তৎপানে যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, সেই মদ্য-সাধক ॥ ১ ॥

হে রসনপ্রিয়ে! মা শব্দে জিহ্বা বুঝায়, তাহার অংশ অবিরত ভক্ষণকারী অর্থাৎ (বাক্যসংযমক যোগী) মাংস-সাধক ॥ ২ ॥

গঙ্গা যমুনার মধ্যে নিরন্তর যে দুই মৎস্য চরিতেছে, তৎখাদক অর্থাৎ (ঈড়া পীঙ্গলা নাড়ির মধ্যে নিরন্তর গতায়াত করিতেছে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, তন্নিরোধক যোগী) মৎস্যসাধক ॥ ৩ ॥

হে দেবেশি! সহস্রারেমহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকা মধ্যে আত্মা কেবল পারার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহার প্রভা কোটী সূর্য্যের তুল্য, এবং তিনি কোটী চন্দ্র তুল্য সুশীতল, অতিশয় সুন্দর এবং মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত, এতদ্রূপ জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহাকেই মুদ্রাসাধক বলা যায় ॥ ৪ ॥

মৈথুন পরম তত্ত্ব, যেহেতু সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। মৈথুনে সিদ্ধি এবং সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। রেফ্ কুঙ্কুম বর্ণকুণ্ডের মধ্যে আছে, মকার বিন্দুরূপ মহা-যোনিস্থিত। হে প্রিয়ে! আকার হংসকে আরোহণ করিয়া যখন একতা হয়েন, তখন সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। আত্মাতে রমণ করণ হেতু আত্মারাম বলা যায়, অতএব রামনাম তারকব্রহ্ম এই নিশ্চিত। হে মহেশানি! মৃত্যু-কালে (রাম) এই দুই অক্ষর স্মরণ করিলে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হয় ॥৫॥

এই মৈথুন তত্ত্ব তোমার স্নেহেতে প্রকাশ করিলাম। মৈথুন পরম তত্ত্ব, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, সর্ব্ব পূজা-ময়, জপাদির ফলপ্রদ। হে দেবি! ষড়ঙ্গ পূজা করিলে, সর্ব্বমন্ত্র প্রসন্ন হয়। যথা—ন্যাস আলিঙ্গন, ধ্যান চুম্বন, আবাহন শীতকার, নৈবেদ্য উপলেপন, রমণ জপ, দক্ষিণা রেতঃপাত, এই কথা সর্ব্বথা গোপন করিবে, যেহেতু তাহা আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়।

## সামান্য পঞ্চমকারের ফল।

২১শ প্রশ্ন। তবে যাহারা সামান্য মদ্যপান, ও মৎস্য মাংস আহার, এবং রমণীরমণ করণপূর্ব্বক সাধনা করে, তাহাদিগের গতি কি হওয়া সম্ভব?

২১শ উত্তর। তাহাদিগের বুদ্ধি এবং ব্যবহারের উপর তাহা নির্ভর করে, কেন না যদি তাহারা আপনাপন অভীষ্টদেবের তুষ্টি, পঞ্চমকার ব্যতীত হওয়ার অসাধ্যতা জ্ঞানে আনীত নারীকে স্ব স্ব উপাস্যদেবী ভগবতী বোধে শুদ্ধ তাহারই প্রীতি জন্মাইবার এবং আসক্তি পূর্ণ করি-বার নিমিত্ত তাহাকে মদ্যাদি পান করাইয়া, আপনি

প্রসাদমাত্র গ্রহণ এবং নিজে কামাতুর না হইয়া রতি-ক্রীড়া করে, তবে ঐ ঐ কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে হওয়া প্রযুক্ত দোষরহিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের প্রভাব এবং ভক্তির উদয় করিতে থাকে, সুতরাং কালে চিত্তসুদ্ধি হইয়া উঠে। কিন্তু যে সকল লোকে নিজ সুখার্থে মদ্যপান ও মাংসাদি আহার, এবং রমণী সম্ভোগ করে, তাহাদিগের অন্যান্য মাতাল এবং লম্পটের ন্যায় গতি হয়।

---

সামান্য পঞ্চমকারের দ্বারা সাধনার বিধান হইবার হেতু।

২২ শ প্রশ্ন। এরূপ ভয়ানক সাধনা যাহাতে ইষ্ট অনিষ্ট উভয় ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাহার বিধান শাস্ত্রে হওয়ার হেতু কি?

২২শ উত্তর। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গুণের গতিকে লোকের প্রবৃত্তি হয়, এবং আরো বলি যে, যে বিষয়ে যাহার রুচি নাই, তাহাতে তাহাকে প্রবর্ত্ত করা বিফল, যেহেতু অনিচ্ছায় কিছুতেই মনোনিবেশ এবং উৎ-সাহ হয় না। তমোগুণপ্রধান ব্যক্তিরা পঞ্চমকারের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া সামান্য মদ্যাদিতেই রত থাকে, এ বিধায় তামসিক উপাসনাই তাহাদিগের পক্ষে বিধেয়। উহারা সাত্ত্বিক উপাসনার কথাকে কদাচ কর্ণে স্থান দেয় না, সুতরাং তাহাদের উদ্ধারের উপায়ার্থে বীরা-চারের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব এতদাচারও গৌনকল্পে মুক্তিসাধক জানিবে, যদ্রূপ কোন রোগীর তিক্তরসবিশিষ্ট ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা হইলে, বিচক্ষণ চিকিৎসক, রোগ-বর্দ্ধক যে মিষ্টান্ন তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঔষধ মিশ্রিত করণ পূর্ব্বক ঐ ঔষধযুক্ত মিষ্টান্ন আহার করা-

ইয়া কালে তাহার রোগ শান্তি করেন, তদ্রূপ সত্ত্ব গুণো-দয়ের বিরোধী যে পঞ্চমকার তাহার সহিত ভগবত্যা-রাধনারূপ ভবরোগের ঔষধ সেবন করিলে উদ্দেশ্যফল প্রাপ্তি হয়।

## তান্ত্রিকমতের সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ।

২৩শ প্রশ্ন। উক্ত উপাসনার প্রণালী যাহা তন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদবলম্বনে কাহারো সিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ আছে কি না?

২৩শ উত্তর। ঐ তন্ত্রই তাহার প্রমাণ, কেন না হিন্দু-শাস্ত্রে পুস্তক বিক্রয় নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ এক্ষণে মুদ্রা যন্ত্র ও কাপিরাইট আক্ট্ দ্বারা গ্রন্থ প্রস্তুতে যেরূপ লভ্যের উপায় হইয়াছে, পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজাদিগের অধিকারে তদ্রূপ ছিল না, এ বিধায় কেহ কোন পুস্তক বিক্রয় কর-ণের ইচ্ছা করিলেও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি হওয়া দুঃসাধ্য ছিল, সুতরাং কোন ব্যক্তি যে অর্থলাভের নিমিত্ত কোন তন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না। অধি-কন্তু কোন এক ব্যক্তির এতাধিক আয়ু সম্ভবে না যে, তিনি একক ঐ তাবৎ তন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন, এবং তাহা সাধ্য বিবেচনা করিলেও, তন্ত্র সকলে এতাধিক মতের অনৈক্যতা দৃষ্ট হয় যে, তাহা একের লেখনি উদ্ভব হওয়া দূরে থাকুক, এক গুরুর শিষ্য প্রশিষ্যবর্গের ক্রমে ক্রমে লেখারও অসম্ভব, যেহেতু কোন তন্ত্রে শিব নির্ম্মাল্য ধারণে নিষেধ, এবং তন্ত্রান্তরে তদ্বিধি আছে, এবং কোন তন্ত্রে অশৌচকালে এবং দ্বাদশ্যাদি তিথিতে সন্ধ্যা বন্দনের নিষেধ এবং কোন তন্ত্রের মতে তাহা বৈধ হইয়াছে, এবং কোন তন্ত্রে বিল্বপত্রের বৃন্ত সহিত পূজা করিতে

নিষেধ আছে, এবং তন্ত্রান্তরে তাহার বিপরীত বিধি-লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব ঐ অসংখ্য তন্ত্রকারেরা স্ব স্ব লিখিত মতে সিদ্ধ না হইলে, এরূপ অলাভবাণিজ্যে তাঁহাদের প্রবর্ত্ত হওয়া কদাচ সম্ভব হইত না, বরং আপনারা সিদ্ধ হইয়া লোকের হিতার্থে স্ব স্ব সাধনা প্রণালী প্রচার করাই বিবেচনাসিদ্ধ বোধ করিতে হইবেক। ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সাধনা প্রকৃত প্রস্তাবে করিতে পারিলে তাহাতে অবশ্যই সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ করিবে না। অত্র বিষয়ে আরো একটী উদাহরণ স্বরূপ প্রমাণ দিতেছি, শ্রবণ কর।

---

## বিশ্বামিত্রের বিপ্রত্ব প্রাপ্তি।

মূল গ্রন্থ নারদ পঞ্চরাত্রেতে লিখিত।
তাহার যথার্থ হৈল পদ্য বিরচিত॥

### ত্রিপদী।

বশিষ্ঠ নামেতে ঋষি, চিরকাল বনে বসি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য্য গণেশেরে।
নানামত মতান্তরে, বহুযুগ যুগান্তরে,
সাধিয়া সাধেন মহেশেরে॥
কার না হইল দয়া, দৈবযোগেতে বিজয়া,
বন মধ্যে দেন দরশন।
দেখি মুনি হৃষ্ট হয়ে, বিজয়া নিকটে গিয়ে,
স্বদুঃখ করেন নিবেদন॥
বহু যুগ যুগান্তর, শুষ্ক করি কলেবর,
সর্ব্বদেব সাধিনু যতনে।
কারো না হইল দয়া, উপায় বল বিজয়া,
এবে প্রাণ ধরি কি কারণে॥

শুনিয়া বিজয়া কন, শুন শুন তপোধন,
কালী, তারা একই শরীর।
যাঁহারে বিশ্বাস হয়, সাধ ত্যজিয়া সংশয়,
বামাচারে মন করি স্থির॥
সত্য শুন মহাশয়, সিদ্ধ হইবা নিশ্চয়,
মিথ্যা নহে বচন আমার।
মন্ত্র লহ দেই কাণে, সাধ অতি সাবধানে,
বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে তোমার॥
ভক্তি ভাবে তপোধন, মন্ত্র করিয়া গ্রহণ,
তপস্যা করেন পশ্বাচারে।
সিদ্ধ না হইল যবে, কুপিত হইয়া তবে,
শাপ দিতে উদ্যত তারারে॥
তখনি আসি বিজয়া, মুনিরে করিয়া দয়া,
বলেন অসিদ্ধির কারণ।
না করিলে বামাচার, কোন শক্তি দেবতার,
মন্ত্র সিদ্ধি নহে কদাচন॥
শুনি মুনি যত্নবান, মদ্যভূমী যেই স্থান,
তথা গিয়ে জানেন বিশেষ।
মূলপত্র ফুল ফল, নানা শস্য অন্ন জল,
মদ্যময় সকলি সে দেশ॥
বাস করিয়া সে স্থানে, অন্ন জলাদি ভোজনে,
বামাচারী হন তপোধন।
সাধনে প্রবৃত্ত হন, তারা আসি দরশন,
দিয়া বর যাচেন তখন॥
মুনি কন বর চাই, কাম ধেনু যদি পাই,
অন্য বরে নাহি প্রয়োজন।
স্বস্তি বলি মহামায়া, মুনিবরে দিয়া মায়া,
যান যথাস্থানে ত্রিলোচন॥

দেবরাজে আজ্ঞা হৈল,মুনি কামধেনু পাইল,
বনমধ্যে করেন বসতি।
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ,
মুনিবর করেন অতিথি॥
দৈবযোগে একদিন, বিশ্বামিত্র বলহীন,
মৃগয়ায় পরিশ্রম করি।
ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, গহন বন ভিতর,
দেখিলেন বশিষ্ঠ কুটারি॥
মুনি নাই আশ্রমেতে, বিশ্বামিত্র সসৈন্যেতে,
ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর অতিশয়।
বারম্বার কহে রাজা, অতিথের কর পূজা,
নতুবা শাপিব সুনিশ্চয়॥
শুনিয়া রাজার বাণী, কামধেনু অভিমানী,
বশিষ্ঠের বিপদ দেখিয়া।
আপনি প্রত্যক্ষ হৈলা, ঊর্দ্ধমুখেতে ডাকিলা,
দেবরাজে বার্ত্তা জানাইয়া॥
স্বর্গ হৈতে দাস দাসী,যাহাতে যে অভিলাষী,
বস্ত্রাসনাভরণ ভূষণ।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, ষড় রস উপাদেয়,
ভূলোকের দুর্ল্লভ যে ধন॥
রত্নময় বহুতর, অপূর্ব্ব আশ্রম ঘর,
বিশ্বামিত্রে দিলেন যৌতুক।
নৃপতি বিস্মিত হৈল, ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল,
দেখিয়া সে আশ্চর্য্য কৌতুক॥
আতিথ্য স্বীকার করি, চলিলেন নিজ পুরী,
ভৃত্যগণে করি অনুমতি।
আমার হুকুম ধর, অপেক্ষা নাহিক কর,
গাভী বান্ধি লও শীঘ্রগতি॥

আজ্ঞাক্রমে ভৃত্যগণ, গাভী করিল বন্ধন,
হেনকালে আইল মুনিবর।
দেখিয়া আশ্চর্য্য কাণ্ড,মুনি ভাবেন প্রকাণ্ড,
এ কি হৈল বনের ভিতর ॥
ক্রমেতে নিকটে আসি, জিজ্ঞাসেন হাসি২,
জানিলেন বৃত্তান্ত সকল।
সুরভির কর্ম্ম যত, হয়ে সব অবগত,
ভাবে মুনি হইল বিকল ॥
রাজার সমীপে গিয়ে, করপুটাঞ্জলি হয়ে,
গাভী ভিক্ষা চান মুনিবর।
রাজা বলে তুমি ঋষি, চিরকাল বনবাসী,
গাভী কেন কুঁড়ের ভিতর ॥
বনফল ভক্ষ্য তব, কি কার্য্য তব বৈভব,
গাভী দেহ লয়ে আমি যাই।
যদি সহজে না পাব, বলেতে লইয়া যাব,
সত্য কহি তোমার দোহাই ॥
এতেক বলি রাজন, ভৃত্যে কন কু বচন,
শীঘ্রগতি গাভী লয়ে চল।
বান্ধিয়া লইয়া যায়, গাভী মুনি-মুখ চায়,
সকাতরে নয়ন সজল ॥
মুনি কন বিশ্বমাতা, তুমি পরম দেবতা,
তোমা পাইয়াছি তপফলে।
মহারাজা বলবান, মোরে করি অপমান,
তোমারে লইয়া যায় বলে ॥
সদয় হইয়া মনে, থাক আমার ভবনে,
এই বর মাগি তব স্থানে।
শুনি সুরভি তখন, ঊর্দ্ধমুখে ঘনে ঘন,
আর্ত্তনাদে আকাশ বিমানে ॥

ডাকে সুরভি নন্দিনী, দেবরাজ শব্দ শুনি,
দেব সৈন্য পাঠান সত্বর।
শেল শূল খড়্গ ঢাল, ভুশুণ্ডি তোমার জাল,
নানাবিধ অস্ত্র বহুতর॥
আকাশমার্গ হইতে, সৈন্য আসে আচম্বিতে,
যথা বশিষ্ঠের তপোবন।
মুনির নিকটে আসি, দেবসৈন্য অস্ত্র রাশি,
রাখিয়া করয়ে নিবেদন॥
পাঠাইল দেবরাজ, করিতে তোমার কাজ,
আজ্ঞা কর কি কার্য্য তোমার।
মুনি কন বিশ্বামিত্র, হইয়া ক্ষত্রিয় পুত্র,
অপমান করয়ে আমার॥
দেবতা অতিথি জন্য, কামধেনু মহা ধন্য,
আমার আশ্রমে চিরদিন।
রাজা আপন আজ্ঞায়, সুরভিরে লয়ে যায়,
আমারে দেখিয়া বলহীন॥
রাজারে করিয়া জয়, কামধেনু মমালয়,
আনি দেহ মাগি এই দান।
শুনি দেবসৈন্য যত, রাজসৈন্য করি হত,
রাজারে করয়ে অপমান॥
সুরভি নন্দিনী লয়ে, মুনিবরে ভেট দিয়ে,
সসস্ত্রেতে সবে স্বর্গে যায়।
রাজা অপমান হৈয়ে, পাত্রমিত্রে সম্বোধিয়ে,
মনদুঃখে করেন বিদায়॥
বলেন বিবেক মনে, শুন পাত্রমিত্রগণে,
আমি আর রাজ্য না করিব।
ধিক্ ধিক্ ক্ষত্র বল, ব্রহ্ম বল বড় বল,
এই দেহে ব্রাহ্মণ হইব॥

তপস্যা করিব বনে, যত দিনে নিরঞ্জনে,
দেখা পাই নিজ কর্ম্মফলে।
ভিক্ষুকে দিলেক লাজ, রাজ্যেতে নাহিক কাজ,
রাজ্য কর তোমরা সকলে॥
এই প্রতিজ্ঞা আমার, সত্য সত্য তিনবার,
ব্রাহ্মণ হইব সুনিশ্চয়।
এত বলি বিশ্বামিত্র, নিজ রাজ্যে পাত্রমিত্র,
বিদায় করিল সমুদয়॥
রাজবেশ পরিহরি, তপস্বীর বেশ ধরি,
প্রবেশ করিল তপোবনে।
বহু যুগ অনিবার, করি ব্রহ্মচর্য্যাচার,
ঐকান্তিক ব্রহ্মার সাধনে॥

পয়ার।

প্রথমতঃ করয়ে ব্রহ্মার উপাসনা।
তাঁহা হৈতে পরিপূর্ণ না হয় কামনা॥
ব্রহ্মার আদেশে করে বিষ্ণুর সাধন।
বিষ্ণু হৈতে ব্রাহ্মণত্ব না পান রাজন॥
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বদেব আরাধনা করে।
ব্রাহ্মণত্ব নাহি হয় ক্ষত্র কলেবরে॥
দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশ পেয়ে।
শিবের সাধন মুনি করে মন দিয়ে॥
আশুতোষ মহাদেব দয়ার সাগর।
দর্শন দিলেন আসি মুনির গোচর॥
মহাদেবে দর্শন পাইয়া মুনিবর।
প্রণাম করিয়া স্তব করে বহুতর॥
দেবের দেবতা মহাদেব দয়াময়।
ব্রাহ্মণত্ব দেহ মোরে হইয়া সদয়।

বিশ্বামিত্র স্তবে তুষ্ট হইয়া মহেশ।
মুনিকে কহেন ব্রহ্ম জ্ঞান উপদেশ॥
ব্রহ্মজ্ঞান বিনা ব্রাহ্মণত্ব নাহি হয়।
ব্রহ্মময়ী মহা বিদ্যা কালিকা নিশ্চয়॥
তাঁর একাক্ষরী মন্ত্র কালী বীজ নাম।
যে ভজে তাহার পূর্ণ হয় মনস্কাম॥
সেই বিদ্যা সাধন করহ মুনিবর।
সে ফলেতে ব্রাহ্মণত্ব পাইবে সত্বর॥
ইত্যাদি বলিয়া শিব হন অন্তর্ধ্যান।
বিশ্বামিত্র করিল সাধন অনুষ্ঠান॥
একান্ত পরম ভক্তি সহিত যতন।
কুলাচার বিধানেতে সাধেন রাজন॥
তপে তুষ্ট জগদম্বা করাল বদনী।
রুদ্র সহ আসি দেখা দিলেন আপনি॥
প্রসন্না বদনে দেবী বলেন তখন।
যে বর বাসনা তব মাগহ রাজন॥
সেই বর দিব আমি নাহিক সংশয়।
অন্যথা নাহিক হবে কহিনু নিশ্চয়॥
শুনি বিশ্বামিত্র মুনি হরিষ অন্তর।
আত্ম নিবেদন করে হইয়া কাতর॥
ব্রহ্মাদি সকল দেব করি আরাধনা।
ব্রাহ্মণত্ব চাহি মাত্র এই সে কামনা॥
কোন দেব হইতে কাম পূর্ণ নাহি হয়।
বিপ্রত্ব দেহিমে মাতা হইয়া সদয়॥
রাজার প্রার্থনা শুনি করাল বদনী।
স্বামী প্রতি কটাক্ষ করেন সনাতনী।
হিতভাবে সঙ্কেতে বলেন বেদমাতা।
বুঝিয়া শঙ্কর সর্ব্বেশ্বর জগত্রাতা॥

হস্তদ্বয় প্রসারিয়া দিয়া আলিঙ্গন।
বিশ্বামিত্রে বিপ্রত্ব দিলেন ত্রিলোচন ॥
সেইক্ষণ হৈতে রাজা বিপ্রত্ব পাইল।
সর্ব্বশাস্ত্রে চারি বেদে অধিকারী হৈল ॥
একাক্ষরী কালী বিদ্যা সাধনের ফলে।
ব্রহ্মার সদৃশ সৃষ্টি করেন কৌশলে ॥
চতুর্ব্বর্গদাত্রী মাতা ব্রহ্ম স্বরূপিণী।
তৎপ্রসাদে বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি ॥
প্রার্থনার অধিক নাহিক দেন বর।
সেহেতু ব্রাহ্মণ নাহি হয় মুনিবর ॥
অতএব বামাচার সাধন প্রধান।
ভক্তিযোগে করিলে সে পায় ব্রহ্মজ্ঞান ॥
আদ্যাশক্তি মহাকালী দেবের জননী।
পালনকারিণী বিশ্ব নির্ব্বাণ দায়িনী ॥
জলেতে বুদ্বুদাকারে ডিম্ববৎ হয়।
পুনরায় সেই ডিম্ব জলে হয় লয় ॥
সেইরূপ ব্রহ্মাবিষ্ণু শিব আদি যত।
কালীর উদরে সর্ব্বে জন্মে প্রথমত ॥
মহাপ্রলয়ের কালে কালীর দেহেতে।
পুনর্লয় হবে কন নির্ব্বাণ তন্ত্রেতে ॥
শক্তি ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাহি হয়।
আদ্যাশক্তি মহাকালী জানিবে নিশ্চয় ॥
কালিকার তিন গুণে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
কালি অংশে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব জীব ॥
দক্ষিণান্ত কৈলে যথা কর্ম্মসিদ্ধি হয়।
জন্ম দক্ষিণান্ত কালী সাধনে নিশ্চয় ॥
কর্ম্মফল ভোগ জন্য যত দেহধারী।
দক্ষিণা সাধন হীন যতেক সংসারী ॥

দক্ষিণা সাধন কৈলে কর্ম্ম সিদ্ধি হয়।
কর্ম্ম নাশে জন্ম নাশ কি আর সংশয়॥
অতএব জন্ম নাশে দক্ষিণা কারণ।
দক্ষিণা-কালিকা নাম কন পঞ্চানন॥
সদ্য গুরুর নিকটেতে শুনি উপদেশ।
দ্বিজ চন্দ্রনাথ বিরচিল সবিশেষ॥

---

তন্ত্র সকল শিব উক্তি বলার হেতু।

(২৪শ প্রশ্ন। তন্ত্রকারেরা স্ব স্ব নাম গোপনপূর্ব্বক শিব উক্তি বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্র সকল প্রচার করায় যখন তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ কপটতা প্রকাশ পাইতেছে তখন তাঁহারাই যে নিজে নিজে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তাহাই বা কিরূপে জানা যাইতে পারে?

২৪শ উত্তর। মূঢ়লোকেরা যাদৃশ ঈশ্বরের বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তাদৃশ মানব বচনে প্রত্যয় করে না, এই জন্য সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রই ঈশ্বরোক্তি বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ইহা বাইবেল এবং কোরাণ দৃষ্টেও জানিতে পারা যায়, অতএব ঐ প্রবৃত্তিজনক কৌশল হিতকারী বলিয়া নিন্দনীয় নহে। বস্তুতঃ শাস্ত্র সকল মনুষ্যের মুখ হইতে নির্গত হইলেও তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর ব্যতীত ঐ মনুষ্য নহে, কেন না কোনও বস্তুর উৎপাদনে মনুষ্যের ক্ষমতা কিছু মাত্র নাই। কেবল মনুষ্যের বুদ্ধি বলেই সমস্ত প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বুদ্ধির অধিষ্টাতা অর্থাৎ নিয়ন্তা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নহে অতএব এমন কোন শাস্ত্রই নাই যে তাহা ঈশ্বর প্রণীত বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ সিদ্ধ-পুরুষেরাই শিব সজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন, যেহেতু মুণ্ডমালা তন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে লিখিত হইয়াছে। যথা

জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ॥

অস্যার্থ। জীবই শিব, শিবই দেবতা, এবং সেই যে জীব তিনিই কেবল অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত শিব, কেবল পাশবদ্ধ হেতু জীব, পাশমুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন।

তথাহি তৃতীয় পটলে।

তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবে তু তণ্ডুলঃ।
কর্ম্মবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মঃ মুক্ত সদা শিবঃ॥

অস্যার্থ। যেমন তুষাচ্ছাদিত যে শস্য তাহারই নাম ব্রীহি এবং তুষ রহিত হইলেই সেই শস্য তণ্ডুল আখ্যা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মপাশ দ্বারা বদ্ধ হেতু জীবসজ্ঞা, এবং তাহা হইতে মুক্ত হইলেই সদাশিব নাম হয়। শিবের কটাক্ষপাতে কন্দর্পের দেহ ভস্ম হওনের যে ইতিহাস আছে তাহারও হেতু ঐ, কেন না কাম দমন না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না, তন্নিমিত্ত যোগী গণকেই জীতেন্দ্রিয় গুণে কাম বিনাশক বলা যায়। অতএব সিদ্ধ-পুরুষেরা যখন ঋপুজয় এবং অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা শিবনামে বিখ্যাত হওয়াতে কিছুমাত্র দোষারোপ করা যাইতে পারে না।

অষ্ট পাশের অর্থ।

২৫শ প্রশ্ন। অষ্টপাশ কাহাকে বলা যায়?

২৫শ উত্তর। কুলার্ণব তন্ত্রে পঞ্চম খণ্ডে। যথা

ঘৃণা লজ্জা ভয়ংশোকো জুগুপ্সা চেতি পমঞ্চী।
কুলং শীলং তথা জাতি রষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

অস্যার্থ। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা, কুল, শীল, জাতি এই অষ্ট প্রকারকে পাশ সজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। কুল, শীল, জাতি শব্দে কুলের, শীলের এবং জাতির অভি-মান অভিপ্রেত হইয়াছে। পাশ শব্দে রজ্জু, অর্থাৎ

(যদ্দ্বারা বন্ধন হয়) সর্ব্বসাধারণ লোকের অবাঞ্ছিত যে বন্ধন, এবং সুদুর্লভ যে মুক্তি, তাহার প্রকৃত ভাবার্থই উক্ত অষ্টপাশে বদ্ধ থাকার নাম বন্ধন, আর তাহা হইতে মুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি, ইহা ব্যতীত বদ্ধ এবং মুক্তির অন্য কোন প্রকার নাই। অতএব মুক্ত পুরুষেরাই শিব সংজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তান্ত্রিক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আর পরমেশ্বরের মায়ারূপা যে শক্তি তিনিই পার্ব্বতী নামে বাচ্য হইয়াছেন, তদ্ব্যতীত বক্তা ও শ্রোত্রী যে হরপার্ব্বতী তাঁহারা দেবদেবীরূপ দম্পতী নহেন। তবে যে ঐ পার্ব্বতীর উপাসনা করিবার উপদেশ আছে, তাহার কারণ এই যে, পরমেশ্বর হইতে তাঁহার শক্তি পৃথক নহে, যথা অগ্নির যে দাহিকা শক্তি তাহা অগ্নি হইতে কদাচ ভিন্ন জ্ঞান করা যায় না, সুতরাং মায়ার উপাসনায় পরম পুরুষের উপাসনা সিদ্ধ হয়।

ভাবস্য আবশ্যকত্বং।

২৬শ প্রশ্ন। কুলাচার সাধনে ভাবাশ্রয় করণের যে বিধি হইয়াছে, তাহার কারণ কি?

২৬শ উত্তর। কুলাচার সাধনে ভাবাশ্রয় করণ অত্যাবশ্যক, যে হেতু ভাবাশ্রয় ব্যতীত কোন কার্য্যই সফল নহে; বিশেষতঃ নানা প্রকার বিঘ্ন সম্ভবে। ইহার কএকটী প্রমাণ দর্শাইতেছি, শ্রবণ করুন।

---

যথা। ভাবচূড়ামনৌ দেব্যুবাচ।

সর্ব্ব তন্ত্রেষু বিদ্যাষু ভাবসঙ্কেতমেব হি।
তথাপি শক্তিতন্ত্রেষু বিশেষাৎ সর্ব্বসিদ্ধিদং॥
ভাবস্তু ত্রিবিধ দেব দিব্যবীর পশুক্রমাৎ।
আদ্যভাব মহাদেব শ্রেয়ণে সর্ব্বসমৃদ্ধিদঃ॥

দ্বিতীয়ো মধ্যমশ্চৈব তৃতীয়ঃ সর্ব্বনিন্দিতঃ।
বহুজপাৎ তথা ক্লেশাৎ কায়ক্লেশাদি বিস্তরৈঃ॥
ন ভাবেন বিনা দেব মন্ত্রতন্ত্রফলপ্রদা।
কি জিতেন্দ্রিয়ভাবেণ কিং কুলাচারকর্ম্মণা॥
যদি ভাববিশুদ্ধাত্মা ন স্যাৎ কুলপয়ারণঃ।
ভাবেন লভতে মুক্তিং ভাবেন কুলসাধনং॥
ভাবেন কুলবৃদ্ধিঃস্যাৎ ভাবেন কুলশোধনং।
কিং ন্যাসবিস্তারেণৈব কিং ভূতশুদ্ধিবিস্তরৈ॥
কিং তথা পূজনেনৈব যদি ভাবো ন জায়তে।
কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা মন্ত্রো বা কেন জপ্যতে॥
ফলাভাবশ্চ দেবেশ ভবোভাবাৎ প্রজায়তে।

অস্যার্থ।—পয়ার।

শিবের সাক্ষাতে দেবী কহেন কৌতুকে।
ভাবাশ্রয় করিবেক যেহেতু সাধকে॥
সর্ব্ব তন্ত্রে সর্ব্ব বিদ্যা সাধনে সর্ব্বদা।
বিশেষতঃ শক্তি তন্ত্রে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা॥
দিব্য বীর পশু এই তিন ভাব হয়।
আদ্য ভাব দিব্য শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয়॥
দ্বিতীয় মধ্যম ভাব বীরের বিহিত।
তৃতীয় সে পশুভাব সর্ব্বথা নিন্দিত॥
বহু জপ তপঃ কায় ক্লেশাদি সকল।
বিনা ভাবে মন্ত্র তন্ত্র সকলি বিফল॥
জিতেন্দ্রিয় কুলাচারী হয় যেই জন।
তন্ত্রমতে করে যদি ভজন সাধন॥
বহুকাল বহুবিধ বিদ্যা উপাসনা।
ভূতশুদ্ধিঃ ন্যাস জান তপো জপ নানা॥
যে কর্ম্ম করিবে তাহা সিদ্ধি না হইবে।
ভাবাভাবে ফলাভাব নিশ্চিত জানিবে॥

যথা।—উড্ডিষে কালিকোবাচ।

দিব্যভাবং বিনা পুত্র মৎপাদাম্ভোজদর্শনং।
য ইচ্ছন্তি মহাদেব সমূঢ়ঃ সাধকঃ কথং॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

উড্ডিষ নিগমে দেবী শিবের সাক্ষাতে।
স্বরূপ বলেন যাহা শুন সংক্ষেপেতে॥
দিব্য ভাব বিনা কালী চরণ দর্শন।
ইচ্ছা করে যে সাধক অধম সে জন॥

---

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শিবোবাচ।

জন্মাবধি পশুভাবং বর্ষষোড়ষকাবধিং।
ততস্তু বীরভাবঞ্চ যাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ।
দ্বিতীয়াংশে বীরভাব স্তৃতীয়ে দিব্যভাবকঃ।
এবং ভাবত্রয়েণৈব ভাবমৈক্যং যদাশিবে॥
ঐক্যজ্ঞানাৎ কুলাচারো যেন দেবময়ো ভবেৎ।

অস্যার্থ।—পয়ার।

জন্মাবধি ষোড়ষ বৎসর পশু ভাব।
বাল্যক্রীড়া সাবিত্রী সাধন বিদ্যা লাভ॥
সপ্তদশ বর্ষাবধি পঞ্চাশ যাবৎ।
বীরভাব সাধকের শরীর তাবৎ॥
পঞ্চাশাব্দ অতীত হইলে সেই বীর।
দিব্য ভাবাশ্রিত হয় নিষ্কাম শরীর॥
পশুভাব অন্ত হৈলে বীরের উদয়।
বীরভাবগতে দিব্য ভাব সুনিশ্চয়॥
তিন ভাব একত্র কদাচ নাহি হয়।
ঐক্য জ্ঞান কুলাচার স্বয়ং দেবময়॥

এতদ্বিধায়ে ভাবাশ্রয় করণ অত্যাবশ্যক, অতএব সেই ত্রিবিধ ভাবের লক্ষণ এবং আচার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

---

দিব্য ভাব লক্ষণং।

যথা।—কামাখ্যা তন্ত্রে দেবী প্রতি শিববাক্য।

শৃণু কামকলৈকান্তে যৎ পৃষ্ঠাৎ তত্ত্বমুত্তমং।
দিব্য সর্ব্ব মনোহারী মিতবাদী স্থিরাসনঃ॥
গুরু পাদাম্বুজে ভীরুঃ সর্ব্বত্র ভয়বর্জ্জিতঃ।
গভীর শিষ্ট বক্তা চ সতবধানকঃ সুধীঃ।
সর্ব্ব দর্শি সর্ব্ববক্তা সর্ব্ব দুষ্ট নিবারকঃ॥
সর্ব্বগুণান্বিতো দিব্যঃ সোহহং কিং বহুবাক্যতঃ॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

কামাখ্যা তন্ত্রেতে শিব দেবীর সাক্ষাতে।
প্রেমভাবে সম্বোধিয়া কন বিনয়েতে॥
শুন কাম কলৈকান্তে দিব্যের লক্ষণ।
যে ভাব আশ্রয়ে হয় জন্ম নিবারণ॥
সর্ব্ব মনোহারী হয় পরিমিত কথা।
স্থিরাসনে থাকে সদা গভীর সর্ব্বথা॥
শিষ্টবাদী সতাবধানক সুপণ্ডিত।
গুরুপাদ পঙ্কজেতে ভক্তি অবিরত॥
নির্ভয় সর্ব্বত্র গতি সর্ব্বদর্শী হয়।
সর্ব্ববক্তা সর্ব্বজ্ঞ সকলগুণময়॥
সর্ব্ব দুষ্ট নিবারণে সক্ষম সে জন।
স্বয়ং দেব তুল্য দিব্য স্বরূপ বচন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য ভজন পূজন।
কিছু নাহি কর্ম্মাতীত প্রাচীন লক্ষণ॥

স্বেষ্ট দেবময় বিশ্ব করে দরশন।
এক ভিন্ন দুই নাহি মানে কদাচন॥
শক্তিময় জগৎ সর্ব্ব পুরুষ সে শিব।
সর্ব্ব ব্রহ্মময় বিশ্বে যত আছে জীব॥
আপনিও সেই দেবতার দেহধারী।
অভেদ জ্ঞানেতে মগ্ন দিব্য ভাবাচারী॥

---

বীরভাব লক্ষণং।

নির্ভয়ো ভয়দো বীরো গুরুভক্তিপরায়ণঃ।
বাচালো বলবান্ সুদ্ধঃ পঞ্চতত্ত্বে সদা রতিঃ॥
মহোৎসাহোমহাবুদ্ধি র্মহাসাহাসিকাঽপিচ।
মহাশয়ঃ সদাদেবি সাধূনাং পালনে রতিঃ॥
তমোময়ঃ সদা বীরো বিলাসী চ মহৎ সুখং।
এবং বহুগুণৈর্যুক্তো বীররুদ্রসমঃ প্রিয়ে॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

বীরের লক্ষণ যাহা উক্ত তন্ত্রে উক্ত।
পয়ার প্রবন্ধে তাহা করিতেছি ব্যক্ত॥
নির্ভয় শরীর সদা স্বয়ং ভয়দাতা।
গুরুভক্তি পরায়ণ মুখে গুরুগীতা॥
বলবান্ বাচাল নির্ম্মল সদামতি।
ধর্ম্ম কর্ম্মে মহোৎসাহ পঞ্চ তত্ত্বে রতি।
মহাবুদ্ধিমান্ মহাসাহসী সে হয়।
সাধু পালনেতে রত মহৎ আশয়॥
সর্ব্ব সুখ বিলাসী সে স্বয়ং তমোময়।
বহু গুণযুক্ত বীর রুদ্র তুল্য হয়।

---

## সম্মোহনতন্ত্রে শিব উবাচ।

অথ বা দিব্যবদ্বীরো গৃহস্থঃ সুখমেধতে।
সমশত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ॥
তুল্যনিন্দা স্তুতিঃ মৌনীঃ সান্তঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
সৌচাসৌচাব্যবহিতো মানিমান বহিষ্কৃতঃ॥
তাম্বুলচর্ব্বণরত কুলপূজা সমন্বিতঃ।
কর্ম্মিষ্ঠঃ সর্ব্বদা কর্ম্মফল ত্যাগী বিশেষতঃ॥
দূতীযাগবিধানজ্ঞঃ সর্ব্বদা কুলতোষকঃ।
সর্ব্বভুতহীতে যুক্তঃ সর্ব্বপ্রাণী দয়ারতঃ॥
সর্ব্বদানন্দহৃদয়ো হৃষ্টস্তুষ্টশ্চ সর্ব্বদা।
হিতৈষি ভুতসংঘানাং দেবতাগতমানসঃ॥
ভবেদ্ব্রহ্মানুসন্ধায়ী মিতভাসী মিতাশনঃ।
লিপ্যতে ন সপাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

সম্মোহন তন্ত্রে শিব কার্ত্তিক সমীপে।
বীরের লক্ষণ যাহা বলেন সংক্ষেপে॥
দিব্যের সদৃশ বীর সদা আনন্দিত।
কিন্তু গৃহধর্ম্ম সুখে না হয় বিরত॥
শত্রু মিত্র সম ভাব মান অপমান।
স্তুতি নিন্দা মৌনী তুল্য বীর মতিমান্॥
শান্তমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ সঙ্গবিবর্জ্জিত।
সুচি বা অসুচি সম নহে ব্যবহিত॥
মানে মান্য মনে গণ্য না করে কখন।
কুলাচারে রত সদা তাম্বুল ভক্ষণ॥
কর্ম্মকাণ্ডে দক্ষ কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগী।
দূতী যাগাদি কর্ম্মেতে হয় অনুরাগী॥

সর্ব্বভূত হিতে রত দয়ার সাগর।
আনন্দ অর্ণবে বীর ভাসে নিরন্তর॥
হৃষ্ট তুষ্ট সদা ইষ্টদেবগত মন।
ব্রহ্ম নিরূপণে চেষ্টাবান্ সযতন॥
পাপে নাহি লিপ্ত হয় বীরের শরীর।
নির্লিপ্ত যেমন পদ্ম-পত্রস্থিত নীর॥

---

পশুভাব লক্ষণং।

যথা কামাখ্যা তন্ত্রে ঈশ্বর উবাচ।

পশূন্ শৃণু বরারোহে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতান্।
অধমান পাপচিত্তাশ্চ পঞ্চতত্ত্ব বিনিন্দুকান্॥
কেচিচ্ছাগোপমা দেবী কেচিন্মেষোপমা ভুবি।
কেচিৎ খরোপমা ভ্রষ্টা কেচিচ্চ শূকরোপমাঃ॥
ইত্যাদিপশবো দেবী জ্ঞেয়া ভ্রষ্টা নরাধমাঃ।
এষাং দেবার্চ্চনাসিদ্ধিগণনং বা কুতো ভবেৎ॥
অতো হি পশবশ্ছেদ্যাঃ ভেদ্যাঃ খাদ্যাশ্চ বীরকৈঃ।
বর্জ্জিতাঃ সর্ব্বথা ভদ্রে পরমার্থবহিষ্কৃতঃ॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

কামাখ্যা তন্ত্রেতে শিব দেবী প্রতি কন।
যেমত প্রকার পশু ভাবের লক্ষণ॥
পশু ভাবাশ্রিত নর ধর্ম্মের বাহির।
পাপচিত্ত নরাধম পতিত শরীর॥
দেবের দুর্লভ যেই পঞ্চতত্ত্ব হয়।
তাহা নিন্দা করে তেই পশু নাম কয়॥
কেহ বা ছাগের তুল্য কেহ বা শূকর।
কেহ বা গর্দ্দভ কেহ মেষ কলেবর॥

ইত্যাদি পশুর ন্যায় সকল আচার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম আহার বিচার ॥
দেবতার পূজাতে নাহিক অধিকার।
পরমার্থবহিষ্কৃত না হয় নিস্তার ॥
অতএব পশুচ্ছেদ ভেদাদি করিয়া।
সর্ব্বদা খাইবে বীর আনন্দিত হইয়া ॥

---

তথা দেব্যুবাচ।

কিঞ্চিত্তৎ কথিতং নাথ সন্দেহপ্রবলীকৃতঃ।
ক্ষত্রো হি পশুভাবশ্চ গদিতোযং স্বয়ং সদা ॥
দেবতা নৈব জানাতি তস্মাৎ সমর্পিতং নহি।
ভুঙ্ক্ষ ভুঙ্ক্ষাশু সন্দেহ করুণাসাগর প্রভো ॥
সূর্য্যো যথা সদা হন্তিচান্ধকারাগমানপি।

অস্যার্থ।—পয়ার।

শুনিয়া শিবের কথা বলেন পার্ব্বতী।
সন্দেহ প্রবল হৈল শুন পশুপতি ॥
পূর্ব্বে বলিয়াছ তুমি পশুর আচার।
এবে বল কোন ধর্ম্মে নাহি অধিকার ॥
দেবতা পূজা চিন্তনে অধিকার নাই।
সন্দেহ বিনাশ কর বলিয়া গোঁসাই ॥
সূর্য্যের উদয়ে যথা যায় অন্ধকার ॥
সেরূপ সন্দেহ নাশ করহ আমার।

---

তথা ঈশ্বর উবাচ।

ভদ্রযুক্তং ত্বয়াতভদ্রে ভদ্রস্তু শৃণুবিস্তরং।
যদুক্তং পশুভাবেহি কলোকস্তত্ত্বপালকঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বং ন গৃহ্লাতি তত্র নিন্দাং করোতি নঃ।
শিবেন গদিতং যদ্যত্তৎ সত্যমিতি ভাবয়েৎ॥
নিন্দাস্তুরাবয়োর্লোকা নিন্দাস্থু ভয়বিহ্বলঃ।
নিন্দায়াং পাতকং বেত্তি পশবঃ সপ্রকৃর্ত্তিতঃ॥
তদাচারবদাম্যাস্ত শৃণু সংশয়নাশনং।
হবিষং ভক্ষয়েন্নিত্যং তাম্বুলং ন স্পৃশেদপি॥
ঋতুস্নাতা বিনা নারীং কামভাবেন সংস্পৃশেৎ।
পরস্ত্রীন্তং কামভাবাত্তু দৃষ্ট্বা স্বর্ণং সমুৎসৃজেৎ॥
সংত্যজেন্মৎস্যমাংসানি পশুরেব সুনিশ্চিতঃ।
গন্ধমাল্যানি বস্ত্রানি দানানি প্রভজেদপি॥
দেবালয়ে সদা তিষ্ঠেদাহারার্থং গৃহং ব্রজেৎ।
কন্যাপুত্রাদি বাৎসল্যং কুর্য্যান্নিত্যং সমাকুলঃ॥
ঐশ্বর্য্যং প্রার্থয়েন্নৈব যদস্তি তত্তু ন ত্যজেৎ।
সদা দান সমাকুর্য্যাৎ যদিশ্যন্তি ধনানিচ॥
কার্পণ্যং নৈষ কর্ত্তব্যং যদি ছেদাত্মনোহিতং।
সেবনং পরমং কুর্য্যাৎ পিত্রোর্নিত্যং সমাহিতঃ॥
পরনিন্দাঃ পরদ্রোহানহঙ্কারাদিকান্ ক্ষিপেৎ।
বিশেষেণ মহেশানি ক্রোধং সংবর্জ্জয়েদপি॥
কদাচিদ্দীক্ষয়েদৈব পশূংশ্চ পরমেশ্বরি।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্যথা বচনং মম॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

দেবীর প্রার্থনা মতে বলেন শঙ্কর।
পশুভাবে ভদ্রযুক্ত হয় যাতে নর॥
কলিযুগে পঞ্চ তত্ত্ব পালন নিশ্চিত।
যে না পালে নিন্দা না করিবে কদাচিৎ॥
শিববাক্য সত্যজ্ঞানে করিবেক কর্ম্ম।
শিববাক্য মিথ্যা জ্ঞানে পরম অধর্ম্ম॥

মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা পরস্ত্রীগমন।
ভ্রান্তিক্রমে নিন্দা না করিবে কদাচিৎ॥
মোহক্রমে পাপীলোক যদি নিন্দা করে।
জীবত্বে পশুর সম নরক অন্তরে॥
পশুর আচার শুন সংশয়নাশন।
তাম্বুল অস্পৃহ সদা হবিষ্য ভোক্ষণ॥
ঋতুস্নাতা বিনা নারী স্পর্শ না করিবে।
সঙ্গম করিলে মাত্র পতিত হইবে॥
পরনারী দৃষ্টি যদি করে কামভাবে।
স্বর্ণদান প্রায়শ্চিত্তে পাপ নষ্ট হবে॥
মৎস্য মাংস মুদ্রা মাদকাদি দ্রব্য যত।
পশুর অগ্রাহ্য সব বেদবিধিমত॥
গন্ধপুষ্প মাল্য বস্ত্র দিব্য আভরণ।
দেবতারে যাহা কিছু করিবে অর্পণ॥
কদাচিৎ তাহা নাহি গ্রহণ করিবে।
গ্রহণে দত্তাপহারী পাতকী হইবে॥
দেবালয়ে সদা কাল করিবেক বাস।
আহারার্থ আসিবেক আপন আবাস॥
কন্যা পুত্রাদি বাৎসল্য করিবে অজ্ঞানে।
ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা নাহি করিবেক মনে॥
সদা দান করিবেক যদি থাকে ধন।
কৃপণতা কৈলে হবে নরকে গমন॥
পিতৃ মাতৃ সেবা নিত্য করিবে যতনে।
পরনিন্দা দ্রোহ অহঙ্কারাদি বর্জ্জনে॥
ক্রোধ করিবেক ত্যাগ বিশেষ রূপেতে।
কদাচিৎ দীক্ষিত না হবে তন্ত্রমতে॥
মোহেতে অজ্ঞানে যদি মন্ত্র দান করে।
মহাদেবী শাপ দেন মন্ত্রদাতা পরে॥

সেবকের কদাচিৎ সিদ্ধি নাহি হয়।
মোক্ষ নাহি সাধকের কামাখ্যাতে কয়॥
সত্য সত্য সত্য ইহা কহিলাম সার।
পশুভাব সাধকের নাহিক নিস্তার॥

উপদেশ কথনং।

স গুরু নিকটে দীক্ষা হইবে যত্নেতে।
করিবে ইষ্ট সাধন কুলাচারমতে॥
দিব্যভাব হবে কিম্বা হবে বীরভাব।
উত্তম পরম ধর্ম্ম দেবতা স্বভাব॥
দিব্যভাবে অসাধ্য সাধয়ে অনায়াসে।
বীরভাবে সিদ্ধি হয় বহু কায়ক্লেশে॥
পশুভাবে শত কল্প সাধনা করিলে।
কদাচিৎ সিদ্ধি নাই নরকে মরিলে॥
পর্ব্বত লঙ্ঘনে পঙ্গু অশক্ত যেমন।
দেবতা সাধনে পশু জানিবে তেমন॥

---

অনভিষিক্তের সুরাপান নিষেধ।

২৭শ প্রশ্ন। বহুতর শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের সুরাপান প্রতি অতিশয় নিষিদ্ধ আছে,কিন্তু এক্ষণে তদ্বিপরীত উক্তি শ্রবণ করিয়া সম্পুর্ণ সংশয় উপস্থিত হইল, অতএব ইহার মুল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হউক।

২৭শ উত্তর। সত্য বটে সর্ব্ব শাস্ত্রেই সুরাপান মহাপাতকের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, কিন্তু সে নিষেধ পশ্বাচারী এবং অনভিষিক্ত ব্রাহ্মণের প্রতি, অর্থাৎ বামাচার মতে যাহারা অভিষিক্ত হইবে তাহাদিগের নিমিত্ত তদ্বিপরীত বিধি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ভাবাশ্রয়ের বিধি বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে দিব্য ও বীর এই দুই ভাব শুদ্ধ আগ-

যোক্ত অভিষেক দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, অতএব সেই অভিষিক্ত ভাবাশ্রিত সাধক ব্যতীত অন্যের সুরা দান এবং পানে অধিকার নাই। তাহার কয়েকটী প্রমাণ দর্শাইতেছি শ্রবণ কর।

যথা—কালীকুল সম্ভাব।

অভিষেকং বিনা বিপ্র সুরাপানং যদাচরেৎ।
স মহাপাতকী তস্মাৎ ন স্পৃশ্যেত্তু কদাচন॥

অস্যার্থ। অভিষেক বিহীন বিপ্র কদাচ মদ্য স্পর্শ করিবে না এবং পান করিলে মহাপাতকী হইবেক।

নিগম কল্পদ্রুমে।

অভিষেকং বিনা নৈব ব্রাহ্মণো প্রপিবেৎ সুরাং।
ন পিবেন্মাদকং দ্রব্যং ন মাংসঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ।
অভিষেকং কৃতে বিপ্রে সুরাপানং বিধীয়তে।
পূর্ণাভিষেকী সন্ন্যাসী সুরাং দদ্যাৎ যুগে যুগে।
বিজয়া রত্নকল্পঞ্চ সুরাভাবে নিবেদয়েৎ।
অভিষেকং বিনা দেবি মহাবিদ্যাং ভজেত্তু যঃ।
তাবৎ কালং বসেদ্ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।

অস্যার্থ। অনভিষিক্ত বিপ্র সুরা পান কিম্বা সামিষ ভক্ষণ অথবা মাদক দ্রব্যাদি সেবন করিবে না, অভিষিক্ত বিপ্রের প্রতি সুরা দান এবং পান বিধেয়, আর পূর্ণাভিষেকী সন্ন্যাসী চারি যুগেই সুরা দান এবং পান করিতে পারে, অধিকন্তু সুরাভাবে বিজয়ানুকল্প দ্বারা ইষ্ট পূজা করিবেক অর্থাৎ তত্ত্ব বিহীন পূজা নিষেধ। হে দেবি! অভিষেক ব্যতীত যদি মহাবিদ্যার পূজা করে তবে যাবৎকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, তাবৎকাল সে ব্যক্তি ঘোর নরকে বাস করিবেক।

তথা আচারসার তন্ত্রে।

সুত্রামন্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণোঽপি সুরাং পিবেৎ।
অন্যত্র কামতঃ পীত্বা প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ॥

অস্যার্থ। কুল পূজার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরা পান বিধি হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অন্য সময়ে ইচ্ছুক হইয়া সুরা পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত ভাজন অর্থাৎ পতিত হইবে।

তথা কুব্জিকা তন্ত্রে।

পূজা কালং বিনান্যত্র ন ময়া পরিকির্ত্তিতং।
অন্যত্র কামতঃ পীত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥
মৎস্য মাংস সুরাদানং পদার্থানাং বিশেষতঃ।
পূজাকালং বিনান্যত্র ন ময়া পরিকীর্ত্তিতং॥

অস্যার্থ। পূজাকাল অর্থাৎ কুলপুজা ব্যতীত অন্য সময়ে, অর্থাৎ স্পৃহাবশতঃ পঞ্চতত্ত্ব সেবন করিতে নিষেধ, করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক।

সময়াতন্ত্রেঽপি।

পূজাকালং বিনা নৈব সুরা পেয়া দ্বিজোত্তমৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যাৎ হীয়তে স্পৃষ্ট্বা পীত্বাতু নরকং ব্রজেৎ॥
পূজাকালং বিনা স্বার্থং যো বৈ পিবতি দুর্ম্মতিঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ একবিংশতিভিঃ কুলৈঃ॥

অস্যার্থ। যে দ্বিজ কুলপূজা ব্যতীত স্বার্থপর হইয়া অর্থাৎ স্বীয় সুখাভিলাষ প্রযুক্ত মদ্যাদি পান করে, সে একবিংশতি কুল সহ ঘোর নরকে বাস করিবেক, এবং ইচ্ছাক্রমে মদ্য স্পর্শ করণ মাত্রেই অব্রাহ্মণত্ব হইবে।

তথা আগম কল্পদ্রুমে।

ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্ত্বা যথাবিধি বিধানতঃ।
নিষেধবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যশ্চরেৎ সতুপাতকী॥
যেনৈব নরকং যাতি তেনৈব মুক্তিসাধনং।
তস্মাৎ সোঽবহিতো নিত্যং কুলকর্ম্ম সমাচরেৎ॥

অস্যার্থ। বিধিপূর্ব্বক সুরাদি দান এবং পান করিলে মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়, এবং অবিধি কর্ম্ম করিলেই পাতকী হইতে হয় অর্থাৎ যাহাতে নরক, তাহাতেই মুক্তি, কেবল নিঃশেষ বিধির অনুসারে ফলোৎপত্তির তারতম্য, অতএব নিষিদ্ধ কর্ম্মে নিবৃত্ত হইয়া বিধিমত কর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। এ স্থলে আর একটী প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক বোধ বলিতেছি।

যথা কালীকুল সর্ব্বস্বে।

পঞ্চব্রহ্মঋচা পঞ্চ দ্রব্যাণাং পরিশোধনং।
অজ্ঞাত্বা যশ্চরেৎ কর্ম্ম সা মহাপাতকী ভবেৎ॥

তথা সময়তন্ত্রাদৌ।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং তথা মুদ্রাদিকানি চ।
সংশোধনং বিনা দত্ত্বা ভুক্ত্বা তু নরকং ব্রজেৎ॥

অস্যার্থ। পঞ্চ ব্রহ্ম ঋচা অর্থাৎ বেদমন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধনপূর্ব্বক দেবতাকে নিবেদন করত পশ্চাৎ প্রসাদমাত্র সেবন করিবে, তাহার অন্যথাচরণ করিলে মহাপাতকী হইবেক, অর্থাৎ অসংশোধিত দ্রব্যাদি দেবতাকে অর্পণ, অথবা স্বেচ্ছাচারে পান ভোজন করিলে নারকী হইবেক।

## শব সাধনাদির বিধি হওয়ার হেতু।

২৮শ প্রশ্ন। তান্ত্রিক উপাসনার প্রণালী যেরূপ আদেশ করিলেন, ইহাতে সকলেরই সুসাধ্য বোধ হই-তেছে, যেহেতু উত্তম স্থানে নির্জ্জন গৃহমধ্যে পঞ্চতত্ত্বাদি দ্বারা শক্তি পূজা করিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে, তবে শ্মশানাদি ভয়ানক স্থান, এবং দুষ্প্রাপ্য শবাদি আসন ও নর কপালাদি ঘৃণিত পাত্র লজ্জাকর দিগ্বসন, চিতা ভস্মাদি ভূষণ অস্থিমালা অভরণ, ইত্যাদি দুঃসাধ্য আচার ব্যবহার বিহিত হইবার কারণ কি ?

২৮শ উত্তর। হাঁ ঐরূপ সুসাধ্য সাধনাতে যদি চিত্তের একাগ্রতা হয়, তবে অবশ্যই ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মুক্তি পথের প্রতিবন্ধক যে অষ্টপাশ তাহা ছেদন করাই সাধনা কা-র্য্যের অগ্রগণ্য, অতএব তাহা অকারণে হওয়ার সম্ভা-বনাভাব, সেই নিমিত্ত ঘৃণা, লজ্জা, ভয় শোকাদি পাশা-ষ্টক ছেদনার্থে সেই সকল দুঃসাধ্য সাধনার উপদেশ হইয়াছে। অর্থাৎ ঘৃণা পরিত্যাগের কারণ কপলাদি পাত্রে পান ভোজন, লজ্জা পরিত্যাগের কারণ দিগ্বসন, ভয় ত্যাগের কারণ শবাদি আসন, শোক পরিত্যাগের কারণ শ্মশানেতে বাস, আর কুল, শীল, জাতি পরি-ত্যাগ জন্য চিতাভস্ম অস্থিমালাদি ধারণ ও যথেষ্টাচার ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে।

---

## চতুরাশ্রমের বিধি।

২৯শ প্রশ্ন। লোক সকল চতুরাশ্রমে অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রহ্মচারী, দণ্ডী বানপ্রস্থ ( যাহাকে সন্ন্যাসী বলা যায় ) এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত হওয়ার কারণ কি ?

২৯শ উত্তর। মুমুক্ষু মুক্তি অর্থাৎ ইচ্ছুকগণেরই প্রথমে চিত্তসুদ্ধি প্রয়োজন, তাহা একবারে প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য এ নিমিত্ত আশ্রমরূপ সোপান চতুষ্টয় রচিত হইয়া প্রত্যেকেই সাধনোপযুক্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা হিংসা বিনা গৃহস্থাশ্রম নির্ব্বাহ হওয়া দুঃসাধ্য, ঐ আশ্রমে পঞ্চ শুনায় (অর্থাৎ চুলা, শিল লোড়া, খেংরা, ঢেঁকি এবং জলের কলসী) দ্বারা প্রত্যহ যে সকল অপরিমিত জীব অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর ধ্বংস করিতে হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত ছাগাদি যে বড় বড় পশু তাহাও হনন করিবার প্রয়োজন আছে, নতুবা স্বজন প্রতিপালন এবং অমাত্যবর্গের মনোরঞ্জন দুষ্কর হয়, এ নিমিত্ত গৃহস্থের ঐ পঞ্চশুনাজনিত পাপ ক্ষয়ের জন্য অতিথি সেবা এবং দানাদির বিধান হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমে অতিথি সেবা ইত্যাদি করিবার অসাধ্যতা হেতু তদর্থে তপো-বিশেষের বিধি হইয়াছে। গৃহস্থের পক্ষে "বায়ব্যং শ্বেত-ছাগলমালভেত এবং অগ্নি শোমিয়ং পশুমানভেত" অর্থাৎ বায়ুদেবতার সম্বন্ধে শুক্লবর্ণ ছাগাল বধ কর্ত্তব্য, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বৈধ হিংসার বিধি হইয়াছে। অন্যান্য আশ্রমীর পশু বধের প্রয়োজনাভাব প্রযুক্ত "মা হিংস্যাৎ সর্ব্ব ভুতানি" (অর্থাৎ ভূত মাত্রেরই হিংসা করিবে না) ইত্যাদি শ্রুতি তাহাদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। গৃহস্থদিগকে দ্বার পরিগ্রহ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়া অপর আশ্রমে স্ত্রীসঙ্গমের নিষেধ হইয়াছে। বিশেষতঃ গৃহস্থাশ্রমে ত্বরায় এবং সর্ব্বতোভাবে চিত্তসুদ্ধি হওয়ার বহুতর প্রতিবন্ধক আছে, অতএব তদাশ্রম সাধ্য সাধনা সম্পন্ন হইবামাত্র আশ্রমান্তর অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সাধনার উন্নতি ভিন্ন প্রতিগতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার এক দৃষ্টান্ত দেখ, দণ্ডি-

দিগের পক্ষে তিন দিনের অতিরিক্ত কোন স্থানে বসতি, নিজে অগ্নি স্পর্শ, এবং এক দিনের ভিক্ষার্থে তিন বাটীর অধিক গমন,এবং তিন বারের অধিক নারায়ণ নামোচ্চারণ-রূপ ভিক্ষাসঙ্কেত করণের নিষেধ আছে,তাহার কারণ এই যে কেবল তদ্দ্বারা আসক্তি দূর করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব সাধনার উন্নত্যনুসারে আশ্রমান্তর গ্রহণ করণের নিতান্ত প্রয়োজন দৃষ্ট হয়।

## ব্রহ্মচর্য্য লক্ষণ।

৩০শ প্রশ্ন। ব্রহ্মচারীর লক্ষণ কিরূপ?

৩০শ উত্তর। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ, ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ে ১২শ শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই বলিতেছি, তদতিরিক্ত সর্ব্ব লক্ষণ এস্থলে বলা বাহুল্য।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলী প্রেক্ষণংগুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

অস্যার্থ। স্ত্রীলোকের স্মরণ ও কীর্ত্তন, তাহার সহিত ক্রীড়া, ও তাহাদিগের দর্শন এবং স্পর্শন, উহাদিগের সহিত নির্জ্জন স্থানে কথোপকথন, মানসিক মৈথুন, এবং ক্রিয়া নিষ্পত্তি অর্থাৎ কায়িক মৈথুন, এই অষ্ট প্রকার মৈথুন কথিত হইয়াছে, ইহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ এই সকল না করা ব্রহ্মচর্য্য শব্দে বাচ্য হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য এবং বানপ্রস্থ অথবা বেদোক্ত দণ্ডি ধর্ম্ম কলিযুগে অসাধ্য হেতু নিষিদ্ধ হইয়াছে, গৃহস্থ এবং উদাসীন অর্থাৎ কৌলাচারী সন্ন্যাসী এই দুই আশ্রম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রমাণ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

---

## গৃহস্থ আশ্রমের ধর্ম্ম।

৩১শ প্রশ্ন। গৃহস্থ আশ্রমের ধর্ম্ম কি প্রকার?

৩১শ উত্তর। যথা—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শিব উবাচ।

গার্হস্থ্যং প্রথমং ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং মনুজন্মনাং।
বিদ্যামুপর্জ্জয়েদ্বাল্যে ধনংদারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম্যানি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রভজেৎ সুধীঃ।
ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাদ্ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বিত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
ন মিথ্যাভাষণং নান্যৎ ন চাসাধ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ।
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতে।
সদা গৃহী নিষেবেত তদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।
তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি।
তবপ্রীতির্ভবেদ্দেবি পরং ব্রহ্ম প্রসীদতি।
বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনং।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথি সোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জিয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠাগতৈরপি।
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে সোদরান্তরং।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোসৌ পরত্র নারকীভবেৎ।

---

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে পার্ব্বতী প্রতি শিব উক্তি।

অস্যার্থ। মনুষ্য সকলের প্রথম ধর্ম্মই গৃহস্থ, তাহার নিয়ম এই যে, বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জ্জন, যৌবনকালে ধন উপার্জ্জন এবং দারপরিগ্রহ, প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্ম কর্ম্মাদি আর চতুর্থকালে কেবল ঈশ্বরের ভজনায় নিযুক্ত থাকি-

বেক, এবং গৃহীব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ পূর্ব্বক যে কিছু কর্ম্ম করিবেক, তাহা তাবৎ ব্রহ্মে অর্পণ কর্ত্তব্য, আর মিথ্যা বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিবে না, এবং অসাধ্য সাধনা করাও অকর্ত্তব্য, গৃহীব্যক্তি সর্ব্বদা দেবতা এবং অতিথি সেবাতে রত থাকিবে, আর পিতা মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা বিধায়ে তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে সেবা করিবেক, যেহেতু পিতা মাতার তুষ্টি জন্মাইলে তোমার প্রিয়পাত্র হইবেক, এবং তাহার প্রতি পরমব্রহ্ম প্রসন্ন হইবেন, ভ্রান্তিবশতঃ যদি বিদ্যাধনের মত্ততা প্রযুক্ত কেহ মাতা পিতাকে অবহেলা করে, তবে সেই গৃহী সর্ব্বধর্ম্ম-চ্যুত হইয়া ঘোর নরকে বাস করিবেক, আর গৃহস্থাশ্রমীর যদি কণ্ঠগত প্রাণও হয়, তথাচ মাতা পিতা দারা পুত্র এবং অতিথি সেবা না করিয়া কদাচ আহার করিবে না, যদি কেহ অজ্ঞানপ্রযুক্ত গুরু বা বন্ধুজনকে বঞ্চনা করিয়া স্বয়ং কোন বস্তু ভক্ষণ করে, তবে সেই ব্যক্তি ইহলোকে নিন্দনীয় এবং পরলোকে নারকী হইবেক।

তথাহি।

ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ কোঽপি মাতৃবৎপালয়েৎসদা।
ন ত্যজেদ্ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসাবিদ্বানন্যথা নারকী ভবেৎ।
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কৃতং তেন ভবতি প্রিয় এব সঃ॥

অস্যার্থ। গৃহীব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যাকে কদাচ তাড়না অর্থাৎ কটুবাক্য প্রয়োগ করিবে না, মাতৃতুল্য ভক্তিযোগে পালন করিবেক, যদি সমূহ বিপদাপন্ন কিম্বা ঘোরতর

কষ্টেও পতিত হয়, তথাপি সাধ্বী পতিব্রতা ভার্য্যাকে কদাচ পরিত্যাগ করিবে না, এবং স্বীয় ভার্য্যা সত্ত্বে অন্য নারী স্পর্শ করিবেক না, বিশেষতঃ পরনারীর প্রতি কামাসক্তি মনে চিন্তা করিলেও নরকগামী হইবেক, হে মহেশানি! যে নরের ভার্য্যা পতিব্রতা এবং প্রসন্না হয়, সেই গৃহী সর্ব্বধর্ম্মে কৃতকার্য্য এবং পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র হয়।

## সাধনার অর্থ।

৩২শ প্রশ্ন। সাধনা শব্দের অর্থ কি?

৩২শ উত্তর। দশ ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করার নাম সাধনা, তাহা চারি প্রকার, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক১, শম২, দম৩, মুমুক্ষুত্ব ৪, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকের অর্থ এই যে, ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সকল বস্তু অনিত্য, এই প্রকার বিবেচনা। ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ, অর্থাৎ যদ্রূপ ঐহিক মাল্য চন্দনাদি বিষয় ভোগ সকল অ-নিত্য, তদ্রূপ কর্ম্মজন্য পারত্রিক স্বর্গাদি বিষয় ভোগ সকলও অচিরস্থায়ী, অতএব তাহা হইতে সুতরাং নিবৃত্তি।১। শম শব্দের অর্থ এই যে, ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে অন্তরে-ন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। ২। দম শব্দের অর্থ এই যে, শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি। ৩। মুমুক্ষুত্ব শব্দে মোক্ষেচ্ছা। ৪।

জ্ঞানশাস্ত্রে এই চারিটী সাধনাচতুষ্টয় ব্যাখ্যাত হই-য়াছে। কিন্তু ঐ শমদমাদির অন্তর্গত আর চারিটী সাধন আছে, তাহা এই যে, উপরতি ১, তিতিক্ষা ২, সমাধান৩, শ্রদ্ধা ৪।

উপরতি অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান।১

তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি সহন।২।

সমাধান অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণাদিতে নিগৃহীত মনের একাগ্রতা। ৩।

শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরুবাক্য এবং বেদান্ত বচনে বিশ্বাস।৪।

এতদ্ভিন্ন অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসকেও এক প্রকার সাধনা বলা যাইতে পারে।

---

অষ্টাঙ্গযোগের অর্থ।

৩৩শ প্রশ্ন। অষ্টাঙ্গ যোগ কি প্রকার?

৩৩শ উত্তর। অষ্ট প্রকার যোগক্রমে অভ্যাস করিতে হয়, তাহার প্রত্যেকের নাম এবং লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

যম ১, নিয়ম ২, আসন ৩, প্রাণায়াম ৪, প্রত্যাহার৫, ধারণা ৬, ধ্যান ৭, সমাধি ৮। এই অষ্ট প্রকার যোগ।

যমের লক্ষণ।—অহিংসা, সত্য, আচার্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ। ১।

নিয়মের লক্ষণ।—শূচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন, ঈশ্বরেতে প্রণিধান।২।

আসনের লক্ষণ।—হস্তপদাদির সংস্থান, পদ্মাসন প্রভৃতি। ৩।

প্রাণায়ামের লক্ষণ।—রেচক পূরক কুম্ভক রূপ প্রাণ দমন করিবার উপায়। ৪।

প্রত্যাহারের লক্ষণ।—শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের নিবারণ করা।৫।

ধারণার লক্ষণ।—অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ।৬।

ধ্যানের লক্ষণ।—ঐ ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের বৃত্তি-প্রবাহ।৭।

সমাধির লক্ষণ।—সমাধি দুই প্রকার সবিকল্পক, এবং নির্ব্বিকল্পক, অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়,এই বিকল্প ত্রয় জ্ঞানসত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে সবিকল্প সমাধি বলা যায়, আর জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলা যায়।

ইহা আমার সকপোল কল্পিত বাক্য নহে, বেদান্তসারের ৭২।৭৩।৭৫।৭৬ পৃষ্ঠাতে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ভগবদ্গীতার ৬৪ পৃষ্ঠা হইতে ৯২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিস্তারিত ব্যক্ত আছে, তাহা সমুদয় লিখিতে গেলে পুস্তক ভারি হয় এজন্য স্থানে স্থানে মূলগ্রন্থে বরাত দেওয়া হইল।

---

## সাধন সম্পন্নতার লক্ষণ।

৩৪শ প্রশ্ন। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নতার লক্ষণ কি?

৩৪শ উত্তর। সর্ব্ব অনর্থের মূল যে ইন্দ্রিয় সকল, তাহারা বশীভুত হয়, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য দর্শনে, সুশ্রাব্য শ্রবণে, সুঘ্রাণ আঘ্রাণে, সুরস আস্বাদনে, স্নিগ্ধ দ্রব্য স্পর্শনে সুখবোধ ও তদ্বিপরীত ঘটনায় দুঃখ জ্ঞান থাকে না, মন ভয় ও ক্ষোভশূন্য হয়, এবং কোন বস্তুতে স্পৃহা বা আশা থাকে না,ও যথালাভে তুষ্ট হয়, এবং অলাভেও রুষ্ট বা অসন্তোষ হয় না, যখন যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই অন্তঃকরণে সন্তোষ থাকে, কাহারও স্তুতিতে হর্ষ বা নিন্দাতে কিম্বা কটুবাক্যেতে বিমর্ষ হয় না, কেহ

প্রহার করিলেও প্রতিফল দিবার ইচ্ছা জন্মে না, কাহাকেও শত্রুজ্ঞান হয় না, শীত গ্রীষ্মাদিতে দুঃখবোধ থাকে না, স্বজন ও পরজনের ভেদজ্ঞানের অভাব হইয়া সর্ব্ব জীবের প্রতি সমদৃষ্টি অর্থাৎ সকলকেই আত্মতুল্য বোধ হয়, এবং ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখের অনিত্যতা দৃষ্টে তাহাতে শ্রদ্ধাভাব হইয়া, কেবল মুক্তি ইচ্ছা করে।

---

## ইন্দ্রিয়দমনের উপায়।

৩৫শ প্রশ্ন। ইন্দ্রিয়দমনে মনের কি কর্ত্তৃত্ব আছে?

৩৫শ উত্তর। মনের ইচ্ছা ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না, এ বিধায় বাহ্যেন্দ্রিয় দমনের কর্ত্তাও মন। কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের পক্ষে মানসিক সাধনার সহিত কিঞ্চিৎ অভ্যাসযোগ অপেক্ষা করে, যেহেতু অভ্যাসেই তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার প্রমাণ এই যে, দুঃখীলোকে শৈশবাবস্থা হইতে প্রায় মৃত্তিকায় শয়ন, ও শীতকালে সামান্য বসন পরিধান, ও গ্রীষ্মকালে উত্তাপ সহ্য করে, এহেতু তাহারা অনায়াসে তাহা সহ্য করিয়া থাকে, ধনাঢ্য লোকে তদ্বীপরীত অভ্যাস জন্য ক্লেশ পায়, এবং শিশুদিগের যাদৃশ শীতোষ্ণতা সহ্য হয়, অধিক বয়স্ক লোকদিগের তাদৃশ হয় না, যেহেতু পিতা মাতার পালন ঘটিত অভ্যাসে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের ঐ অসহ্যতা হইয়া উঠে, অতএব ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রবলতা অভ্যাসেই অধিক হয়, সুতরাং তাহার দমনে অভ্যাসাবলম্বন করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু উভয় অভ্যাসের প্রবর্ত্তক অথচ সুখ দুঃখের অনুবোধক মন। ইহার প্রমাণ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৬৭।৬৮ শ্লোক দৃষ্ট কর। অধিকন্তু শিবসংহিতা নামক গ্রন্থে দেহস্থ ষট্‌চক্র সাধনের নিমিত্ত যে যোগাভ্যাসের

বিধান লিখিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টি করিলেও স্পষ্ট জানিতে পারিবেন।

---

### কাম ক্রোধাদি রিপুকে পরাজয়ের উপায়।

৩৬শ প্রশ্ন। কাম ক্রোধাদি বৃত্তি মনের স্বভাবসিদ্ধ-মল, অতএব তাহার নাশ কিরূপে সম্ভবে?

৩৬শ উত্তর। তাহার নাশ হওয়ার কথা আমি কহি নাই, ঐ সকল বৃত্তি স্বভাবতঃ মনে লীন অর্থাৎ অব্যক্তই থাকে, কেবল কারণবশতঃ কখনও কাহারও উদয় হয়, অতএব সাধনা দ্বারা তাহাদের উদ্দীপনের নিবারণ হই-বার অসম্ভাবনা কি আছে? বিশেষতঃ অসৎ বৃত্তিচয়কে বশীভূত করিতে পারিলে, যদিও প্রারব্ধের বেগবশতঃ কখনো কাহারও উদয় হয়, তথাপি বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায় তাহা অনিষ্টকর হয় না।

---

### চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সংসার ত্যাগ অনাবশ্যক।

৩৭শ প্রশ্ন। কিছু কিছু কাম ক্রোধাদি এবং বিষয়া-সক্তি ব্যতীত, সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, অতএব ঈদৃশ উপদেশে এই উপলব্ধি করিতে হইবেক যে, চিত্তসুদ্ধির নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাস অপেক্ষা করে।

৩৭শ উত্তর। না, তাদৃশ কথার তাৎপর্য্য এমত নহে, বরং চিত্তসুদ্ধি গৃহে ব্যতীত, অরণ্যে পরিপক্করূপে হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তথায় চিত্তবিক্ষেপের বিষয় না থাকায়, তৎপরীক্ষার কারণাভাব, এবং বিষয়া-সক্ত জনের বনে নির্জ্জনে থাকার প্রবৃত্তি হইবারও বিষয়

কি? গৃহস্থাশ্রমে সংসার সমুদ্রে বিষয়তরঙ্গে মনোনৌকা নিরন্তর দোলায়মান থাকে,তাহাকে বৈরাগ্যাদি সাধনরূপ কর্ণ অর্থাৎ হালি দ্বারা সুস্থির করত, সেই সকল তরঙ্গোত্তীর্ণ করিতে পারিলেই, তদীয় নিরাপদত্ব অবধারিত হইতে পারে। ইহার প্রমাণ সাংখ্যযোগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭১ শ্লোক দৃষ্টকর। ফলতঃ, তুমি যে সাংসারিক লোকের কাম ক্রোধাদির প্রয়োজন থাকা বিবেচনা করিয়াছ, ইহা তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি, কেননা যদি আপন অধীন ব্যক্তি কোন অপরাধ করে, তবে তাহাকে মিষ্ট ভাষায় শাসন করিলে, সে কি শাসিত হয় না? বরঞ্চ সর্ব্বলোকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে ক্রোধোদয়ে রক্তের উষ্ণতা জন্মে, তাহাতে ক্রোধবিশিষ্ট শাসনকারীর শারীরিক অনিষ্ট সম্ভবে, এবং অসভ্যতা প্রকাশ পায়, মনের শান্তিভাবের অভাব জন্য ক্লেশ জন্মে, এতদ্ভিন্ন শাসিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে অধিক দুঃখ হইয়া স্নেহের খর্ব্বতা হইবার সম্ভাবনা, অতএব জ্ঞানশাস্ত্রে এতদুপদেশ আছে যে যদি কোনও সময়ে অবস্থাবিশেষে রাগদ্বেষাদি প্রকাশের নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তবে অন্তরে রাগাদির উদ্দীপন নিবারণ পূর্ব্বক ক্রোধাসক্ততার চিহ্ন মাত্র দর্শন করাইবেক। অপরঞ্চ, ইহাও সত্য বটে, যে কোন বিষয়ের বাসনা মনে না হইলে তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না, এবং বিনা উদ্যোগে সাংসারিক কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না, কিন্তু মনে বিকারশূন্য হইয়া শান্তভাবে সাংসারিক তাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, লোকযাত্রা নির্ব্বাহের কোন ব্যাঘাত নাই। ইহার প্রমাণ ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে স্পষ্ট দেখিবে। এ স্থলে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার করার অর্থাৎ কর্দ্দমস্থ বাইন মৎস্য এবং সলিলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকার অসম্ভব কি?

বোধ করি তোমার অবিদিত নাই যে, দিবারাত্রের ন্যায় সুখদুঃখের প্রবাহ ক্রমশঃ চলিতেছে, অতএব যেমন বিনাযত্নে দুঃখ উপস্থিত হয়, সেইরূপ সময়ানুসারে সুখের উদয় অবশ্যই হওয়া সম্ভবে, ( ইহা ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩ শ্লোক দৃষ্ট কর ) এস্থলে তদাশা করিয়া মনের চাঞ্চল্য জন্মান পণ্ডিতের অকর্ত্তব্য, বরং আসক্তি-হীন হইয়া যথা কালে যাহা করিবার প্রয়োজন, তাহা করিলেই লৌকিক ধর্ম্ম রক্ষা পায়।

---

## ক্রোধত্যাগের বিধি।

সর্ব্বাপেক্ষা ক্রোধই প্রধান রিপুঃ। যথা, কৌলার্চ্চন দীপিকায়াং॥

ক্রোধস্তু সর্ব্বনাশায় জ্ঞাননাশায় জ্ঞানিনাং।
ধনিনাং ধননাশায় ধর্ম্মনাশায় ধর্ম্মিনাং॥
তস্য ত্যাগকরো যস্তু স কৃতী স তু ধর্ম্মবিৎ।
জিতং তেন জিতং তেন জিতং তেন জগত্রয়ং॥
তমঃশত্রু র্জিতো যেন তেন জ্ঞানং করে কৃতং।
তমসাচ্ছাদিতং জ্ঞানং দুর্লভং পাপচেতসাং॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত বেদমার্গনিসেবনাৎ।
ধর্ম্মমাসাদ্য যত্নেন তেন হন্যাত্তুতং রিপুং॥
ধর্ম্মাদুৎপদ্যতে জ্ঞানং পাপাদুৎপদ্যতে তমঃ।
তমসা লুপ্যতে জ্ঞানং মেঘেনৈব যথা শশী॥
ততো লভেদহঙ্কারং অহঙ্কারাৎ পতিষ্যতি।

অস্যার্থ। ক্রোধ দ্বারা মনুষ্যের সর্ব্বনাশ হয়, অর্থাৎ জ্ঞানীর জ্ঞান, ধনীর ধন, এবং ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম নষ্ট হয়, ক্রোধকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ

হয়, সে ব্যক্তি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিজগতে জয়ী হইতে পারে, আর তমঃ অর্থাৎ ক্রোধ বিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্ত পাপাবৃত হয়, এ নিমিত্ত তাহার জ্ঞান কদাচ বিশুদ্ধ হইতে পারে না, অতএব সেই তমোরূপ শত্রুকে জয় করিতে পারিলে জ্ঞান তাহার হস্তগত হয়, বিশেষতঃ শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মাদি তাবতের প্রতিবন্ধক যে তমোরিপু, তাহা বিনাশ করা অতিকর্ত্তব্য। অধিকন্তু ধর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং পাপ হইতে তমঃ অর্থাৎ ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ঐ তমঃ দ্বারা জ্ঞান লোপ হয়, যদ্রূপ মেঘ দ্বারা পূর্ণচন্দ্রের কিরণ লোপ হইয়া থাকে সেই তমঃ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়া তৎ কর্ত্তৃক লোকের পতন হয় নিশ্চয় জানিবে, এতাবৎ কারণে ক্রোধ অবশ্য পরিহার্য্য।

যথা ভগবদ্গীতায়াং।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

অস্যার্থ।—পয়ার।

বিষয় ভাবনা করে সদা যে মানব।
বিষয়ে আসক্তি তার হয় হে পাণ্ডব॥
সেই সঙ্গ হৈতে হয় বহু অভিলাষ।
অভিলাষ ভঙ্গে হয় ক্রোধের প্রাকাশ॥
ক্রোধে মোহ জন্মে মোহে স্মৃতির বিনাশ॥
স্মৃতি গেলে বুদ্ধি যায় বুদ্ধি গেলে নাশ॥

অধিকন্তু উক্ত গ্রন্থের ৩৭।৪০।৪১।৪২।৪৩ শ্লোক দৃষ্ট কর॥

পরমেশ্বরের নানাবিধ মূর্ত্তি কল্পনার হেতু।

৩৮প্রশ্ন। কোন স্থলে পরমেশ্বর, এবং কোন স্থলে কেবল ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহার কারণ কি?॥

৩৮উত্তর। ভগবান্‌কে ব্রহ্মত্ব উদ্দেশে পরমেশ্বর, এবং পরিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বর বলা যায়॥

৩৯শ প্রশ্ন। যিনি অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তিনি যে পরিচ্ছিন্ন ভাবে নানাবিধ রূপে কল্পিত হইয়াছেন, ইহার কারণ কি?

৩৯শ উত্তর। কুলার্ণব তন্ত্রে পঞ্চম খণ্ডে উক্ত হইয়াছে যথা।

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিঃসঙ্গস্যাশরীরিনঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

অস্যার্থ। জ্ঞানস্বরূপ, অপরিমিত, নিঃসঙ্গ, অশরীরী যে ব্রহ্ম, তাঁহার রূপ কল্পনা কেবল সাধক দিগের হিতার্থে। বিশেষতঃ পরমেশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে পরিচ্ছিন্নভাবে দারুস্থিত বহ্নির ন্যায় আত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছেন, অতএব আত্মোপাসনাতেই তাঁহার উপাসনা করা হয়, যেমন কোন মান্য ব্যক্তির পদাঙ্গুষ্ঠ মাত্র পূজা করিলেই তাঁহার সমুদয় শরীরের পূজা সিদ্ধ হইয়াথাকে, কিন্তু সেই আত্মারও কোন অবয়ব নাই, অতএব ধ্যান ধারণাদি সাধনা সম্পন্নতার নিমিত্ত আত্মার এক এক রূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। অত্র বিষয় ভগবদ্গীতার ৯৪ পৃষ্ঠায় ১১ শ্লোকে দৃষ্ট কর। ( পৌত্তলিক ধর্ম্ম দ্বেষী খ্রীষ্ট মতাবলম্বীরাও ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়াছেন, যেহেতু বাইবেলের একস্থলে কথিত আছে যে পরমেশ্বর স্বরূপানুযায়ী মনু-

ষ্যাকার নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে যে তিনি স্বর্গে নিজ পারিসদবর্গে বেষ্ঠিত হইয়া স্বর্ণ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, তাঁহার বামভাগে হলিগোষ্ট এবং দক্ষিণে তদীয় পুত্র খ্রীষ্ট বসিয়া আছেন।) অতএব সাধকেরা স্বয়ং ঐ কল্পনা করিলে, পাছে ভক্তির ত্রুটি এবং ব্যভিচার দোষ, অর্থাৎ সময়ে সময়ে উপাস্য মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা হয়, এনিমিত্ত গুরুকরণ পূর্ব্বক উপাস্য বিগ্রহ অর্থাৎ ইষ্টদেবতা এবং মন্ত্ররূপ তাঁহার গুহ্য নাম লাভ করত ঐ স্থূলাবয়বে চিত্তের স্থৈর্য্য এবং প্রেম লক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব পর্য্যন্ত,পরব্রহ্মের ঐ সকল নাম ও মূর্ত্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসে একাগ্রচিত্তে স্বহৃদয়ে তাহারি চিন্তা এবং মানস পূজা করিবার বিধান অবধারিত হইয়াছে।

---

## উপাসনার অর্থ।

৪০শ প্রশ্ন। উপাসনা কি প্রকার ?

৪০শ উত্তর। ভগবানের ধ্যান, সেবা ও পরিচর্য্যা যাহাকে পূজা বলা যায়, ও নাম গ্রহণ (জপ) তাঁহার স্মরণ, মনন এবং স্তবাদি পাঠ করণ, এই সকল কার্য্যের নাম উপাসনা। কিন্তু যে বস্তু কখন চক্ষুর গোচর হয় নাই ও যাহার আকার প্রকার কদাচ শ্রুত হয় নাই এবং যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাহার ধ্যান অথবা পূজাদি কিছুই সম্ভবে না। এবং কোন দেশীয় কোন পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতেও পারেন নাই, সকলেই তাঁহার সত্ত্বামাত্র স্বীকার করিয়াছেন। অস্মদাদির ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিক এই উক্ত হইয়াছে যে তিনি চিৎ, সৎ, আনন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কুটস্থ,

স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ,স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম, এই দ্বাদশ বিশেষণের বিশেষ্য। এতদবস্থায় তাঁহার উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান ধারণাদি সম্পন্নতার উপায় কি আছে? সুতরাং তদর্থে নানা কৌশল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

---

## বাহ্য পূজার বিধান।

৪১শ প্রশ্ন। উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি স্বহৃদয়ে চিন্তা এবং মানস পূজাতেই যদি ইষ্ট সিদ্ধ হয়,তবে বাহ্য পূজা অর্থাৎ ঘটে বা যন্ত্রে এবং শিলাদিতে পূজা করিবার বিধান হইবার কারণ কি? এবং সেই পূজার বিধানই বা কি প্রকার?

৪১উত্তর। অন্তর্যাগ অপেক্ষা বহির্যাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয়, এবং পরমেশ্বর যেমন প্রাণীমাত্রের হৃদয়ে আছেন, তদ্রূপ বাহিরেও আছেন, অর্থাৎ তাঁহার সত্ত্বা-রহিত স্থানই নাই, অতএব গন্ধ পুষ্পাদি তাঁহার পাদ পদ্মে, এবং নৈবেদ্যাদি তাঁহার মুখচন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোন স্থানে তাহা অর্পণ করা যায়, তাহাতেই তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে,এনিমিত্ত বাহ্যপূজার বিধি হইয়াছে। ঐ পূজার বিধান এই যে উপাস্য বিগ্রহের ধ্যান ও পূজা প্রথমতঃ স্বহৃদয়ে করণানন্তর, তাঁহাকে দক্ষিণ নাশারন্ধ্র দিয়া ঈড়ানাম্নী নাড়ী পথে বহির্নিগত করিয়া, সম্মুখস্থিত সিংহাসনে উপবেশন করাইলাম, এইরূপ জ্ঞানে পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ-পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত পুনরায় সংহার মুদ্রা প্রদর্শনে, সেই পথে তাঁহাকে লইয়া গিয়া স্বস্থানে স্থাপন করিতে হয়। ইহাতে যে কেবল চিত্তৈকা-গ্রতা লব্ধ হয় এমত নহে, ভক্তি উদয়েরও উপযোগিতা

সম্ভবে। যেমন রণকার্য্যে নৈপুণ্য লাভের নিমিত্ত কল্পিত লক্ষ্যভেদ, এবং হস্ত পদাদির চালন অভ্যাস করিতে হয়, তদ্রূপ চিত্তৈকাগ্রতা এবং ঐকান্তিক ভক্তি-লাভের জন্য পূর্ব্বোক্ত সাধনা সকলের প্রয়োজন জানিবে।

---

## পৌত্তলিক ধর্ম্মের বীজ।

৪২শ প্রশ্ন। তবে পৌত্তলিক ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধি হইবার কারণ কি ?।

৪২শ উত্তর। মুক্তির অব্যবহিত কারণ যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা চঞ্চল এবং সমল মনে উদিত হয় না, চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া তাহাকে নির্ব্বাত দীপতুল্য সুস্থির করা পরমেশ্বরের উপাসনার কর্ম্ম, এবং মনমালিন্য সম্যক্‌রূপে পরিস্কার করণ পূর্ব্বক শুদ্ধস্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল করা ঈশ্বরে প্রগাঢ় অথচ নৈষ্ঠিকী ভক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নাই। অপিচ সেই যে দৃঢ় ভক্তি তাহা নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হয়, এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মন অদৃশ্য বস্তুর ধারণায় নিতান্ত অশক্ত, অতএব ধ্যেয় মূর্ত্তির বর্ণনামাত্র শ্রবণে তাঁহার চিন্তা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং তদাকারাকারিত বৃত্তি উদয়ার্থে সেই মূর্ত্তি পটে চিত্র কিম্বা মৃত্তিকাদিতে নির্ম্মাণ করত পূজা করিলে, ধ্যানার্চ্চনা উভয়েরই উপযোগী হয়। কিন্তু ঐ প্রকার আরাধনা প্রত্যহ হওয়া সুকঠিন, অথচ যখন ইচ্ছা তখন করার নিয়ম হইলে, জীবিত কালের মধ্যে বারেক না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, এজন্য তদর্থে বিশেষ বিশেষ দিন অবধারিত হইয়া কতিপয় বিগ্রহ সম্বন্ধে দৃঢ় শাসনও হইয়াছে, অর্থাৎ পর্ব্বে পর্ব্বে সেই সেই পূজা

অকরণে প্রত্যবায়রূপ ভয়, এবং তৎকরণে স্বর্গভোগাদি উৎকৃষ্ট ফলের প্রলোভন দর্শিত হইয়াছে। ইহাই পৌত্তলিক ধর্ম্মের বীজ জানিবে। যদিও কালক্রমে ঈশ্বরারাধনাতেও অভিমান এবং অজ্ঞান জড়িত হইয়াছে, অর্থাৎ লোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি, উপরোধ, অনুরোধ, নিন্দা, ভয় ইত্যাদি নানা কারণ বশতঃ স্ব স্ব উপাস্য বিগ্রহাতিরিক্ত বিবিধ প্রতিমার্চ্চনার অনুষ্ঠান করে, তথাপি তাহাদেরও প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না। যেহেতু,নানা নাম রূপ উদ্দেশে যে পূজা,তাহা একেরি হয়। ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়ে ১৫।১৬ শ্লোকে ব্যক্ত আছে যে, যজ্ঞ অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক পূজাদি উপলক্ষে সমূহ লোকের ভোজ হয়, তদ্দ্বারা আত্মার তৃপ্তি জন্মে, সুতরাং আত্মরূপী ভগবানের প্রীতি হয়। বিশেষতঃ সাংসারিক লোকে সময়ে সময়ে আপন আপন আত্মীয় স্বজনকে লইয়া ভোজন, নৃত্য, গীতাদি দ্বারা আমোদ প্রমোদ না করিয়া কদাচ সুস্থির থাকিতে পারে না, ইহা সভ্যাসভ্য সর্ব্ব দেশেই প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু সুদ্ধ লোকানুরোধের পরিবর্ত্তে, ঈশ্বরোদ্দেশে তদনুষ্ঠান করিলে, ঐ সুখাতিরিক্ত পারত্রিকের উপকারও সম্ভবে। অধিকন্তু সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের এই অভিপ্রায় যে, লোকে আপনার প্রতি ব্যবহারের যেরূপ প্রত্যাশা করে, সেইরূপ ব্যবহার অন্যের সম্বন্ধে করা তাহাদের কর্ত্তব্য, এই নিমিত্ত উপাস্য দেবের সেবা আত্মবৎ করিবার আবশ্যকতা সুতরাং তাহা সাঙ্গোপাঙ্গ সম্পন্ন করণার্থ, স্বীয় কলত্র পুত্রাদি পরিবার, বাসস্থান, যান, বাহনাদি নিকর থাকার ন্যায়, তাঁহার সম্বন্ধে তত্তাবতের কল্পনা করণের প্রয়োজন হইয়াছে। বিশেষতঃ মনকে একেবারে বিষয় ভাবনা হইতে উপরত করিতে হইলে, তাহাকে অন্যত্র সংস্থাপন

করিতে হয়, এবং চিত্ত স্থির করিবার স্থল আপন অভীষ্ট দেবের মূর্ত্তি ব্যতীত আর কোথায় আছে? কিন্তু ভক্তি ব্যতিরেকে ঐ মূর্ত্তিতে চিত্তের আকর্ষণ সম্ভবে না, এবং ভাব ব্যতিরিক্ত ভক্তির উদয় হয় না। অপিচ, যোগের প্রথমাবস্থায় অহর্নিশ সেই মূর্ত্তি ধ্যানপরায়ণ হওয়া দুঃসাধ্য, অতএব ধ্যানবর্জিত কাল ব্যর্থ ব্যয় না হইবার নিমিত্ত অর্থাৎ ঐ কাল ভাগবত কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, এবং মনন দ্বারা যাপন করণার্থে,তিনি বিবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক স্থান বিশেষে এক এক মূর্ত্তিতে মনুষ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রাসাদে সপরিবারে ক্রীড়াদি করিতেছেন,এবং যাতায়াতের কারণ তাঁহার রূপ বিশেষের বিশেষ বিশেষ বাহন আছে এমত বর্ণনা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার গমনাগমনের জন্য পশু পক্ষ্যাদি বাহন থাকার, এবং স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করিবার উক্তি স্বরূপাখ্যান বলিয়া প্রতীতি জন্মাইবার অভিপ্রায় শাস্ত্রের নহে। অতএব যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হয়, তাবৎ কাল নিষ্কামে ঐ সকল নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবার বিধি হইয়াছে। ইহার প্রমাণ যথা ভগবদ্গীতায়াং।

দেহাতিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমল্পস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

কামনা রহিত কর্ম্ম নিষ্ফল না হয়।
অঙ্গ ভঙ্গ হৈলে তার নাহি প্রত্যবায় ॥
নিষ্কাম কর্ম্মের অতি অল্প অনুষ্ঠান।
মহা ভয় হইতে সর্ব্বথা পায় ত্রাণ ॥

ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্ত শ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং ॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

ঈশ্বর ভক্তিতে শুভ হইবে নিশ্চয়।
নিষ্কাম কর্ম্মেতে এই এক বুদ্ধি হয়॥
সকাম কর্ম্মের পার্থ বুদ্ধি হয় নানা।
যেহেতু অনেক কর্ম্ম অনেক বাসনা॥

দূরে নহ্য বরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

জ্ঞানের সাধনা কর্ম্ম কামনা রহিত।
তাহা হৈতে অপকৃষ্ট কামনা সহিত॥
জ্ঞান লাগি কর্ম্ম কর দৃঢ় করি মন।
সেই সব হীন বুদ্ধি ফলাকাঙ্ক্ষী জন॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বামনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

ফল ত্যজি কর্ম্ম করি জ্ঞান প্রাপ্ত হৈয়া।
মোক্ষপদ পায় জন্ম বন্ধেরে কাটিয়া॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
অবুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সুযুক্তকৃৎ সুকর্ম্মকৃৎ॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

অজ্ঞের কর্ম্মের ত্যাগ বন্ধের কারণ।
অতএব করিবেন কর্ম্ম আচরণ॥
এ তত্ত্ব জানিয়া যার স্থির মতি হয়।
ঈশ্বরারাধনা কর্ম্ম সেই আচরয়॥

## জড়পদার্থে ঈশ্বর পূজার অব্যর্থতা।

৪৩শ প্রশ্ন। মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত জড়পদার্থে ঈশ্বরের পূজা করিলে, যে তাঁহার প্রীতি জন্মাইতে পারে ইহার তাৎপর্য্য কি?

৪৩শ উত্তর। পরমেশ্বর স্বশরীর হইতে এই বিশ্বের উৎপাদন করিয়া আপনাতেই তাহা রক্ষা করিয়াছেন, অর্থাৎ এক সূত্রে সমূহ মুক্তাবলী গ্রথিত থাকার ন্যায় এই প্রপঞ্চ জগৎ তাঁহাতেই স্থিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ যথা শ্রুতৌঃ—

আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্র আপ্সীৎ।
তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ॥

এ বিষয়ে মৃণ্ময় বা ধাত্বাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতেও তাঁহার সত্ত্বা স্বীকার করিতে হইবেক, এবং লোকে প্রতিমা উপলক্ষে যে পূজা করে, সে ঐ প্রতিমাস্থ চিৎ ব্যতীত মৃত্তিকাদি জড়াংশের নহে। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, পিত্রাদি গুরুজনের শরীরে যে পর্য্যন্ত চৈতন্য থাকে, সেই পর্য্যন্তই তাহার মান্যতা, চৈতন্যাভাব হইলেই তাহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করা যায়, অতএব জড়োপলক্ষে স্বরূপের অর্চ্চনাই হয়।

---

## স্বর্গ শব্দের অর্থ।

৪৪শ প্রশ্ন। বহুতর শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, যে স্বর্গে দেবতাগণ বাস করেন এবং তাঁহাদিগের উপাসনা করিলে কামনা পূর্ণ হয়। সেই স্বর্গ কি প্রকার? এবং তত্রস্থ দেবতা কাহাকে বলা যায়?

৪৪শ উত্তর। স্বর্গ শব্দে সূর্য্যাদি তৈজসমণ্ডল সকল উপলব্ধি করিতে হইবে, কারণ মৎস্য পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, এই বিশ্ব অণ্ডস্থ প্রযুক্ত ইহাকে ব্রহ্মাণ্ড কহে, ঐ ব্রহ্মাণ্ড দুই অংশে বিভক্ত, একাংশ পৃথিবী, অপরাংশ স্বর্গ। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যে আকাশস্থ সূর্য্যমণ্ডলাদি পৃথিবীর অন্তর্গত নহে, এবং উহা ব্যতিরিক্ত শূন্যস্থ অন্য স্বর্গ আছে এমত উপলব্ধি হইতেছে না, সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আকাশস্থ সূর্য্যমণ্ডলাদিই স্বর্গ, এবং ঐ মণ্ডলস্থ প্রাণীবর্গই দেবতা, তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যখন পৃথিবীর কোন স্থলই প্রাণিহীন দৃষ্ট হয় না, এবং যখন অণুবীক্ষণ (মাইক্রস্‌কোপ) যন্ত্র দ্বারা দর্শন করিলে জলে, বায়ুতে, প্রস্তরাদিতে এবং অগ্নি মধ্যেও অত্যন্ত সূক্ষ্মদেহী প্রত্যক্ষ হয়, তখন গ্রহ নক্ষত্রাদি যে সকল মণ্ডল আকাশে আছে, তাহাতে যে কোন প্রাণীর বাস নাই ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এবং যে মণ্ডল যে পদার্থে নির্ম্মিত, তত্রস্থ জীবের শরীর অধিকাংশই সেই পদার্থ ঘটিত হওয়ার প্রতিও কোন সন্দেহ নাই, অধিকন্তু সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর তেজো নিরূপণ প্রকরণেও সূর্য্যাদিলোকে তৈজসদেহীদিগের বসতির প্রসঙ্গ আছে, এতাবৎ যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা তৈজসমণ্ডল বাসীদিগের দেহ তেজঃপ্রধান ইহা প্রতিপন্ন হয়, এবং দেবতা শব্দে দীপ্তিশালী শিষ্ট বুঝায়। অতএব শাস্ত্রে স্বর্গ শব্দে সূর্য্যাদি তৈজসমণ্ডল এবং দেবতা শব্দেও তন্নিবাসী উৎকৃষ্ট দেহী অভিপ্রেত হওয়া ব্যতিরিক্ত অন্য সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহারা অস্মদাদি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান্ বিবেচনা করিতে হইবেক। এস্থলে তাঁহাদিগের মানব উপাসনায় প্রসন্ন

হইয়া কামনা পূর্ণ করিবার যোগ্যতা অসম্ভব নহে। কিন্তু সেই সকল দেবতাদিগের উপাসনা করিবার বিধি শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা বিষয় ভোগার্থী লোকের প্রতি কথিত হইয়াছে, দেবতারা অস্মদাদির ন্যায় জন্যজীব ইহা বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাধ্যায়ে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, সুতরাং তাঁহারাও নশ্বর, যেহেতু জন্য পদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস হইয়া থাকে, বিশেষতঃ তাহার প্রমাণ শ্রুতিতেও আছে। যথা—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকংবিশালং।
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বসন্তি॥
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্নাঃ।
গতাগতং কামকমালভন্তে॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, মনুষ্য সকল পুণ্য দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, পুণ্য ক্ষয় হইলেই তাঁহারা স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সকামে বেদ বিহিত কর্ম্মাচরণ দ্বারা মনুষ্য সকলের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ হয়। অধিকন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে ১৯শ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, স্বর্গের এবং পৃথিবীর অপরাপর খণ্ডের জীবেরা ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের লোকেরা স্বর্গাদিতে জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ জীব সকল স্ব স্ব কর্ম্মবশতঃ স্বর্গ মর্ত্যাদি নানা স্থানে ভ্রমণ করে, এবং ভবিষ্যোত্তর পুরাণের চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, শুভ কর্ম্মে দেবত্ব, শুভাশুভ মিশ্রিত কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব, এবং অশুভ কর্ম্ম দ্বারা তীর্থক যোনিত্ব লাভ হয়।

---

## নরক শব্দের অর্থ।

৪৫শ প্রশ্ন। মনুষ্যের মৃত্যু হইলে স্বর্গে বা নরকে যাওয়ার যে উক্তি শাস্ত্রে আছে, তাহার তাৎপর্য্য কি ?

৪৫শ উত্তর। পুণ্যকর্ম্মের ফলে স্বর্গভোগ, আর পাপকর্ম্মের ফলভোগ জন্য নরকে বাস হয়, অতএব স্বর্গের প্রকৃতার্থ বলিয়াছি, এক্ষণে নরকের ভাবার্থ বিষ্ণু-পুরাণের সপ্তমাধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা, তাহার গর্ভে অনৃত(মিথ্যা) নামে পুত্র এবং নিকৃতী(শঠতা) নামে কন্যা জন্মে, ঐ দুই সংযোগে ভয় এবং নরক নামে দুই পুত্র হয়, ভয়ের পত্নী মায়ার গর্ভে মৃত্যু, আর নরকের ভার্য্যা বেদনার গর্ভে দুঃখ নামে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। অপর পাপানুরূপ দণ্ডের যে বিধান নরকে হয়, তাহার ভাবার্থ এই যে, তত্তৎ পাপক্ষয় না হওন পর্য্যন্ত সেই শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি হয় না, এবং অভিধানেও নরক শব্দের অর্থ দুঃখভোগের স্থান লিখিত আছে। অতএব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয় যে, আত্মজ্ঞান উপদেশার্থে মর্ত্ত্য-লোককে নরক অর্থাৎ যমালয়, এবং মৃত্যুকে যম, আর নিষ্ঠুর আততায়ী ব্যক্তিগণকে যমদূত স্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, কেননা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, দুঃখ-ভোগেই পাপের ক্ষয় হয়, এবং ভবার্ণবে জীবের যে ক্লেশ তাহার মূলই জন্মান্তরীয় পাপ, এতাদৃগবস্থায় পাপের ভোগার্থে অন্যস্থান অবধারিত থাকা কিরূপে সম্ভবে ? তাহা হইলে, এক পাপের শাস্তি দুই স্থানে দুইবার হও-য়ার বিধান মান্য করিতে হয়, এ বিধায় সংসারই নরক বলিয়া মান্য করিতে হইবেক।

---

## পরমেশ্বরের বৈষম্য দোষ না থাকা।

৪৬শ প্রশ্ন। পরমেশ্বরের নিগ্রহানুগ্রহের উক্তি যখন হইয়াছে,তখন তাঁহার বৈষম্য দোষ থাকা সম্ভবে কি না ?

৪৬শ উত্তর। বাস্তবিক পরমেশ্বরের বৈষম্য দোষ নাই, ইহার প্রমাণ ভাগবতের নবম অধ্যায়ে ঊনত্রিংশ শ্লোক দৃষ্ট কর। তবে যে তাঁহার কৃপা এবং অকৃপার উল্লেখ হয়, তাহার হেতু এই যে, তিনি করুণাময়, সর্ব্ব জীবে তাঁহার কৃপা সমান আছে, কেবল অস্মদাদির অসৎ কর্ম্মে তাহা আচ্ছাদিত থাকে, যদি কেহ সৎকর্ম্মজনিত নৈষ্ঠিকী ভক্তি দ্বারা ঐ আবরণ নষ্ট করিতে পারে, তবে তাঁহার কৃপার প্রকাশ হয়। যেমন সূর্য্য এক স্থানে থাকিয়া, সর্ব্বদাই সমভাবে কিরণ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সকল লোকে সর্ব্বকালে তাহা তুল্যরূপে প্রাপ্ত হয় না, পৃথিবীর গতি ও মেঘের আবরণ হেতুক, একই সময়ে কোন দেশে অধিক ও কোন দেশে অত্যল্প উত্তাপ হয়, এবং কোন দেশে সূর্য্যের দর্শনমাত্র হয় না, তথাপি সূর্য্যের উদয়াস্ত আদি বলার ব্যবহার আছে, তদ্রূপ জীবের কর্ম্ম গতিকে ভগবানের কৃপা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ হয়, ঐ প্রত্যক্ষতাকেই তাঁহার অনুগ্রহ হওয়া বলা গিয়া থাকে।

---

## বর্ণভেদ বিচারের আবশ্যকতা।

৪৭শ প্রশ্ন। যদি সর্ব্ব জীবের প্রতি পরমেশ্বরের সমান কৃপা আছে, তবে বর্ণ ভেদের বিচার করিবার প্রয়োজন কি ?

৪৭শ উত্তর। মুমুক্ষু জনগণের পক্ষে বর্ণভেদ অতি-গ্রাহ্য, কেন না বর্ণ ভেদাভাবে চিত্ত শুদ্ধি হয় না, এবং

তৎপক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত সম্ভবে, যেহেতু জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গমাদি তাবতেরই জন্ম স্ব স্ব জাতিতে হয়, এবং পরমেশ্বর প্রত্যেক জাতিকে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, এ প্রযুক্ত একের ধর্ম্ম অন্যে আচরণ করিলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সম্ভবে না। যথা (বানরের হাতে খন্তা) এই কথাটী প্রসিদ্ধ আছে, অতএব সাত্বিক লোকের ঔরসে তামস এবং রজোগুণপ্রধান ব্যক্তির সাত্বিক সন্তান উৎপন্ন হওয়া অসাধারণ ঘটনা, সাধারণ নিয়ম এই যে, পিতামাতার গুণই সন্তানে বর্ত্তে, ব্রাহ্মণের জন্ম সত্বগুণাধিক্যে ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি রজোগুণের প্রাধান্যে হয় এবং শূদ্রের তমোগুণই প্রবল, আর রজঃ ও তমঃ উভয় গুণের আধিক্যে বৈশ্যের উৎপত্তি হয়, উহারা পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত না হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত করিলে, বর্ণশঙ্কর অর্থাৎ ভ্রষ্ট সন্তান উৎপত্তির, এবং উচ্চবর্ণ নীচের অন্ন ভোজন করিলে আদ্যের উত্তমগুণের হ্রাস হইয়া অধমত্ব প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভব, যেমন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোকের পাপকৃত বা পরিবেশিত অন্নাহারে সেই রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ মনুও দশমাধ্যায়ে ৬৪ শ্লোকে লিখিয়াছেন যে,—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥

অস্যার্থ। ব্রাহ্মণ শূদ্র এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, ক্ষত্রিয় শূদ্র এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় হয়, বৈশ্য শূদ্র এবং শূদ্রও বৈশ্য হয়। অতএব স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, শুদ্ধ গুণের তারতম্যই বর্ণভেদের মূল, এবং তাহা সাধারণের হিতার্থ

ব্যতীত কেবল ব্রাহ্মণের উপকারের নিমিত্ত নহে। অত্র বিষয়ে ভাগবতের নবমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান্ বেদ-ব্যাসও এতদাভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনুষ্যের গুণ-ভেদ না হওন পর্য্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ লোক একবর্ণ ছিল। যথা—

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ ॥

অস্যার্থ। সত্যযুগে একমাত্র বেদশাস্ত্র এবং এক প্রণব মাত্র মন্ত্র, এক নারায়ণ মাত্র দেবতা, এক অগ্নি এবং এক বর্ণ মনুষ্য, ইহা সর্ব্ব সাধারণের সমব্যবহার্য্য ছিল। এতদ্ভিন্ন অধম বর্ণজ লোক স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশে উত্তম বর্ণ প্রাপ্ত হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যথা—

ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রকাশ আছে যে, ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব 'ঋষভের' একাশীতি পুত্র ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছে, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ব্রাহ্মণবৎ মান্য হইয়াছেন,অন্যের কথা কি কহিব! স্বয়ং বেদব্যাসই বর্ণশঙ্কর অথচ জারজ হইয়াও, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট মুনি হইয়াছেন, এবং ক্ষত্রিয়কুলে জারজ সন্তান উৎ-পাদন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে ক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণের যে সকল লক্ষণ শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহাতে বর্জ্জিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হয় না। যথা শ্রুতৌ—

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।

অস্যার্থ। স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ (নীচ ব্রাহ্মণ) বেদাধিকারী নহে, অতএব ব্রাহ্মণের লক্ষণ ভাগবতের

সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর।

---

ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

সমোশ দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরাজবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণং ॥

অস্যার্থ। শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, তিতিক্ষা আর্জব অর্থাৎ ( সরলতা ) জ্ঞান, অর্থাৎ ( আত্মা অনাত্মা বিবেচনা ) দয়া, অচ্যুতাত্মত্ব, অর্থাৎ ( বিষ্ণুপরতত্ত্ব ) সত্য কথন, এই একাদশটী ব্রাহ্মণের লক্ষণ। অতএব সিদ্ধান্ত কর্ত্তব্য যে, যে কোন ব্যক্তি স্বীয় সাধন বলে প্রস্তাবিত একাদশ গুণ বিশিষ্ট হইতে পারেন, তাঁহারই ব্রাহ্মণত্ব পদ প্রাপ্ত হয়। যদিও সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হওয়ার প্রসঙ্গ আছে, তথাপি তাহা রূপক বাক্য বিবেচনা করিতে হইবেক, কেন না প্রথমতঃ ব্রহ্মারই উৎপত্তি অলঙ্কারে হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রান্তরে স্পষ্ট প্রকাশ আছে। দ্বিতীয়তঃ এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি অনাদি, ইহা সর্ব্ব জ্ঞান শাস্ত্রের মত এবং যুক্তিযুক্ত, অতএব বেদই লোক সকলকে চতুর্ব্বর্ণে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকের গুণানুযায়ী বৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন, এ প্রযুক্ত ব্রহ্মার চতুরঙ্গ হইতে চতুর্ব্বর্ণোৎপত্তির কল্পনা হইয়াছে।

---

তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতিমা পূজা অকর্ত্তব্য।

৪৮শ প্রশ্ন। মৃত্তিকাদির প্রতিমাতে ঈশ্বরোপাসনা করায় জগদীশ্বরকে বিদ্রূপ করা হয় কি না?

৪৮শ উত্তর। হাঁ, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে, কিন্তু তাহাতেও অধিকারী ভেদ আছে, অর্থাৎ মলিনচিত্ত-লোক যাহাদিগকে পণ্ডিতেরা মূঢ় বলিয়া থাকেন, তাহা-দিগের সম্বন্ধে পৌত্তলিক ধর্ম্মাচরণ চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়, পক্ষান্তরে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা বিড়ম্বনা স্বরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভগবান্ বেদব্যাস, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে যাহা বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর।

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং॥ ১৮

অস্যার্থ।—ভগবান্ উবাচ।

আমি আত্মা স্বরূপ সর্ব্বভূতে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছি, সেই আত্মারূপ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, মরণ ধর্ম্মবিশিষ্ট মনুষ্য যে প্রতিমা পূজা করে, তাহা বিড়ম্বনা মাত্র। পুনশ্চ তথা।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতিমাং॥১৯॥

অস্যার্থ। আমি আত্মারূপ ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমা-দিতে ভজনা করা ভস্মেতে আহুতি দেওয়ার ন্যায় বিফল। তথা——

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষুবদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২০॥

অস্যার্থ। পরকায়াতে অর্থাৎ অন্যের শরীরে আমাকে দ্বেষ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মাভিমান, ও ভিন্ন ভিন্ন দেহে

ভিন্ন ভিন্ন আত্মা দর্শন এবং অপরাপর প্রাণীকে বৈরী জ্ঞান করে, তাহার মন কখন শান্তি পায় না। তথা—

মৃদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স কর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং ॥২২॥

অস্যার্থ। আমি ঈশ্বর, আমাকে প্রতিমাতে পূজা করা কর্ম্মীলোকের সেই পর্য্যন্ত বিধেয়, যে পর্য্যন্ত সে আমাকে নিজ হৃদয়ে এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত না জানে। তথা—

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥২৩॥

অস্যার্থ। অনন্তর অর্থাৎ এমন জ্ঞান হইলে পর সর্ব্বভূতে আত্মারূপে রহিয়াছি যে আমি, আমাকে দানে, মানে, মিত্রভাবে এবং অভিন্ন দৃষ্টিতে পূজা করিবে, অর্থাৎ সর্ব্ব ভূতে আমি আছি, এহেতু সর্ব্বত্র সকলকে দান, মান এবং তাবৎকে মিত্রজ্ঞান করিবেক ও সকলকে আত্মতুল্য জানিবে, ইহা হইলেই আমার প্রকৃত পূজা হইবে।

ভগবদ্গীতায়াং যথা।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তস্য মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

যে জনের কেবল আত্মাতে প্রীতি হয়।
আত্মানুভাবেতে তার আনন্দ হৃদয় ॥
ভোগের বাসনা চিত্তে না হয় যাহার।
সে জনের নাহি হয় কর্ম্মে অধিকার ॥

তথা।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো ন কৃতে নেহ কিঞ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

পুণ্য নাই সে জনের করিলে সৎকর্ম্ম।
না করিলে কর্ম্ম তার না হয় অধর্ম্ম ॥
সেই আত্মনিষ্ঠের না থাকে ত্রিভুবনে।
অন্য কোন সহকারী হিতের কারণে ॥

মহাবাক্য রত্নাবলীতে যাহা লিখিত আছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥

রক্ষকো বিষ্ণুরিত্যেবং ব্রহ্মা সৃষ্টেস্তু কারণং।
সংহারে রুদ্র ইত্যাদি সর্ব্বং মিথ্যেতি নিশ্চিনু ॥

অস্যার্থ। বিষ্ণু রক্ষক, ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ এবং সংহার কর্ত্তা মহাদেব, ইত্যাদি সকলি মিথ্যা।

৪৯শ প্রশ্ন। যদি সর্ব্বৈব মিথ্যা, তবে আর যাগ যজ্ঞ পূজা আদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার আবশ্যক কি?

৪৯শ উত্তর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চিত্তশুদ্ধি যাবৎকাল না হইবে, তাবৎ কাল যোগ ধর্ম্মে (আত্মতত্ত্ব এবং পরতত্ত্ব উভয়ে একীভূত) অধিকারী হয় না, এ কারণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করণের অত্যাবশ্যক, অত্র বিষয়ে শ্রীশ্রীবাসুদেবের স্বীয় মত প্রকাশিত ভগবদ্গীতা মধ্যে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

পয়ার।

প্রণমিয়া কৃষ্ণপাদ-পঙ্কজ-যুগলে।
ভগবদ্গীতা সার কহি কুতূহলে ॥

করিবে নিষ্কাম কর্ম্ম যাবৎ সংশয়।
নহিলে চিত্তের দোষ দূর নাহি হয়॥
নিষ্কামে করিবে কর্ম্ম ফলে অনাসক্ত।
বন্ধন তাহার যেবা ফলে অনুরক্ত॥
বেদেতে আদেশ কর্ম্ম করে সে কারণ।
ঈশ্বর উদ্দেশে কর্ম্মে না হয় বন্ধন॥
তথাপি করিবে কর্ম্ম জ্ঞান সহকার।
আপনি অকর্ত্তা সদা করিবে বিচার॥
যজ্ঞ দান তপ আর নিত্য কর্ম্ম যত।
নৈমিত্তিক কর ছাড় কাম্য মনোগত॥
এইরূপে কতকাল চিত্ত শুদ্ধি করি।
ছাড়িবে সকল কর্ম্ম যোগ পথ ধরি॥
কর্ম্ম যোগ হইতে ঈশ্বর ভক্তি মূল।
যাহাতে পাইবে যোগ সাগরের কুল॥
ঈশ্বর ভজনা কর বৃথা যায় কাল।
ছাড়হ সংসার-চিন্তা মায়াময় জাল॥
ঈশ্বরের ভক্ত যেবা তার কিবা ভয়।
সকল ছাড়িয়া ভজ দেব দয়াময়॥
যাহা খাও যাহা পর যে কর ভূষণ।
সকলি করিবে ইষ্টপদে সমর্পণ॥
পত্র পুষ্প ফল জল করিয়া ভকতি।
সমর্পণ কর ইষ্টে হয়ে একমতি॥
শরীর মায়ার জান যায় আর হয়।
বাল্য যুবা বার্দ্ধক্য দৃষ্টান্ত তাহে কয়॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ অনর্থের মূল।
তাহাতে আসক্ত হৈলে না পাইবে কুল॥
পুরাতন বস্ত্র ছাড়ি অন্য বস্ত্র লয়।
শরীর ত্যজিলে তথা অন্য দেহ হয়॥

অতিশয় দুঃখ যদি শরীরেতে হয়।
তথাপি করিবে মন ইষ্টপদে লয়॥
চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গুরুর কৃপায়।
ভগবদ্গীতা সার রচিল ভাষায়॥

দেহতত্ত্ব কথনং।

৫০শ প্রশ্ন। জীবদেহে আত্মা কোন্ স্থানে আছেন, এবং তাঁহাকে জানিবারই বা উপায় কি?

৫০শ উত্তর। নির্ব্বাণতন্ত্রে শিব উক্তি যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃতার্থ গদ্য ভাষায় বলিতেছি শ্রবণ কর।—এই জন্য-দেহে সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত দ্বীপ পৃথিবী, সুমেরু গিরি অবস্থিতি করে এবং সমস্ত নদ নদ্যাদি, পর্ব্বত প্রভৃতি ও ক্ষেত্র ক্ষেত্রপাল সমূহের অবস্থিতি আছে, আর সকল মুনি ঋষি ও গ্রহনক্ষত্রগণ, পুণ্যতীর্থ, পুণ্যপীঠাদি এবং পীঠ দেবতাগণও সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। বিশেষতঃ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতেরও অবস্থান আছে। অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই জগতের মধ্যে যত জীব আছে, সে সকলই দেহ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে এবং ঐ সকল বস্তু মেরু-দণ্ড বেষ্টন করত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত আছে। অধিকন্তু মানব দেহে শরীরাভ্যন্তরে সার্দ্ধত্রিকোটী নাড়ী আছে, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ী শ্রেষ্ঠা হয়। তাহা-দিগের নাম যথা—ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, হস্তীজিহ্বা, কুহু, সরস্বতী, পুংসা, শঙ্খিনী, চিত্রানী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী, যশস্বিনী। ইহার মধ্যে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিন নাড়ী শ্রেষ্ঠতরা হয় এবং ঐ প্রধানা নাড়ীত্রয়ের মধ্যে একা সুষুম্না সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হয়েন,

ঐ শ্রেষ্ঠতমা নাড়ী মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত মিলিতা আছে। যদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যদেশে সুমেরু পর্ব্বতে ভূর্লোকাদি সপ্ত স্বর্গ আছে, তদ্রূপ নরদেহের মেরুদণ্ডে ঐ সুষুম্না নাড়ী আশ্রয় করিয়া, ছয় গ্রন্থিতে মূলাধারাদি আজ্ঞাখ্য পর্য্যন্ত পদ্মাকারে ছয় চক্র আছে। তাহার নাম যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাখ্য। সর্ব্বোপরি সহস্রার (যাকে সত্যলোক বলিয়া বর্ণন করা যায়) ঐ সকল প্রধানা নাড়ী অধোমুখা বিষতন্তুসমা অর্থাৎ পদ্মসূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্মা হয় এবং ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না সাক্ষাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, এবং অগ্নি স্বরূপা। ঐ নাড়ীত্রয়ের মধ্যগতা চিত্রানাম্নী অপূর্ব্ব গুণবিশিষ্টা এক নাড়ী আছে, তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা, তাহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলা যায় এবং সুষুম্নার মধ্যগতা ঐ চিত্রা নাড়ীকে যোগিগণ অমৃতানন্দকারক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ঐ সুষুম্নার বামভাগে ঈড়া চন্দ্রস্বরূপা, ও দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা সূর্য্য স্বরূপা, ঐ দুই নাড়ী ধনুকাকারে প্রতি চক্রে চক্রে বেষ্টন করিয়া, মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের নিম্নে ভ্রূসন্নিহিত নাসা বিবর পর্য্যন্ত গিয়া সুষুম্নাতে মিলিতা হইয়াছে, কেবল আজ্ঞাচক্র ব্যতীত বিশুদ্ধচক্র পর্য্যন্ত পঞ্চ পদ্মকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল নাড়ী মূলাধার হইতে উঠিয়াছে, তাহারা সকল শরীরের এক এক অঙ্গ পর্য্যন্ত গিয়া নিবৃত্ত হইয়া তত্তৎ স্থানীয় কার্য্য সম্পন্ন করে, অর্থাৎ চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহ্বা, সিস্ন, কুক্ষি, বক্ষঃ, হস্তাঙ্গুষ্ঠ, পদাঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বিরাজিতা হয়। ঐ সকল নাড়ীর শাখা প্রশাখা ক্রমে সার্দ্ধ ত্রিকোটী নাড়ী উতপ্রোত, অর্থাৎ বস্ত্রের টানা পড়িয়ানের ন্যায় সর্ব্ব শরীরকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ঐ সকল নাড়ী বায়ু-সঞ্চার-রহিতা, শুদ্ধ ভোগকে হরণ করেন। এ স্থলে

নাড়ীর বিষয়ে আর বাহুল্য বর্ণন করা অনাবশ্যক, ষট্‌চক্রের বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করি, শ্রবণ করিলেই, ইহার ভাবজ্ঞান জন্মিবেক।

## ষট্‌চক্র নিরূপণ।

### মূলাধার চক্র বর্ণন।

গুহ্যদ্বারের ঊর্দ্ধে লিঙ্গমূলের অধঃ চতুরঙ্গুল বিস্তৃত যে স্থান আছে, তাহাকে মূলাধার পদ্ম বলা যায়, সেই পদ্ম, বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্তিমাকার এবং ব শ ষ স এই চারি বর্ণে চতুর্দ্দল বিশিষ্ট হয়, তৎকর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডল আছে, তন্মধ্যে বিদ্যুল্লতাকারা পরদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্পাকৃতি সার্দ্ধ ত্রিসঙ্কুচিত শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় বলয়াকার হইয়া সুষুম্না নাড়ীর দ্বার অবরোধ করিয়া আছেন, অর্থাৎ যে দ্বার দিয়া ব্রহ্মদ্বার গমন করিতে হয়, কুণ্ডলিনী দেবী সুষুপ্ত্যবস্থায় সেই দ্বার স্বমুখে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। অতএব যোগিগণ প্রথমেই কুণ্ডলিনী চেতন করিবার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কুণ্ডলিনী শক্তি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়েন, যেহেতু কুণ্ডলিনী গুপ্ত বর্ণরূপা, সুতরাং মূলাধার উক্ত সুষুম্নার দ্বারে আঘাত করিলে, বর্ণ সকল অব্যক্ত নাদ হইতে বিকৃত রূপে বহির্গত হয়, যদ্রূপ বীণা যন্ত্রের তারের মধ্যে অব্যক্তরূপ স্বরের অবস্থান আছে, মূলে মেজরাপের আঘাত পাইলেই স্বর সকলের ব্যক্তরূপ অধিষ্ঠান হয়, তদ্রূপ কুণ্ডলিনী শক্তির প্রভাবেই বাক্যের উৎপত্তি হয়, সুতরাং তাঁহাকে বাগ্দেবী বলিয়া তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এবং 'কুল' শব্দে যোনি হয়, তেঁহ যোনি সংস্থান বিধায় কুল-

কুণ্ডলিনী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। অধিকন্তু তথায় কামবীজ বিরাজমান, ঐ বীজ ক্রিয়া-শক্তি এবং জ্ঞান-শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্ব শরীরস্থ প্রতি চক্রে ভ্রমণ করে। আর তত্র স্বয়ম্ভু নামে লিঙ্গ এবং ডাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী আছেন। গুরু উপদেশক্রমে বিধিমত কুম্ভক দ্বারা তাঁহাকে অর্থাৎ কুল-কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিলে অবিলম্বে সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বর হয়, অর্থাৎ খেচরত্ব, অমরত্ব, ত্রিকালজ্ঞত্ব প্রভৃতি সিদ্ধি হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১॥

---

## স্বাধিষ্ঠান চক্র বর্ণন।

লিঙ্গমূলে যে দ্বিতীয় পদ্ম, তাহার নাম স্বাধিষ্ঠান চক্র। ঐ পদ্ম রক্তবর্ণ, এবং 'ব ভ ম য র ল' এই ষড় বর্ণে ষড়্‌দল বিশিষ্ট, তথায় বালাখ্য নাবে সিদ্ধলিঙ্গ এবং রাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠান করেন। যে সাধক সর্ব্বদা ঐ সুসুন্দর স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ধ্যান করিতে সক্ষম হয়, তাহার নিকট কামরূপধারী দেবাঙ্গনাগণ কামে মোহিত হইয়া ভজনাভিলাষে ব্যগ্র হয়েন, এবং সেই সাধক মৃত্যু-ঞ্জয়ত্ব লাভ করত অশ্রুত, অজ্ঞাত শাস্ত্র সকলের অবাধে ব্যাখ্যা করিতে পারে, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হয় ॥ ২ ॥

---

## মণিপূরক চক্র বর্ণন।

নাভিমূলে যে তৃতীয় পদ্ম আছে, তাহার নাম মণি-পূরক চক্র, ঐ পদ্ম স্বর্ণ-বর্ণ এবং ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশ বর্ণে দশ দল বিশিষ্ট অতিসুশোভিত, তত্র রুদ্রাখ্য সিদ্ধ লিঙ্গ এবং লাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী হয়েন। ঐ মণিপূরক চক্রকে বিধিবৎ ধ্যান করিতে পা-

রিলে লোক সর্ব্ব সুখী এবং পাতাল-সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকার মধ্যে যে স্থানে যে বস্তু আছে তাহা সকলি জ্ঞাত হইতে পারে এবং স্বর্ণাদি ধাতু উৎপত্তি করিতে পারে। ঐ পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে দ্বাদশ কলাযুক্ত সূর্য্যমণ্ডলরূপ জঠরাগ্নি আছে, ঐ জঠরানল বৃহত্তেজের অংশ, অর্থাৎ সাক্ষাৎ মহাকাল স্বরূপ, যে হেতু তেঁহ জীবদেহে পাচকাগ্নিরূপে বাস করিয়া সমুদয় আহারীয় বস্তু পরিপাক করেন। অতএব সুবুদ্ধি যোগী সাধকেরা উপবাসাদি অনশমে বিরত হইয়া যথাকালে নিয়মানুসারে ঐ বৈশ্যানরকে অন্নাদি আহুতি প্রদান করেন, এবং তদকরণে প্রত্যবায় আছে বলিয়া উক্ত করিয়াছেন॥ ৩॥

---

## অনাহত চক্র বর্ণন।

জীবের হৃদয়ে অতি সুশোভন যে চতুর্থ পদ্ম আছে, তাহার নাম অনাহত চক্র, সেই পদ্ম রক্তবর্ণ এবং ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশ বর্ণরূপ দ্বাদশ দলান্বিত হয়, তথায় পীণাক নামে সিদ্ধ লিঙ্গ এবং কাকিনী নামে শক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়েন। ঐ পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণাকার পীঠে (যম) ইত্যাকার বর্ণ শোভিত আছে, সেই যঙ্কারই বায়ু-যন্ত্র, তাহাতেই প্রাণাখ্যা বায়ু নিয়ত অবস্থিতি করেন, সেই প্রাণ পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্ম ফলে বাধ্য, অর্থাৎ প্রাপ্তাভিমানী হওত নানা প্রকার বাসনাতে অলঙ্কৃত হইয়া জীবের হৃদয়ে বাস করেন, কার্য্যভেদে ঐ এক প্রাণবায়ু বিবিধ নাম ধারণ করেন, তত্তাবতের নাম উল্লেখ এ স্থলে করা বাহুল্য এ বিধায় সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ শরীরের অন্তঃস্থ হয়েন, অর্থাৎ হৃদয়ে প্রাণ, গুদে অর্থাৎ মূলাধারে অপান,

নাভিমণ্ডলে সমান, কণ্ঠদেশে উদান বাস করেন, এবং ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীরে ভ্রমণ করেন। আর নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই পঞ্চ প্রাণ বহিঃস্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উদ্গার, হিক্কা, জৃম্ভণ এই পঞ্চ কর্ম্ম ঐ বহিঃস্থ পঞ্চ বায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু ঐ দশ প্রাণ যদিচ প্রধান, তথাপি প্রাণাদি অন্তঃস্থ পঞ্চ প্রাণ অতি প্রধান বলা যায়, তন্নিমিত্তই সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি ভোজনের পূর্ব্বে উক্ত অন্তঃস্থ পঞ্চ প্রাণকে অগ্রেই পঞ্চগ্রাস প্রদানের বিধি হইয়াছে। অতএব হৃদয়স্থ ঐ অনাহত চক্র ও তত্রস্থ পদার্থ সকল যে সাধক ধ্যান করিতে সক্ষম হয়, তাহার নিকটে কামার্ত্ত দেবাঙ্গনাগণও ক্ষুব্ধ হয়, অর্থাৎ সে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয়, এবং তাহার খেচরত্ব, ভূচরত্ব, অমরত্ব, ত্রিকালজ্ঞত্ব প্রভৃতি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৪ ॥

---

## বিশুদ্ধ চক্র বর্ণন।

কণ্ঠমূলে যে পঞ্চম পদ্ম আছে, তাহার নাম বিশুদ্ধচক্র, সেই পদ্ম ধূম্র-বর্ণ এবং অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই শোড়ষ বর্ণাত্মিকা শোড়ষ দল সমন্বিত হয়, তত্র ছগলান্ত নামে সিদ্ধ লিঙ্গ এবং শাকিনী নাম্নী শক্তি অধিদেবতার অবস্থান হয়। যে সাধক ঐ চক্র নিয়ত ধ্যান করে, সে সাক্ষাৎ বাগীশ্বর অর্থাৎ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং ভয়দ অর্থাৎ তাহার ক্রোধ হইলে ত্রিলোক কম্পমান হয়, বিশেষতঃ বজ্র সম দৃঢ় শরীর হইয়া চিরজিবী হয় ॥ ৫ ॥

---

## আজ্ঞা চক্র বর্ণন।

ভ্রু দ্বয় মধ্যে যে ষষ্ঠ পদ্ম আছে, তাহার নাম আজ্ঞাচক্র, সেই পদ্ম শুক্ল বর্ণ এবং হ ক্ষ এই দুই বর্ণে দ্বিদল

ন্বিত হয়, তত্রস্থ অৰ্দ্ধ-নারীশ্বর সিদ্ধ লিঙ্গ এবং হাকিনী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ঐ পথিমধ্যে কর্ণিকারে শরচ্চন্দ্রের ন্যায় ঠং জ্যোতির্লিঙ্গ যোগিগণের নিত্য ধেয়। তন্মধ্যে নবকোণ এক যন্ত্র আছে, সেই যন্ত্র মধ্যে চন্দ্রবীজ দেদীপ্যমান আছেন, সেই পরম তেজোরূপ পরম ব্রহ্ম শিবরূপী 'হংস' আকারে বিরাজমান হন, যাহার জ্ঞানে যোগিগণ পরমহংস নামে পরিচিত হয়েন, এবং পরম সিদ্ধি লাভ করেন। ঐ পদ্মমূলে ঈড়া, পিঙ্গলা উভয় নাড়ী সুষুম্না নাড়ীতে মিলিতা হইয়াছেন। তন্ত্রান্তরে ঐ স্থান প্রয়াগ তীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যেহেতু ঈড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্নাকে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী বলিয়া বর্ণনা আছে, তন্নিমিত্ত ত্রিসংযোগ দ্বারা ত্রিবেণী বলা যায়। তদূর্দ্ধে ললাটস্থ পীঠত্রয় সপ্তম পদ্ম বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহা সৰ্ব্ব শাস্ত্রে গুহ্যতম, অর্থাৎ ষট্চক্রের অতিরিক্ত, সেই স্থানে নাদ, বিন্দু এবং চিৎশক্তি বিরাজিত হন। ঐ আজ্ঞা চক্রের মৰ্ম্মজ্ঞ সাধক সৰ্ব্বসিদ্ধেশ্বর হয়, অর্থাৎ মূলাধারাদি বিশুদ্ধান্ত পঞ্চ চক্র ধ্যানের যে ফল, তাহা সম্যক্‌রূপে ঐ আজ্ঞাচক্র ধ্যানই হয়, বিশেষতঃ যে সাধক ঐ চক্র ধ্যান করিয়া রসনাকে তালুমূলে নিবিষ্ট করত সহস্রারচ্যুত অমৃত পান করণে সক্ষম হয়, সে ব্যক্তি যক্ষঃ, রক্ষঃ, গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর, অপ্সর আদি সৰ্ব্ব লোকের পূজিত হয়, এবং তখন জপাদি এবং প্রতিমাপূজা প্রভৃতি বাহ্য কৰ্ম্ম সকল তাহার তেজ্য হয় অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনা বলিয়া জ্ঞান জন্মে, আর মৃত্যু সময়ে যদি ঐ পদ্ম স্মরণ করত প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তবে সেই সাধক পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায় তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ৬॥

## সহস্রার বর্ণন।

তালুমূলের ঊর্দ্ধদেশে দিব্যরূপ সহস্র দল পদ্ম আছে। ঐ পদ্ম অধোবক্ত্র, শুক্ল, রক্ত, পীত, কৃষ্ট এবং হরিদ্রাদি নানা বর্ণে সুশোভিত এবং তদ্দল সকল সর্ব্বশক্তি সমন্বিত তাহার শোভা বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহেন, ঐ পদ্মের নিম্নভাগে হ স খ ফ্রেং হ স ক্ষ ম ল ব র যং এই দ্বাদশ বর্ণে দ্বাদশ দল এক অপূর্ব্ব পদ্ম ঊর্দ্ধমুখে আছে, তদুপরি অর্থাৎ উক্ত সহস্র দল পদ্মের কর্ণিকান্তর্গত গুরুরূপী পরমাত্মা শুদ্ধ পারদ ন্যায় এবং অগ্নিসম তেজঃপুঞ্জ ও কোটি-সূর্য্য-সম-প্রভ, অথচ কোটি চন্দ্র তুল্য সুশীতল, নিত্য, নিরঞ্জন, নির্গুণ, নিষ্কাম দ্বৈতরহিত অর্থাৎ আদি অন্ত মধ্য শূন্য এই ত্রিশূন্য রহিত সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তথায় নিত্য অবস্থান করিতেছেন। তিনিই সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্ব জীবের সহস্রারে আত্মারূপে বাস করিতেছেন, তাঁহারই সত্ত্বা হেতু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চেষ্টার আবির্ভাব হয়, এবং তাঁহার নিঃসত্ত্বে ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টার তিরোভাব হয়। তিনি এ মত নিত্য বস্তু, যে কোটিকল্প যুগযুগান্তরেও তাঁহার ধ্বংস নাই, তাঁহাকে অস্ত্রে ছেদন, বা অগ্নিতে দাহন, কিম্বা বায়ুতে শোষণ অথবা জলে কোমল করিতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহার বিনাশ নাই। অতএব তাঁহার ঐ বাসস্থান অর্থাৎ উক্ত সহস্র দল পদ্মই নির্ব্বাণ মুক্তির আলয়। যে সাধক নিয়ত ঐ স্থানের ধ্যান করে, তাহার এক বৎসর কালের মধ্যেই সকল সিদ্ধি লাভ হয়, এবং সেই সহস্র দল কমল হইতে ক্ষরিত সুধা যে সাধক পান করে, সেই যোগী স্বীয় মৃত্যুর মৃত্যু বিধান করত চিরজীবী হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি লোকে বিচরণ করিতে পারে, আর তদ্দ্বারা কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির

সহ চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিও সেই পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়। সেই পদ্মকে জানিলে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরও চিত্ত-বৃত্তির বিলয় হয়, অর্থাৎ সর্ব্বোদ্বেগ হইতে বিগত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়। ঐ সহস্র দল পদ্মের মাহাত্ম্য আমি কি বর্ণন করিব,ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপ বর্ণন করিতে পারেন নাই, ইহা তিনি তন্ত্রে বারম্বার উক্তি করিয়াছেন।

---

## লয় কথনং।

৫২শ প্রশ্ন। লয় শব্দের অর্থ কি? এবং তাহা কি প্রকার?

৫২শ উত্তর। লয়ের অর্থ লীন হওয়া অর্থাৎ এক পদার্থে অন্য পদার্থ অকৃত্রিমরূপে মিলিত হওয়া, যাহা পুনরায় পৃথক্ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহাকেই লয় বলা যায়। কিন্তু পুরাণ শাস্ত্রাদিতে ব্রহ্মাণ্ডের যে চতুর্ব্বিধ প্রলয় বর্ণনা আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জগতের প্রভু ব্রহ্মা যখন শয়ন করেন, তাঁহার নিদ্রার নিমিত্ত যে প্রলয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। আর ঐ ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন জগতের প্রাকৃতিক প্রলয় হয়। এবং যোগীরা জ্ঞান প্রভাবে পরমাত্মাতে যে লীন হয়, তাহার নাম আত্যন্তিক প্রলয়। আর সর্ব্বদা উৎপন্ন প্রাণীদিগের দিবারাত্র যে নাশ হইতেছে, তাহাকে নিত্য প্রলয় বলে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল এই যে, প্রাণীদিগের দেহই ব্রহ্মাণ্ড, এবং প্রভু যে জীব তিনিই ব্রহ্মা, ঐ জীবের নিদ্রাবস্থাই নৈমিত্তিক প্রলয় এবং তাহার আয়ুঃ শেষ হইলে যে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি তাহার নাম প্রাকৃতিক প্রলয়, আর তন্মধ্যে জ্ঞানোদয়ান্তে যে যোগির মৃত্যু হয়, তাহার পুনরাবৃত্তি সম্ভবে

না, এজন্য তাহার মৃত্যুকে আত্যন্তিক প্রলয়, এবং অপ-রাপর প্রাণীর মরণকে নিত্য প্রলয় বলা হইয়াছে।

---

### জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ।

৫২শ প্রশ্ন। মহাশয়! জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি?

৫২শ উত্তর। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ মূলাধার-স্থিত সুষুম্নার মুখ, যাহাকে ব্রহ্মদ্বার বলা যায়, সেই দ্বার-মুখাবরোধিনী যে কুণ্ডলিনী শক্তি, তাঁহাকে যোগ সাধন দ্বারা চৈতন্য করত তাঁহার প্রসন্নতানুসারে সেই ব্রহ্ম-পথ মুক্ত করিয়া, অন্তঃস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে কুম্ভক দ্বারা সেই ব্রহ্মমার্গে গমনাগমন করণে সক্ষম হইলে, এবং হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলন করিতে পারিলেই পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়, অর্থাৎ সেই যোগী, সেই সাধক, সেই সর্ব্বলোক পূজিত, তাহার অগম্য স্থান এবং অসাধ্য কার্য্য ত্রিগজতে কিছুই থাকে না। সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা বেদান্ত শাস্ত্রের অবলম্বনে সাক্ষাৎ পরমাত্মার স্বরূপ জীবকে অবিনশ্বর জানিয়া মনকে নিরালম্ব করত নিঃসংশয় হইয়া সেই মহাগুণ চিন্তায় মগ্ন থাকে। এবং সম্পূর্ণ বিষয়ী হইলেও বিগতস্পৃহ হইয়া মনকে বৃত্তিহীন করত স্বয়ং পরিপূর্ণ আত্মবৎ জ্ঞান পাইয়া অহং আদি নাম ব্যবহার করে না, অর্থাৎ জগতকে আত্মরূপ দেখে, যেহেতু তৎ সম্বন্ধে এই জগৎ আত্মরূপে বিদ্যমান হয়েন। যে ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞান অবগত, সেই ব্যক্তিই আমি, তুমি বাক্য ত্যাগ করত অখণ্ডরূপ চিন্তা করে, তাহার অধ্যারোপ ও অপবাদ এতদুভয়ই বিলয় হইয়া যায়, সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযম করত সর্ব্বসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া নির্লিপ্ত বিষয়ে সুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করে আর সমস্ত ইতরালাপ বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া স্বয়ং

এক অদ্বৈত জ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়,এমন কি গুরু বাক্যেও নিবৃত্ত হইয়া যায়, যেহেতু বন্ধ মুক্তি উভয়ের বিবেচনা থাকে না। অর্থাৎ মিথ্যা জল্পনা বলিয়া জ্ঞান করে, সর্ব্বদা আত্মাকেই সম্পূর্ণরূপে দর্শন করে, সেই সাধক জীবন্মুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। এতদাভাষ ভগবদ্গীতার সাংখ্য যোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯ শ্লোকে দৃষ্ট কর, এবং বেদান্তসারে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ ভাষাতে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর।

বেদান্তসার ভাষা।

লঘু-ত্রিপদী।

চতুর্ব্বেদ সার, করিব প্রচার,
শুন সবে বিশ্বাসিয়া।
যে যুগে যে ধর্ম্ম, করিবে সে কর্ম্ম,
গুরু উপদেশ নিয়া॥
শুক্তিকার যত, রজ্জু সর্প মত
মরীচিকা মত তথা।
স্বপনের মত, কল্পিত জগত,
বেদে কহে এই কথা॥
মাত্র নানা অস্তি, বেদে কহে অস্তি,
মায়ামাত্রমিদমিতি।
নানাবিধ মত, শ্রুতি স্মৃতি শত,
তবে কে বলিবে ক্ষিতি॥
বেদে এই কয়, আত্মা পূর্ণময়,
কোথা জগতের স্থান।
ব্রহ্মাই জগত, বেদে এই মত,
ব্রহ্মময় সব মান॥

আত্মা সদাশিব, মায়াময় জীব,
ভয় শোক কেন কর।
আছে মহা বাক্য, আদি কত সাক্ষ্য,
জীব ব্রহ্ম বলে ধর॥
মায়া মোহ যত, সব মনোগত,
আত্মাতে কিছু না ভাষে।
সব আত্মা মান, মন মিছে জান,
কে বা কোথা হৈতে আসে॥
যদি জীব হয়, তবে ব্রহ্মময়,
মুক্ত হৈল বেদে বলে।
কিরূপে জীবত্ব, ছাড়িয়া শিবত্ব,
হবে স্বভাব না চলে॥
জীব ধর্ম্মযুক্ত, হয় যদি মুক্ত,
তবে মুক্তিমাত্র কথা।
জীব ধর্ম্ম যথা, থাকয়ে সর্ব্বথা,
সুখ দুঃখ দ্বেষ তথা॥
কহে জীব বাদী, বুদ্ধি সুখ আদি,
জীব ধর্ম্ম চতুর্দ্দশ।
অতএব কই, জীব ধর্ম্ম এই,
জীব বলে কিবা রস॥

পয়ার।

বেদান্ত মতের অর্থ করিনু প্রচার।
অধ্যাত্ম সারেতে আছে প্রমাণ ইহার॥
আচার বিচার করে শরীর শোধন।
উপবাস তীর্থ ব্রত ইন্দ্রিয় রোধন॥

সকলি মায়ার পাক ফের কত কাল।
জীব বাঁধাইতে বিধি পাতিয়াছে জাল ॥
সাকার দেবতা কোথা কেবা দেখিয়াছে।
শিশু ভুলাইতে সব দ্বৈত মত আছে ॥
বালকের যেমন খেলাতে হয় মন।
সাকারেতে লীলা খেলা জানিবে তেমন ॥
নিরাকার এক ব্রহ্ম সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।
দ্বৈতবাদী মায়া মোহে সাকারেতে ভুলে ॥
বাক্যের গোচর নহে মন অগোচর।
সাধনা কোথায় তার সেকি আত্মপর ॥
নিরাকার নির্গুণ নির্লেপ নিরাধার।
কর্ম্মাতীত একা সর্ব্বময় চিদাকার ॥
ব্রহ্মময় সকলি ভেদের নাহি লেশ।
তাহাতে বিকল্প করে বাড়ে রাগ দ্বেষ ॥
আত্মাই করেন সব খায়েন আপনি ॥
শুদ্ধাশুদ্ধ ভেদ নাই স্থির এই বাণী।
কিছুই নাহিক ভেদ জ্ঞান কর সার।
সকলি আপন মানি কর ব্যবহার ॥
অভ্যাসের বলেতে ইন্দ্রিয় আদি মন।
কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হয় ভ্রমে সর্ব্বক্ষণ ॥
ইন্দ্রিয় করয়ে কার্য্য মন পায় লাজ।
সুখ দুঃখ ভয় শোক মনেতে বিরাজ ॥
আত্মা কৃত কোন কর্ম্ম নহে কদাচিত।
সাক্ষীর স্বরূপ সর্ব্ব ভূতে বিরাজিত ॥
মনের হইলে লয় মুক্ত কেহ কয়।
সে কথাও মিথ্যা বলি জান সুনিশ্চয় ॥
শুনহ সারার্থ ভাব লয়ে কিবা গুণ।
আত্ম জ্ঞানী নিত্য মুক্ত বুঝিবে নিপুণ ॥

ভ্রান্তিমূল শাস্ত্র আদি বৃথা পরিশ্রম।
বন্ধ মুক্তি লয় ভয় সব মাত্র ভ্রম॥
লোভেতে করয়ে কর্ম্ম ইন্দ্রিয় সকলে।
পুনঃ পুনঃ জন্মে মরে কৃতকার্য্য ফলে॥
সংসার সাগর বৃথা মায়াতে মোহিত।
আত্মা ব্রহ্ম পূর্ণ জ্ঞানী হয় মায়াতীত॥
বেদে কহে মায়া নাই সব ব্রহ্মময়।
আত্মা পূর্ণ ব্রহ্মময় নাহিক সংশয়॥

---

## নির্গুণেশ্বরের পূজা।

মহামুনি শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক নির্গুণেশ্বরের পূজা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে,তাহা এই স্থানে বক্তব্য বিধায় তাহার প্রকৃতার্থ ভাষাতে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

### পয়ার।

নির্গুণের পূজা অতি আশ্চর্য্য কথন।
সর্ব্বময় সম্পূর্ণের কোথা আবাহন॥
সকল বস্তুতে যিনি সদা বিরাজিত।
তাঁহাকে আসন দান অতি বিপরীত॥
সচ্ছন্দ শরীর স্নিগ্ধ অর্ঘ কেন তাতে।
আচমন কি কারণ শুদ্ধ শরীরেতে॥
নির্ম্মল শরীরে স্নান কিসের কারণে।
বিশ্ব যার উদরস্থ কি কার্য্য বসনে॥
নির্লেপ শরীরে গন্ধ কিরূপে লেপিবে।
নিরালম্ব উপনীত কেমনে হইবে॥
ঘ্রাণহীনে বৃথা পুষ্প ধূপ নিবেদন।
নেত্র হীন জনে দীপ কিবা প্রয়োজন॥

নিত্য তৃপ্তকে নৈবেদ্য তাম্বুলাদি দান।
স্বয়ং প্রকাশ্যমানের কেন নিরঞ্জন॥
অনন্তের প্রদক্ষিণ কি রূপেতে ঘোরে।
অদ্বিতীয় যিনি তাঁকে প্রণাম কে করে॥
বেদ অগোচর যিনি কেবা করে স্তব।
সদসৎ সকল বস্তুতে আবির্ভাব॥
অন্তরে বাহিরে বিশ্ব পূর্ণ একজন।
কে করে তাঁহার আবাহন বিসর্জ্জন॥
পরমেশ পূজা সর্ব্বাবস্থাতে বিহিত।
পরমেশ মন ঐক্য করিবে নিশ্চিত॥
দেহে প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি চিত্ত বুদ্ধি মন।
সকল হইতে ভিন্ন হইবে সুজন॥
স্বচ্ছন্দে পূজিবে দেব আপন আত্মাতে।
যোগ ভোগ কর্ত্তা আত্মা জীবের দেহেতে॥
এরূপে আত্মার পূজা করিবে যে জন।
বাহ্য পূজা বৃথা তার নাহি প্রয়োজন॥

৫৩শ প্রশ্ন। প্রভো! পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে মহামুনি শুকদেব গোস্বামী তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম পশ্চাৎ প্রকাশ করিবেন, অতএব নিবেদন যে সেই রহস্য পদার্থ শুনিতে আমার চিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, সদয় হইয়া তাহা প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হউক।

৫৩শ উত্তর। হাঁ বটেং আমার সে কথা স্মরণও ছিল না। ভালং ধর্ম্ম বিষয়ে তোমার যে অত্যধিক যত্ন, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, উক্ত গ্রন্থ সমুদয় বর্ণনা করিতে হইলে অধিক সময় অপেক্ষা করে, অতএব তাহার সার (নির্ব্বাণাষ্টক) নামে যে ৮টী শ্লোক আছে। তৎশ্রবণেই মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিবে। যথা—

অথ নির্ব্বাণাষ্টক।

শুকদেব উবাচ।

ভেদাভেদৌ সপদি বিগতৌ পাপপুণ্যে বিশীর্ণে।
মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতৌ নষ্ট সন্দেহবৃত্তিঃ॥
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।১।

অস্যার্থ—পয়ার।

ভেদাভেদ আত্ম পর পাপ পুণ্য যত।
মায়া মোহ হ্রাস বৃদ্ধি নষ্ট মনোগত॥
তত্ত্ব জ্ঞান সাধনে এ সবার বিনাশ।
শব্দাতীত ত্রিগুণ রহিত স্বপ্রকাশ॥
ত্রিগুণ স্বরূপ বেদ কর্ম্মফল দাতা।
সাবিত্রী পরমা বিদ্যা যে বেদের মাতা॥
নিষেধ বিবিধ বাক্য কর্ম্ম বেদাচার।
বেদ ছাড়া হৈলে হয় নিয়মের পার॥
হইলে নিয়মাতীত ব্রহ্মতুল্য হয়।
প্রথম শ্লোকের অর্থ এই সুনিশ্চয়॥১॥

যস্মিন্ বিশ্বং সকল ভুবনং সামরস্যৈক ভূতং।
উর্ব্বী চাপোঽগ্ন্যনিল গগনং জীবমাহুঃ ক্রমেণ॥
তৎ ক্ষীরাব্ধৌ সমরসতয়া সৈন্ধবীকন্দ ভূতং।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধিঃ কোনিষেধঃ।২।

অস্যার্থ—পয়ার।

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যতেক সাকার।
প্রকৃতিপুরুষময় বিশ্ব নাম তার॥
ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ পঞ্চমে।
বিশ্বরূপী জীব দেহ হয় ক্রমে ক্রমে॥

প্রকৃতি পুরুষ যোগে মৈথুন তাড়নে।
ব্রহ্মের সদৃশ পরানন্দ দুইজনে॥
সহস্রার হৈতে ক্ষীর শুক্র যার নাম।
লিঙ্গ দ্বারে যোনি মুলে করেন বিশ্রাম॥
স্ত্রীরেতঃ সহিত শুক্র হন সম রস।
তাহা জন্মে জীব দেহ ব্রহ্মের নিবাস॥
অতএব দেবাতীত হও সাধুগণ।
নিষেধ বিধি পাপ পুণ্য নাহিক গণন॥ ২॥

যদ্যাত্মানং সকলবপুষামেকমন্তর্ব্বহিঃস্থং।
দৃষ্ট্বা মূর্ত্তিং খমিব সততং সর্ব্বভাণ্ডস্থমেকং॥
অন্যৎ কার্য্যং কিমপি ন ততঃ কারণাদ্ভিন্নরূপং।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধিঃ কোনিষেধঃ।৩।

অস্যার্থ—পয়ার।

যদি আত্মা সর্ব্ব দেহে অন্তর্ব্বাহে একা।
দেহ মধ্যে শূন্যরূপ নাহি লেখাজোখা॥
দেহ সাধনেতে ব্রহ্ম সাধন হইবে।
স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন হৈয়ে কি কার্য্য সাধিবে॥
অতএব আগমেতে মন কর গাঢ়।
দেবাতীত হও সাধু নিষেধ বিধি ছাড়॥ ৩॥

যদ্বন্নদ্যঃ সমরসতয়া সাগরত্বং হ্যবাপ্তাঃ।
তদ্বজ্জীবা লয়মুপগতাঃ সাকরত্বং হ্যবাপ্তা॥
ভাবাতীতে ত্রিগুণরহিতে সচ্চিদানন্দরূপে।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধিঃ কোনিষেধঃ।৪।

অস্যার্থ—পয়ার।

নদীর জল যথা অন্য নদীতে মিশিয়া।
সমরসে গঙ্গা জলে গঙ্গাত্ব পাইয়া॥

পুনঃ সমুদ্রের জলে গঙ্গাজল যোগে।
মিশিয়া সমুদ্র হন পূর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগে ॥
সেইরূপে জীব সর্ব্বে নির্ব্বাণ কারণ।
সাকার দেহেতে যোগ করয়ে সাধন ॥
জীব ব্রহ্ম রূপ সর্ব্ব সিদ্ধান্ত বচন।
জীবামৃত রেতঃ শুক্র জীবের কারণ ॥
পুংরেতঃ স্বরূপ শিব প্রকৃতির শক্তি।
দুই সমরস হৈলে ব্রহ্মানন্দ মুক্তি ॥
সৃষ্টির কারণ এই শিব শক্তিযোগ।
প্রকৃতি পুরুষ যোগে সংসারেতে ভোগ ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ শক্তিযোগ মূল।
বেদাগম সিদ্ধবাক্য কহিলাম স্থূল ॥
সাকার সাধনে সাকারেতে লয় হবে।
শক্তি দেহে লয় হৈলে নির্ব্বাণ পাইবে ॥
ভাবাতীতে গুণাতীতে সত্য লোকাশ্রিতে।
সচ্চিদানন্দ রূপেতে সকলে যাপিতে ॥
অনায়াসে লয় হবে দেবাতীত হও।
নিষেধ বিধি ত্যাগ কর কার পানে চাও ॥ ৪ ॥

হেম্নঃ কার্য্যং হুতবহগতং হে মতৎ হৈমমেব।
ক্ষীরং ক্ষীরে সমরসগতে তোয়মেবাম্বু মধ্যে ॥
এবং সর্ব্বং সমরসতয়া তৎপদং তৎ পদার্থে।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধিঃ কোনিষেধঃ ।৫।

অস্যার্থ—পয়ার।

অগ্নিযোগে সুবর্ণ সুবর্ণে হয় লয়।
জলে জল ক্ষীরে ক্ষীর সম রস হয় ॥
এইরূপ সর্ব্ব বস্তু সমানে সমানে।
সম রস হয় শুকদেবের বচনে ॥

অতএব ত্রিগুণ অতীত হৈয়ে চর।
লোকাচার নিষেধ বিধি ভয় পরিহর॥ ৫॥

দৃষ্ট্বা দেবং পরমমপরং স্বাত্মভাবৈকরূপং
বুদ্ধ্বাত্মানং সকলবপুষামেকমন্তর্ব্বহিঃস্থং।
ভূত্বা নিত্যং স্বসদৃশতয়া স্বপ্রকাশস্বরূপং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥৬॥

অস্যার্থ—পয়ার।

পরাপর দৃষ্টাদৃষ্ট অন্তর বাহিরে।
বুদ্ধি আত্মা এক বস্তু সকল শরীরে॥
এমত জ্ঞানেতে যেই অভেদ ভাবিবে।
ব্রহ্মের সমান ভাব সেই সে পাইবে॥
অতএব বেদ ছাড় কর্ম্মাতীত হও।
নিষেধ বিধি ত্যাগ কর ব্রহ্মপদ লও॥ ৬॥

যত্রৈবাহং কিমপি সভয়ং কোঽয়মত্র প্রপঞ্চঃ
স্বচ্ছং দেবে গগণ সদৃশে পূর্ণতত্ত্বপ্রকাশে।
আনন্দাখ্যা সমরসগুণে বাহ্যমন্তর্ব্বিহীনে
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥৭।

অস্যার্থ—পয়ার।

অহং সর্ব্বময় জ্ঞান হইবে যাহার।
ত্রৈলোক্যেতে পর কেহ না রহে তাহার॥
পরমানন্দ সাধন পঞ্চ তত্ত্ব ভোগে।
অন্তর্ব্বাহ্য জ্ঞানশূন্য শিব শক্তি যোগে॥
সমগুণে সমরসে হইবে মিলন।
পরম নির্ব্বাণ তার না হয় খণ্ডন॥
নিষেধ বিধি ত্যাগ কর হও স্বেচ্ছাচারী।
ত্রিগুণ কাটিয়া পার হও ভববারি॥ ৭॥

কার্য্যাকার্য্যং কিমপি ন ততো নৈব কর্ত্তৃত্বমস্তি
জীবন্মুক্তস্থিতিরহমহো দগ্ধবস্ত্রাবভাসং।
এবং দেহে প্রবিশ্যতি জনস্তিষ্ঠমানো বিমুক্তঃ
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥৮॥

অস্যার্থ—পয়ার।

ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম সকলি ঈশ্বর।
আপনি অকর্ত্তা সদা জানিবেক নর॥
দগ্ধ বস্ত্র সদৃশ দেহেতে যার বাস।
জীবে জীবন্মুক্ত অন্তে জন্মের বিনাশ॥
গুণে বদ্ধ যেই জন সেই জন জীব।
গুণচ্ছেদ করিলে সে নর দেহে শিব॥
গুণ সত্ত্ব রজঃ তমঃ বেদের অধীন।
বেদাচারে কর্ম্ম যেই করে চিরদিন॥
তাহাতে কদাচ কারো মুক্তি নাহি হবে।
স্বর্গভোগ অন্তে পুনঃ জন্ম হবে ভবে॥
বেদাচার ত্যাগ করিবেক যেই জন।
তাহার নির্ব্বাণ মুক্তি কে করে খণ্ডন ॥৮॥

---

অস্য ফলশ্রুতি।

সত্যং সত্যং পরমমমৃতং সর্ব্ব কল্যাণ হেতু
চেতো রূপং গগনসদৃশং ব্যাসপুত্রাষ্টকং যঃ।
প্রাতঃকালে পঠতি সহসা যাতি নির্ব্বাণমর্থং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥৯

অস্যার্থ—পয়ার।

অমৃত পরম তত্ত্ব সত্য সত্য সত্য।
কল্যাণার্থ সর্ব্বজন সাধ নিত্য নিত্য॥
শূন্য রূপা নিরাকার মন অগোচর।
তত্ত্বযোগে জ্ঞানানন্দে হৃদয়ে গোচর॥

নির্ব্বাণ অষ্টক প্রাতে পড়িবেক যেই।
নির্ব্বাণ মুক্তির পথে যাইবেক সেই॥
এই মত প্রকাশেন ব্যাসের নন্দন।
শুকদেব জীবন্মুক্ত ব্যক্ত ত্রিভুবন॥ ৯॥

---

কর্ত্তব্য বিষয়ক উপদেশ।

৫৪শ প্রশ্ন। আপনকার কৃপাবিশিষ্ট উপদেশামৃত পানে আমার সম্পূর্ণ সংশয়াবিষ্ট ভ্রান্ত-চিত্ত নিঃসংশয় হইয়া পবিত্র হইল, সম্প্রতি আপনি কর্ত্তব্য কার্য্যের কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদানে সদয় হউন।

৫৪শ উত্তর। সাধারণের হিতার্থে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রায় সকলই বলিয়াছি, তন্মধ্যে যাহার যে ধর্ম্মে শ্রদ্ধা হইবেক, তাহার সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর, এবং স্বগুরুর নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিয়া তৎপ্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে স্বীয় সাধ্যানুসারে অর্থাৎ জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল বশতঃ যত দূর জ্ঞানোদয় এবং ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে, তদুপযুক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ফলিতার্থ মুক্তি সম্বন্ধে যে সোপান চতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহার যে সোপানে অধিকার হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে সেই সোপানাশ্রয় করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয়ে উপাসনা কাণ্ড, তৃতীয়ে জ্ঞানকাণ্ড, চতুর্থে যোগাধিকারকাণ্ড, তৎপরে মুক্তি। ইহাতে যদিচ কোন ব্যক্তির পূর্ব্বজন্ম-কৃত প্রথম বা দ্বিতীয় কাণ্ডের কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে এবং তৎফলবশতঃ, ইহ জন্মে, তৃতীয় কাণ্ডের কর্ম্মে অধিকার হয় বটে, তথাচ মদভিপ্রায়ে তাহা প্রসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুই কাণ্ডের কর্ম্মে আদৌ নিবৃত্ত না হইয়া এককালীন তৃতীয় কাণ্ডের কার্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া

অকর্ত্তব্য, কেম না পূর্ব্ব সোপান ত্যাগ অর্থাৎ লঙ্ঘন করতঃ উত্তর সোপান আশ্রয় করিলে, অবশ্যই তাহাতে নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। যে হেতু কারণ ভিন্ন কোন কার্য্যই নহে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তির অব্যবহিত কারণ যে তত্ত্বজ্ঞান (যাহাকে আত্মজ্ঞান বলা যায়) তাহা যোগ সাধনা ব্যতীত হইতে পারে না। ঐ যোগাভ্যাসের কারণ ইন্দ্রিয় দমন এবং চিত্ত শুদ্ধি, তৎসম্বন্ধে আত্মা আনাত্মা জ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেই জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত চিত্তের চাঞ্চল্য এবং মনোমালিন্য দূর করা অত্যাবশ্যক, তাহা উপাসনা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই উপাসনা নৈষ্ঠিকী এবং অচলা ভক্তি ব্যতিরেকে কদাচ হইতে পারে না, তন্নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক এবং বাহ্যপূজাদি কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করা অতি প্রয়োজনীয়। অতএব সর্ব্বসাধরণের কর্ত্তব্য এই যে প্রথমে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সাধনার উন্নত্যনুসারে যথাবিধি পর পর সোপান অবলম্বন করিয়া তত্তৎ কার্য্যাবলম্বী হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইয়া অচিরাৎ মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্তু কোন কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করিবেক না অর্থাৎ সর্ব্ব কার্য্যই ঈশ্বরে অর্পণ করিবেক। এক্ষণে জ্ঞানবান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্যাচরণ কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।)

---

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ইন্দ্রিয় সকল করিবে রোধ, বিষয়েতে নাহি থাকিবে বোধ,
প্রাণ আদি বায়ু লয়।
একাকার বৃত্তি করিবে মন, বিকারের সনে করিবে রণ,
ছাড়ি কাম ক্রোধ ভয়॥

অতি জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম,নিরাকারপ্রভু ভাবিলে মোক্ষ
সাকার নহেন তিনি।
সব এক দেব মনেতে জানি, সাকার ভাবিবে গুরুর বাণী,
সাকারেতে হবে লীন ॥

---

লঘু-ত্রিপদী।

করিবে নিশ্চয়, ছাড়িবে সংশয়,
ক্ষমা শান্তি কর সার।
অলব্ধ সাধন, প্রাপ্তির রক্ষণ,
ছাড় এই দুই আর।
অবাঞ্ছাতে যাহা, পাও লও তাহা,
শরীর নির্ব্বাহ মত।
বিধি বাদ ছাড়, চিত্ত কর গাঢ়,
ইচ্ছা ছাড় হও সত ॥
রাগ দ্বেষ আদি, ছাড় বেদবাদী,
দোষ গুণ নাহি দেখ।
না হানি না লাভ, সব তুল্য ভাব,
ভাবাভাব হৈয়ে থেক ॥
হর্ষামর্ষ শোক, ছাড় সঙ্গ লোক,
ছাড় মনোবেগ যত।
শত্রু মিত্র ছাড়, চিত্ত কর দৃঢ়,
নিরপেক্ষ হও সত ॥
একাকী নির্জ্জনে, আত্মা দেখ মনে,
অন্য চিন্তা নাহি কর।
প্রিয়া প্রিয় শূন্য, শূন্য পাপ পুণ্য,
নিরালম্ব হৈয়ে চর ॥
নির্লেপ পুরুষ, শূন্য সব দোষ,
ব্রহ্ম তুল্য তারে কই।

নহে ব্রহ্ম ভিন্ন, জন্ম মৃত্যু হীন,
দুই নাই ব্রহ্ম বই ॥
মায়া কৃত ভেদ, কর মায়া ছেদ,
জ্ঞানরূপ এক সার।
কর্ম্মফল লাগি, হৈলে দুঃখভাগী,
কর্ম্ম না করিও আর ॥

---

চৌপদী।

ব্রহ্ম উদাসীন নহেন কারণ, না করেন কারে বন্ধন তারণ,
নাহি অনুমতি নাহিক বারণ, মায়াময় সব কাজ।
তাহাতে গ্রথিত বস্তু যত যত, সর্ব্ব ব্রহ্মময় ব্রহ্ম সর্ব্বগত,
নানাকার জ্ঞান ভ্রান্তিমন রত, সাক্ষী আত্মা মহারাজ ॥
চরিত্র তাঁহার বুঝা নাহি যায়, একাগ্র হৃদয়ে ভাবিলে পায়,
সে ভাবনা বড়ই দায়, রূপগুণ আদি শূন্য।
কিন্তু ইহা ভাবি না কর ভয়, গুরু ধর কর বাসনা লয়,
অভ্যাস করিতে করিতে হয়, যদি থাকে বহু পুণ্য ॥
নহে স্থূল সূক্ষ্ম সত অসত, বহু দূর কিন্তু হৃদয় গত,
সর্ব্ব বস্তু হীন দেখিবে যত, কিন্তু সর্ব্ব বস্তুময়।
ইহার আশয় শুনহ কই, বস্তু কিছু নাই ঈশ্বর বই
ছাড় বস্তু জ্ঞান সকলি ঐ, চন্দ্রনাথ এই কয় ॥

---

সর্ব্বভূতে সমাবিষ্টং সর্ব্বপ্রাণি হিতে রতং।
সর্ব্ববস্তুময়ং সোহং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ॥
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনং।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহং ॥
আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং।
যোগেন্দ্রমিড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদ্গুরুং নিত্যমহং নমামি ॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।

# ঈশ্বরারাধনা।

## গীত।

রাগিণী পুরবী।—তাল একতালা।

কোথায় সে জন, জানে কোন জন,
যে জন সৃজন লয় করে।
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে,
চর্চ্চে কি মস্‌জিদে মন্দিরে ॥
যোগে যাগে যোগী জনে যাঁরে রটে, পাতে পোতে
পথে ঘাটে ঘোটে ঘটে, সরলে কি শঠে,
হোটেলে কি হাটে, পটে কি বৃক্ষ কোঠরে।
লণ্ডনে মার্কিনে, ফ্রান্সে কি চীনে, বর্ম্মা বেঙ্গলে
রুমে হিন্দুস্থানে, রিভার জর্ডানে,
গার্ডেন অব ইডানে, শ্মশানে সমাজে কবরে ॥
গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেঁড়ো
নদীয়া মাদিনে, নেপালে কি ভোটে,
কাবিলে গুজরাটে, ব্রহ্মাণ্ড অণ্ড বাহিরে।
ভূধর ভুগর্ভ অনল অনীলে, যমুনা জাহ্নবী নর্ম্মদা
সলিলে, সিন্ধু গোদাবরী, সরযু কাবেরী,
শ্বেত সরস্বতী মাঝারে ॥
কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর আল্লা ইষু, কালি কি
কানাই বাসু বসু শিশু, কোন্নামে কে ডাকে,
সাড়া দেন কাকে, নিগুড় কে বলিতে পারে ॥
কেবা জানে তিনি পরেন কি বাস, কোঁচা কি পেন
টুন্ ইজারে উল্লাস, বেলে কি বাকলে,
গুধুড়ি কম্বলে, কপীনে কি খাসা অম্বরে।

কিরীটে কি ক্যাপে, বিনা বেণী ঝোপে, কাটা জটা
সাটা গালপাট্টা গোপে, চৈতন্য ফুরফুরে,
খোসা খোদার নুরে, সুচারু চাঁচর চিকুরে ॥
ব্রাণ্ডি কি জীনে, সেরি কি স্যাম্পিনে, রুটি কি
বিস্কুট পেঁয়াজে রসুনে, সিন্নি মালসা ভোগে,
মষে মেষে ছাগে, কাঁচা পাকা কিবা আহারে।
সেতারা তাম্বুরা বীণা বাঁশী বোলে, তবলা তাউষে
জয়ঢাকে ঢোলে, দামামা দগড়া, নাগেরা
কি কাড়া, শিঙ্গা কাঁশি কাঁশা কাঁশরে ॥
শক্ররূপে স্বর্গে শক্রাণী সংযোগে, নরক নিকরে
শূকরী সম্ভোগে, মহাসুখে দুঃখে রাগে রোগে
ভোগে, সমভাবে ভেবে না পাই তাঁরে।
সন্ন্যাসী অমরে, পণ্ডিত পামরে, কাঁকরে কি
আছেন রত্নেরি আকরে, প্যারী বলে এমন কে
আছে সংসারে, নিগুড় নির্ণয় তাঁর করে।
বেদে বলে ব্রহ্ম হয় নিরাকার, অনন্ত শাস্ত্রেতে
অনৈক্য স্বীকার, সাকার নিরাকার,
কিবা কিমাকার, আকারে আছেন কি ওঁকারে।

# শুদ্ধিপত্র।

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|---|
| ধর্ম্মাবগত | মর্ম্মাবগত | ৫ | ২৪ |
| যত | জগত | ৮ | ১০ |
| দেশ | দেব | ঐ | ১২ |
| শক্তিধর্ম্ম | শাক্তধর্ম্ম | ১১ | ২১ |
| ভাব | ভাবে | ১২. | ৭ |
| তারে | তাহারে | ১৪ | ৩ |
| ইজ্বর | ঈশ্বর | ১৯ | [illegible] |
| স্থানে | স্থানের | ২৭ | ২ |
| অধ্যান্ত | অধ্যাত্ম | ঐ | ২৩ |
| এক উদ্ধারেণ | একা উদ্ধারেণ | ৩১ | ২২ |
| অত্যাচার | জত্যাচার | ৪১ | ১ |
| নকার | লকার | ৪৩ | ৫ |
| তৌমৎস্থ | তেমৎস্থ | ৫৮ | ১৫ |
| কালিকা | কর্ণিকা | ঐ | ১৬ |
| ভাং | ভাংসা | ঐ | ২৩ |
| জংস | হংস | ঐ | ২৫ |
| বসনং | রমণং | ৫৯ | ১০ |
| সদ্য গুরু | সদ্গুরু | ৭১ | ৫ |
| শ্রেয়ণে | শ্রেয়াণ | ৭৩ | ২৬ |
| ভাবোভাবাৎ | ভাবাভাবাৎ | ৭৪ | ১১ |
| জান | জাল | ঐ | ২৩ |
| কামকলৈ | কামকলে | ৭৬ | ৬ |
| ঐ | ঐ | ঐ | ১৫ |
| হবিষং | হবিষ্যং | ৮১ | ৩ |
| ত্বং (বেশী) | ০ | ঐ | ৮ |
| দৈব | স্নৈব | ঐ | ১৯ |
| কদাচিৎ | কদাচন | ৮২ | [illegible] |
| সগুরু | সদ্গুরু | ৮৩ | ৬ |
| উত্তম | উভয় | ঐ | ৯ |
| নরকে | নরক | ঐ | ১৩ |
| ব্রাহ্মণের সুরাপান প্রতি | ব্রাহ্মণের প্রতি সুরাপান | ঐ | ১৭ |

# শুদ্ধিপত্র।

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|---|
| সম্ভাব | সম্ভাবে | ৮৪ | ৫ |
| নমাংসঞ্চাপি | নামিসঞ্চাপি | ঐ | ১২ |
| বোধ | বোধে | ৮৬ | ১২ |
| সময় তন্ত্রে | সময়াতন্ত্রে | ঐ | ১৬ |
| মুমুক্ষু মুক্তি অর্থাৎ | মুমুক্ষু অর্থাৎ মুক্তি | ৮৮ | ১ |
| দেবতে | দেবতা | ৯০ | ১১ |
| ঐসুখ | ঐহিক সুখ | ১০৪ | ১৮ |
| নিকর | পরিকর নিকর | ঐ | ২৫ |
| শিষ্ট | বিশিষ্ট | ১০৮ | ২৩ |
| কামকমা | কামকামা | ১০৯ | ১২ |
| তীর্থক | তির্জক | ঐ | ২৪ |
| পাপকৃত্ত | পাককৃত্ত | ১১২ | ১৭ |
| হুইতে | ডুএতে | ১১৮ | ১৩ |
| জান | জাল | ঐ | ২১ |
| হরণ | হবন | ১২০ | ২৮ |
| মণিপুরক | মণিপুর | ১২২ | ১৯ |
| ঐ | ঐ | ঐ | ২১ |
| ছগলান্ত | ছগলাগু | ১২৪ | ১৯ |
| পথিমধ্যে | পদ্মমধ্যে | ১২৫ | ২ |
| থাকে | না থাকে | ১২৭ | ১৩ |
| নিরালম্ব | নিরালম্ব | ১২৮ | ১৬ |
| মহাগুণ | মহাশূন্য | ঐ | ১৭ |
| পরমেশ | পরমেশে | ১৩৩ | ১০ |
| সঙ্গ | সংজ্ঞা | ১৩৬ | ১ |
| যাপিতে | ব্যাপিতে | ঐ | ১৬ |
| নিবৃর্ত্ত না হইয়া | নিবৃর্ত্ত হইয়া | ১৩৯ | ১৫ |
| তিনি | তিন | ১৪১ | ২ |

মহারাজ্ঞী

# ভিক্টোরিয়া চরিত।